তমলুকের ইতিহাস।

তাম্রলিপ্ত-রাজ্য

বা

দক্ষিণ-বাঙ্গলার ঐতিহাসিক-চিত্র।

শ্রীসেবানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

A HISTORY OF TAMLUK

OR

A BRIEF ACCOUNT OF THE ANCIENT KINGDOM OF TAMRALIPTA IN SOUTHERN BENGAL.

BY

SEBANANDA BHARATI.

প্রথম সংস্করণ।

বঙ্গাব্দ—১৩১৯ মাঘ।

কলিকাতা, ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালী হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।
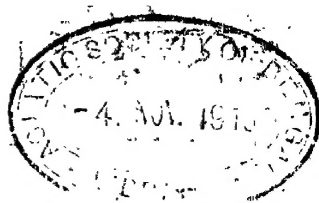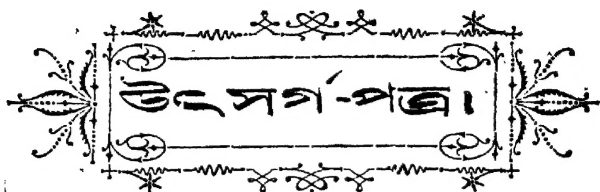
মহামহিমান্বিত পরমধার্ম্মিক

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়,

তমলুকাধিপতি বাহাদুর

শ্রীকরকমলে

জন্!

আপনি যে মহান্ পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যে মহান্ বিত্র ধামে আপনার অধিষ্ঠান—তাহা ভারতের রাজবংশের ইতিহাসে গৌরবমণ্ডিত ও অতি পুরাতন। সেই পুরাতন গাথা সঙ্কলনপূর্ব্বক এই দীন গ্রন্থকার "তমলুকের ইতিহাস" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ং ধন্য হইয়াছে। যদিও উপযুক্ততার অভাবে এই অতি তন পবিত্র রাজবংশের চরিত-গাথা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয় নাই বা কতকাংশ অপরিস্ফুট রহিয়াছে, তথাপি এই অপূর্ণাবয়ব গ্রন্থ হাস-জগতে একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে উদিত হইয়া আপনাকে উদ্ভাসিত বে সন্দেহ নাই। আপনি রাজর্ষি ময়ূরধ্বজবংশের মুখোজ্জ্বলকারী ব-রবি স্বরূপ বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক গগনে দীপ্তিমান্ রহিয়াছেন। স্থলে পূজনীয় পূর্ব্বপিতৃকুলের পবিত্র আখ্যায়িকা যে আপনার অধিক শোভমান হইবে ও তদধিক আদরণীয় হইবে ইহা ভাবিয়াই দীন লেখক আপনার পবিত্র শ্রীকরকমলে "তমলুকের ইতিহাস" ুক্ত-হৃদয়ে সাদরে অর্পণ করিতেছে।

বশম্বদ,

শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

নিবেদন।

অতীত জাতি-গৌরবের ছায়াময়ী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অতীতের অন্ধ-তমোগর্ভে নেত্রপাত করিতে সাহসী হইয়াছি—ধৃষ্টতা না হইলেও দুঃসাহস বটে। বাঙ্গালার জাতীয়-জীবন পুরাকালে কিরূপ গৌরবান্বিত ছিল, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত না থাকিলেও, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণরাশি সংগ্রহ করিলেও তদ্দ্বারা গ্রথিত অলঙ্কার জাতীয় সাহিত্যের রত্নময় সিংহাসনের এক পার্শ্বে স্থান পাইবে নিঃসন্দেহ। তদ্দ্বারা হতভাগ্য বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের কিছু না কিছু উপকার করিতে পারিবে। এই আশায় এই দুঃসাহসিক কঠোর যত্নসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়াছে, হৃদয়ে উৎসাহ জাগিয়াছে, কিন্তু যতদূর আশা ছিল তাহার শতাংশের একাংশও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সময়াভাব ও অর্থাভাব, তদপেক্ষা মদীয় যোগ্যতার অধিকতর অভাবই এ বিষয়ে সফলকাম হইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে যে বিষয়ের সূচীপত্র মাত্র এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইল তাহা অবলম্বন করিয়া, আশা করি, অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি আরও মূল্যবান গৌরব-রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া মদীয় আরব্ধ অনুষ্ঠানের পূর্ণতা সম্পাদনে যত্নশীল ও সফলকাম হইবেন—এই একটী মাত্র কারণে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি।

যে বাঙ্গালীর রণপাণ্ডিত্যে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত যাঁহাদের করতলগত ছিল—সেই বাঙ্গালদেশের দক্ষিণাংশ ভূভাগ লইয়া তাম্রলিপ্ত রাজ্য—এই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতের দক্ষিণ উপকূল, সিংহল, যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়া উপনিবেশ-স্থাপন, আর্য্যধর্ম্ম-প্রচার ও আর্য্যজাতির বিজয়পতাকা প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ইহা বাঙ্গালীর অসামান্য গৌরবের

কথা নহে। যে চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা তুলিকার টানে সঠিক টানিতে পারি নাই, তজ্জন্য দুঃখিত। আমাদের পূর্ব্ব পিতৃকুল এই যে গৌরবরশ্মিকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন, যে মহাপ্রাণতায় জগতকে বিস্মিত ও প্রীত করিয়াছেন, সে মহাপ্রাণতা আমাদের আছে কি? আমাদের সেই গৌরবময় যুগের কথা এখন অলীক স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অতীত কাহিনী এই **তমলুকের ইতিহাস** বাঙ্গালীর নিকট আদর লাভ করিবে কি? বর্ত্তমান সংস্করণে চিত্রাদি দেওয়া সুবিধা হইল না, সহানুভূতি পাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে এ অভাব দূরীকরণের বাসনা রহিল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযথ অব্দ, তারিখ, নেতা ও ঘটনাকারীর নাম ইত্যাদি, যুদ্ধাদির বিবরণ ও অন্যান্য বিস্ময়জনক ঘটনার উল্লেখ ইত্যাদি এই ইতিহাসে তেমন নাই—তাহা নাই বলিয়া যে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ইতিবৃত্ত গৌরবহীন তাহা মনে করা উচিত নহে—ভারতবর্ষে সেরূপ ইতিহাস রক্ষার প্রথা প্রাচীনকালে থাকিলেও নানারূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈসর্গিক বিপ্লবে সে সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তমলুকের ইতিহাস মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভে অবস্থান কালে "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থ খানি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয় ও Indian Shipping নামক গ্রন্থ খানিও আমার চক্ষে পড়ে। উহা হইতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব সঙ্কলিত হইয়াছে, উহা যথাস্থানে পুস্তকের অধ্যায়-রূপে সংযোজিত করিতে পারি নাই—পরিশিষ্ট (ক) মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। The Tamlis Eighteen Hundred Years Ago নামক গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে পারি নাই—কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকখানিও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন

বশতঃ স্থানান্তরিত ছিল—পরে পরিশিষ্ট মুদ্রণ কালে দেখিবার সুবিধা ঘটে। প্রাচীন বঙ্গের তাম্রলিপ্ত জাতি দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল—বর্ত্তমান মান্দ্রাজের তামিল জাতি তাম্রলিপ্ত জাতি হইতে উদ্ভূত—তাম্রলিপ্ত হইতেই বাঙ্গালীরা দক্ষিণ-ভারতে ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এইগুলিও ৬ষ্ঠ পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বাঙ্গলার সম্রাট্ মহীপালের অত্যাচার নিবারণার্থ প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান (Memoirs of A. S. B. Vol. III., no 1—Ram-Charit) বাঙ্গালার কেন, ভারতের ইতিহাসে অদ্ভুত ঘটনা। এইরূপ প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের নেতৃগণের—বাঙ্গালার প্রাচীন নৃপতিগণের—পূর্ব্বপুরুষগণ নর্ম্মদা ও সরযূতট হইতে বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ, সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণাত্য ও ভারত-সাগরীয় দ্বীপমালা, এমন কি, তাৎকালিক প্রাচ্য জগৎ চমকিত করিয়াছিল—পাশ্চাত্য জগতও বিস্মিত হইয়াছিল। এইরূপ আরও কত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে—ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও তদনুরূপ ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা যে আয়াস-সাধ্য তাহা বিবেচনা করা সহজ—বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ন্যায় তাম্রলিপ্ত-অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইলে যে তাম্রলিপ্ত-বিবরণ সঙ্কলিত হইবে, তাহাও বাঙ্গালীর গৌরবজনক ইতিহাস হইবে।

অন্যান্য রাজ্যে যেমন বার বার রাজবংশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাম্রলিপ্ত রাজ্যে সেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—এখানে তেমন যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটে নাই—শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তমলুক-রাজগণও চিরকালই শান্তিপ্রয়াসী। মোগল-বাদসাহগণের আমলে তাঁহারা তেমন যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত হন নাই। এক্ষণে সদাশয় ইংরাজ রাজগণের আমলেও সেই রাজবংশধরগণ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা

দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ অতি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি এবং ধীরস্বভাব। তিনি কোনরূপ বৈষয়িক-ব্যাপারে অতি মাত্রায় লিপ্ত নহেন—পারমার্থিক উন্নতির দিকে তিনি একান্ত অভিলাষী ও পরম ধার্ম্মিক।

এস্থলে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক সঙ্কলনে শ্রীহট্ট-সুনামগঞ্জ-প্রবাসী মাননীয় উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরবাধিত রহিলাম। তিনি সময়ে সময়ে উপদেশাদি প্রদান না করিলে আমি ইহা কখনই সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিতাম না। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল, কলিকাতা বানীপুর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস, ঢাকা নাগ্নার নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন রায়, ফরিদপুর গাবাসপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস ও ব্রাহ্মণিকা প্রণেতা পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহোদয়গণও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মুদ্রাযন্ত্রগত বহু ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইবে—ভাষাগত ত্রুটীও দেখা যাইবে। তজ্জন্য আমি পাঠকগণের নিকট ক্ষমার ভিখারী। এই সংস্করণে যে সমুদয় অভাব ও ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইবে দয়া করিয়া পাঠকগণ আমাকে কলিকাতা ইটালী, ৩৮নং পুলিশ হাসপাতাল রোড ঠিকানায় পত্র লিখিয়া অবগত করাইবেন—পরবর্ত্তী সংস্করণে সে সমুদয় সংশোধিত ও সংযোজিত হইবে। তাহাতে তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

আমিড়া—"শান্তিকুঞ্জ"
ডায়মণ্ডহারবার,
১৩১৯ -মাঘ।

বিনীত
শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

তমলুকের ইতিহাস

সঙ্কলন করিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইতিহাস।

আইন-ই-আকবরী।
আর্য্যপ্রভা—ভগবতীচরণ প্রধান।
কুলকালিমা—যাদবচন্দ্র লাহিড়ী।
কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
গৌড়রাজমালা—রামপ্রসাদ চন্দ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ—মহিমাচন্দ্র মজুমদার।
পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী
প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস -
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
প্রেমের স্বপন—রেবতীরঞ্জন রায়।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন
বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু।
বঙ্গদেশের ইতিহাস—
ঈশানচন্দ্র ঘোষ।
বাঙ্গলার ইতিহাস (নবাবী আমল)
—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রাহ্মণ-সংহিতা—ভগবতীচরণ প্রধান
ভ্রান্তি-বিজয়—হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
মহিষাদল রাজবংশ—
ভগবতীচরণ প্রধান।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত
—যোগীন্দ্রনাথ বসু।
রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র—
রামরাম বসু রচিত ও
নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত।
সম্বন্ধনির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি।

মাসিক পত্র।

নব্যভারত।
প্রতিভা।
ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।
প্রদীপ।
বঙ্গদর্শন।
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।
শিল্প ও সাহিত্য।
সাহিত্য।

ধর্ম্মগ্রন্থ ও অভিধান।

মহাভারত—জৈমিনীয়।
,, প্রতাপচন্দ্র রায়।
,, বর্দ্ধমান মহারাজ।
,, কালীপ্রসন্ন সিংহ।
মহাভারতম্ (মূল)।
রামায়ণম্।
হরিবংশম্।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্।
বিষ্ণু পুরাণম্।
বায়ু পুরাণম্।
ব্রহ্ম পুরাণম্।
মৎস্য পুরাণম্।
মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।
স্কন্দ পুরাণম্।
কুলাষ্টক।
চণ্ডকৌশিকী।
ত্রিকাণ্ডবিশেষঃ।
দশকুমার-চরিতঃ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্
উশনঃ-সংহিতা।
গৌতম-সংহিতা।
পরশুরাম-সংহিতা।
বৃদ্ধহারিত-সংহিতা।
বৃহৎ-সংহিতা।
মনু-সংহিতা।
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।
বাচস্পত্যাভিধানঃ।
ভাবতকোষঃ।
শব্দরত্নাবলী।
শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ইংরাজী গ্রন্থ।

Annals and Antiquities of Rajasthan—TOD.

Asiatic Researches.

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian—J. W. MAC. CRINDLE, M.A.

Buddhist Records of the Western World—SAMUEL BEAL.

Bengal M. S. Records—HUNTER.

Cyclopædia of India—BALFOUR.

District Census Report of Midnapur.

Ethnology of Bengal—DALTAN.

History of Indian Shipping—
RADHA KUMUD MOOKERJI, M.A.

History of India—Elphinstone.

Indian Antiquary.

Imperial Gazetteer.

Ibid.

Journal of R. A. S. (London.)

Do Do Bombay Branch.

Journal of A. S. Bengal.

Mackenzie Collection—H. H. WILSON.

Memoirs of A. S. Bengal.

Notes on the Manufacture of Salt in the Tamluk Agency by H. C. HAMILTON.

Orissa—HUNTER.

Rambles in India—R. C. DUTT.

Reports of the Commissioner of Orissa.

Riyaz-us-Salatin—MOULAVI ABDUR SALAM, M.A.

Si-yu-ki—SAMUEL BEAL.

Statistical Account of Bengal—HUNTER.

Tamils Eighteen Hundred years Ago—
KANAKASABHAI PILLAY.

সূচীপত্র।

(প্রত্যেক বিষয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্ক-জ্ঞাপক)

অষ্টম অধ্যায়।—পরতন্ত্রতার কাল—

মোগল শাসন ১৬৫৪-১৭৬৭ খ্রীঃ—(৭৪—৮৪)

নবম অধ্যায়। ইংরাজ-শাসনকাল—(৮৫—৯৬)

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৯	পুয়াণম্	পুরাণম্
৬	১৬	লোক	জাতি
৭	২২	Mc Brindle	Mac Crindle
৭	২৩	Si-ya-ki	Si-yu-ki
৯	৯	সঙ্গে	—
১১	৮।৯	তাৎকালিক ইহার	ইহার তাৎকালিক
১৫	২২	মুখরীত	মুখরিত
২৬	১৬	হওয়ার	হওয়ায়
৪৯	৭	উচ্ছৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
৫০	১৫	যান	গিয়াছিলেন
৫১	১৫	সাম্রজ্য	সাম্রাজ্য
৫১	২৩	cyclopadia	cyclopædia
৫৮	হেডিং	টীপপনী	টীপ্পনী
৬৫	১৩	পাঠন	পাঠান
৬৮	৫	মোগলবাদগণের	মোগলবাদসাহগণের
৬৮	২৫	দশেরও	দেশেরও
৭৬	৮	সুবাদরগণের	সুবাদারগণের
৮৫	১৫	আলিবেগে	আলিবেগের
৮৬	১২	বাসুদেবেপুর	বাসুদেবপুর
৮৭	১২	আত্মরক্ষার	আত্মরক্ষায়
৮৭	২৫	অধিকারী	অধিকারিণী
৯০	৮	কীত্তির	কীর্ত্তি
৯৭	১১	তাম্রলপ্তের	তাম্রলিপ্তের
১১৩	১	মাহাত্মোর লুপ্তোদ্ধার	লুপ্তমাহাত্মোর উদ্ধার
১১৬	৯	ক্ষত্রয়ত্ব	ক্ষত্রিয়ত্ব
১১৭	১২	রাজ্য	রাজ্যে
১১৮	৪	সজাতিবর্গ	স্বজাতিবর্গ
১১৮	১২	বৈদশিক	বৈদেশিক
১১৯	২২	ধকাংশ	অধিকাংশ

তমলুকের ইতিহাস।

(তাম্রলিপ্ত-রাজ্য বা দক্ষিণ-বাঙ্গলার ঐতিহাসিক চিত্র)

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গলার ইতিহাস চাই—নহিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না। তাই বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্বগৌরব, প্রাচীন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর উচিত। আমাদের প্রাচীন ঋষিকল্প পূর্ব্বপুরুষগণের অমানুষিক ধর্ম্মপ্রাণতা মহানুভবতা ও সহৃদয়তা এবং শৌর্য্য বীর্য্য ও সুশৃঙ্খল রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি আমরা যতই অন্তরে অনুধ্যান করিব, ততই আমরা উন্নত হইবার—প্রাচীন গৌরব রক্ষার—চেষ্টা করিব।

তাম্রলিপ্ত রাজ্য বাঙ্গলা দেশের একাংশ—সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গলা লইয়া তাম্রলিপ্ত রাজ্য; সুতরাং তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ইতিহাস, বাঙ্গলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ।

বাঙ্গলা দেশ কোথায়? পূর্ব্বে বাঙ্গলা বলিয়া কি কোন রাজ্য ছিল?

মোগল শাসনকালের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গলা দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল—তখন তাম্রলিপ্ত রাজ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। তাম্রলিপ্তের ন্যায় সেন-বংশীয় রাজগণের শাসনাধীন গৌড়দেশ বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গলা দেশের একাংশ মাত্র—তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গলা দেশ শাসন করিতেন না।

মহাভারতে মগধ, মেদোগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অঙ্গ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ ও ওড্র প্রভৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন স্ব স্ব প্রধান রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়, এখনকার বাঙ্গলা দেশ তৎসমুদয় রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণের শাসনকালেও বাঙ্গলা দেশের পাঁচটী প্রধান হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—তাম্রলিপ্ত রাজ্য তাহার অন্যতম।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে, বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বেতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। তাম্রলিপ্ত রাজ্য বাঙ্গলা দেশের অন্যতম প্রধান অংশ। এই রাজ্যের ইতিহাসও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের প্রধানতম অংশ। একটি বাঙ্গালী জাতীয় রাজবংশ বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা বিপ্লবের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্য্য হিন্দুগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি কলাপের ভগ্নাবশেষ এখনও এই রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান তমলুক সহরে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! এস ভাই, সমস্বরে সেই বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী—বাঙ্গালীর গৌরব নিকেতন—আর্য্য-জাতির পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র—তাম্রলিপ্তির মহীয়সী কীর্ত্তি গাথা গান করি।

তমলুকের ইতিহাস বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রধানতম অংশ

আর্য্য জাতির প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বৈদিক কালে বাঙ্গলা দেশে আর্য্যাধিকার বিস্তার হয় নাই; মনুসংহিতা বর্ণিত কালে কিয়ৎ পরিমাণে এবং মহাভারত-বর্ণিতকালের পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে আর্য্যা-

বাঙ্গালী জাতির গৌরব

ধিকার বিস্তার ও আর্য্য ধর্ম্মের প্রচার* হইয়াছিল। পৌরাণিক কালে বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয় শক্তির হ্রাস ও বৈশ্য শক্তির অভ্যুত্থানের সহিত মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক কালে বঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বৈশ্য প্রভুত্বের কালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের স্বাধীনতা, গুপ্ত-ই বংশ, পালবংশ, সেনবংশ প্রভৃতি হিন্দু বা বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণের এবং খিলিজি, টোগলক ও লোদিবংশ প্রভৃতি দিল্লীর মুসলমান বাদসাহগণের শাসন-কালেও বিদ্যমান ছিল। অধুনা সদাশয় ইংরাজরাজের সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের অধীনে সেই পুরাতন গৌরবান্বিত রাজন্যকুলের বংশধরগণ অতি দীনভাবে তাঁহাদের পৈতৃক জীর্ণ আবাসে অবস্থান করিতেছেন। এই আর্য্য মাহিষ্য-রাজকুল যে ভাবে প্রচণ্ড প্রতাপে পাঠান অনীকিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা সামান্য শক্তি ও গৌরবের কথা নহে।

তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাধীনতার ইতিহাস সমস্ত বাঙ্গালী জাতির "গৌরবের বিষয়" সন্দেহ নাই। রাজস্থানের রাজপুত রাজ্য-সপ্তকের ন্যায় বাঙ্গলার প্রাচীন রাজ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে; যখন সমগ্র ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, তখন ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় গ্রথিত করিবে। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ইতিহাস—দেশের সেই পূর্ব্ব-গৌরব-কাহিনী—ইতিহাসে "মুসলমান রাজত্বকালে দক্ষিণ বাঙ্গলার স্বাধীনতার ইতিহাস" নামধের অধ্যায়রূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে লেখনী স্তম্ভিত হয়! চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়!! অতীত গৌরব-কাহিনী স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে!!!

* "শিল্প ও সাহিত্য"—মাসিক পত্রিকা—১৩১৭ ভাদ্র সংখ্যায় "বাঙ্গলায় আর্য্যজাতির আগমন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায়।

ভৌগোলিক চিত্র।

তাম্রলিপ্ত রাজ্যাংশ পূর্ব্বে কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল। রামায়ণ বর্ণিত কালে কলিঙ্গরাজ্য গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।* সুদূর অতীত যুগে অঙ্গদেশ হইতে চারিজন ঔপনিবেশিক যাইয়া যথাক্রমে পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ) সুহ্ম (তাম্রলিপ্ত ও রাঢ়), বঙ্গ (পূর্ব্ববাঙ্গলা) এবং কলিঙ্গ (উড়িষ্যা অঞ্চল) রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই অতীত যুগে বঙ্গদেশবাসিগণও 'কলিঙ্গ' বলিয়া অভিহিত হইতেন। এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম তৎকালে কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতীয় যুগের অবসানে ও কলির প্রারম্ভকালে মাহিষ্য রাজগণ কর্ত্তৃক তাম্রলিপ্ত রাজ্য স্বতন্ত্রীকৃত হইলে ছিন্নাবয়ব কলিঙ্গরাজ্যের সীমা সুবর্ণরেখা নদীর দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। মহাভারতে ও তৎপরবর্ত্তী রচিত গ্রন্থ সমূহে বা পুরাণাদিতে † কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত উভয় রাজ্যেরই উল্লেখ আছে। হরিবংশে "অঙ্গাশ্চকলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ" এইরূপ স্থলে তাম্রলিপ্ত সহ কলিঙ্গ উক্ত হওয়ায় কলিঙ্গ রাজ্য যে তমলুকের নিকটস্থ জনপদ ছিল, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয়। তাম্রলিপ্ত রাজ্য স্বতন্ত্র হইবার পর, কলিঙ্গ রাজ্যের উত্তর ভাগ আবার স্বাধীন হইলে 'উৎকল' স্বতন্ত্র দেশ গণ্য হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত হইতেই পরবর্ত্তী কালে গজপতি রাজগণ উৎকলের সম্রাট্ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

---

* Indian Antiquary Vol XIII. p. 363.

† বিষ্ণুপুরাণম্, বায়ুপুরাণম্, পদ্মপুরাণম্, ব্রহ্মপুরাণম্ মৎস্যপুরাণম্, মার্কণ্ডেয় পুরাণম্ বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি পুরাণে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে।

তাম্রলিপ্ত জনপদ বা বন্দর এত পূরাকালের বস্তু যে, ইহার ঐতিহাসিক কালের মধ্যে তথায় কোন জাতির উপনিবেশরূপে গৃহীত হওয়া গল্প বলিয়াই বোধ হয়। মাহিষ্য জাতি মেদিনীপুর অঞ্চলে আধুনিক ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের আগমনের প্রাচীনতার বিষয় ধারণা করিতে গিয়া, বিদেশীয় ঐতিহাসিক গণের চক্ষে তাঁহাদিগকে আদিম জাতি বলিয়া পর্য্যন্ত ভ্রম হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মহাভারতের কাল হইতে অন্যান্য জনপদে আধিপত্যকারী জাতিদিগের যেরূপ বার বার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাম্রলিপ্ত বা সুহ্ম * দেশের সেরূপ ঘটে নাই। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের এত অধিক উল্লেখ দেখা যায় যে, ইহাকে বর্ত্তমান সুন্দরবনের "আবাদ" ভূমির ন্যায় পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কালে উপনিবেশযোগ্য হইয়াছিল বলিয়া কল্পনাই করা যায় না।

তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সহিত সেদিনকার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের কিছু সম্বন্ধের ন্যায় একটা ভাব কেহ কেহ কল্পনা করেন; কেন না ময়ূরভঞ্জের 'ময়ূর' চিহ্ন বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ধ্বজচিহ্নও 'ময়ূর' ছিল; ইহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই। ময়ূরধ্বজ একটী নাম মাত্র। নামের সঙ্গে ধ্বজের ঐক্য ছিল, ইহা মনে করিলে, কল্পনা করা আবশ্যক হয় যে, তাম্রধ্বজ গরুড়ধ্বজ প্রভৃতি পরবর্ত্তী রাজাদের সময়ে ধ্বজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ছিল। যাহা হউক, ময়ূরভঞ্জ রাজ্য নিতান্ত আধুনিক। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পূর্ণ প্রভুত্ব কালে এই রাজ্যের অস্তিত্ব বা স্বতন্ত্রতা দেখা যায় না। এই রাজ্য তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরই অধীন একটা সামন্ত রাজ্য থাকিলে থাকিতেও পারে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্য নিতান্ত আধুনিক

---

* "অস্তি সুহ্মেষু দামলিপ্তী নাম নগরী"—দশকুমার-চরিত। তাম্রলিপ্তের অন্ত নামই দামলিপ্তী, সুতরাং তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্ত নাম সুহ্ম অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ময়ূরভঞ্জের রাজারা রাজপুত বলিয়া পরিচিত। রিজলী সাহেব এ কথাও লিখিয়াছেন যে, মেদিনীপুর অঞ্চলের মাহিষ্য জাতীয় অনেক বড় বড় বংশ 'কৃত্রিম রাজপুত' Presodo Rajput—হইয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাজপুত জাতির উৎপত্তি অতীব আধুনিক। খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর পরে এই জাতি সুগঠিত হইয়াছে। কাজেই কোন রাজপুত জাতি প্রাচীন তাম্রলিপ্তীর রাজা হইতেই পারেন না। যে সকল তাম্রলিপ্তক রাজন্যগণ কুরুক্ষেত্রাদি রণক্ষেত্রে বহু সংখ্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও তাম্রলিপ্ত দেশ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজপুত নামক কোন আধুনিক লোক হইতে পারেন না। উহা রাজপুতের রাজ্য হইলে আজও তাম্রলিপ্ত দেশ রাজপুত জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মাহিষ্য জাতিতে সমগ্র মেদিনীপুর ও সন্নিহিত জেলাগুলি পরিপূর্ণ এবং তাঁহাদের স্বজাতীয় প্রাচীন রাজবংশগুলিই তাম্রলিপ্ত. ময়নাগড়, হিজলীগড়, কুতুবপুর গড় প্রভৃতি দুর্গগুলি এখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই ভারতবর্ষে কেবল এক মেদিনীপুর জেলাতেই প্রাগ্‌রাজপুত যুগীয় কালের ধারাবাহিক নৃপতি-বংশগুলি প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকের মত এই যে, প্রাচীন মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য, উগ্র, অম্বষ্ঠ, আভীর, শক ও হুন প্রভৃতি বীর জাতি হইতে মন্থন করিয়া রাজপুত জাতিরূপ কৌস্তভমণি মধ্যযুগের ব্রাহ্মণগণ উদ্ধার করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন; ইহা সত্য হইলেও রাজপুত জাতির সঙ্গে প্রাচীন 'তাম্রলিপ্তির কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। রিজলী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মেদিনীপুরে মাহিষ্য রাজগণ সুপ্রতিষ্ঠিত। ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণেরও ইহাই মত। এই মতই সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত ও দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি আধুনিক

যে রাজ্যের অধিপতি-বর্গের প্রতাপ-রবিরশ্মির বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ-মালায় গোদাবরী তট হইতে সুবর্ণরেখা চিহ্নিত এবং ত্রিবেণী হইতে বঙ্গসাগর-বিধৌত বিশাল জনপদভূমি উদ্ভাসিত করিয়া সাম্রাজ্য-গৌরবে উচ্ছৃঙ্খল পাঠান শক্তিকে মন্ত্রমুগ্ধ রাখিয়াছিল, যাঁহাদের স্বজাতীয় বীরনিকরের দুর্দ্দমনীয় তেজে সমগ্র ভারত সাগরীয় দীপপুঞ্জে হিন্দুর উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কালের কঠোর শাসনে সেই রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব-রত্নরাজি এখন বিস্মৃতির অতল অম্বুরাশিতলে নিমগ্নপ্রায়!

আধুনিক তমলুক সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তির শেষ পরিণতি। তাম্রলিপ্তী, বেলাকূল, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তমলিকা, দামলিপ্তং, তমালিনী, স্তম্বপূ, বিষ্ণুগৃহং, তমোলিপ্ত ও তমোলিপ্তী প্রভৃতি ইহার বিবিধ নাম প্রাচীন বহুবিধ সংস্কৃতশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে *। ইহাতেই ইহার বহু প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিকতা প্রমাণ পাইতেছে। সে দিনের বৌদ্ধগণ ও চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ ইহাকে তমোলিতি ও তম্মোলিতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন †। অনেকে বলেন, 'তম্মোলিতি' এই কথাটী পালি ভাষায় তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ। রত্নপুর বা রত্নাবতী পুরীও তমলুকের নামান্তর।

সংস্কৃতশাস্ত্রে তমলুকের বিভিন্ননাম

তমলুক এখন ক্ষুদ্র সহর। ইহা বাঙ্গলা দেশের—বর্দ্ধমান বিভাগের—

---

* মহাভারতম্, ভারতকোষ, ত্রিকাণ্ডবিশেষঃ, হেমচন্দ্রঃ, শব্দরত্নাবলী, শব্দকল্পদ্রুমঃ ও বাচস্পত্য ইত্যাদি।

† Ancient India as described by Megasthenes and Arrian"—by J. W. Mc Brindle M. A., p. 138.

"Si-ya-ki" By Samuel Beal, Vol. II. p. 200·

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এবং কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ও মেদিনীপুর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহার অক্ষাংশ ২২°১৭'৫০" উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭°৫৭'৩০" পূর্ব্ব।

তমলুক সহর

এখনকার ন্যায় তমলুকরাজের রাজদণ্ড কেবল তমলুক গড়ের ভগ্নাবশেষ মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের রণতরী সমগ্র ভারতসাগর রক্ষা করিত। এক সময়ে ইহার গৌরব-রবির প্রচণ্ড কিরণ-রশ্মিতে সমস্ত ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের তমোনাশ করিয়াছিল। সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গলা এক সময়ে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের আতপত্র-ছায়ায় সুখে নিদ্রা যাইত। "মেদিনীপুর, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও খুলনার দক্ষিণার্দ্ধ সুন্দরবন—অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রায় পশ্চিম সীমাস্থিত সুবর্ণরেখার মুখ হইতে সুন্দর বনের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী সমগ্র দেশ এবং সমগ্র বঙ্গোপসাগর তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য নর্ম্মদা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে নর্ম্মদাতীরে রত্নাবতী নগরে তাম্রধ্বজের সহিত জিষ্ণুহরির যুদ্ধ-বৃত্তান্ত পাঠে তাহা সত্য বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। গয়া-জিলা-স্থিত কোলাহল পর্ব্বতের সম্মুখস্থ সরোবরের উত্তর পশ্চিম-গহ্বরের শিলালিপি পাঠেও উপলব্ধি হয় যে, তথায় তাম্রলিপ্ত রাজের প্রতিপত্তি এক কালে ছিল।

তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সীমা

নর্ম্মদাতীরস্থ রত্নাবতী, বোধ হয়, প্রাচীন মাহিষ্মতী নগরীর নামান্তর; অথবা রত্নাবতী মাহিষ্মতীর সন্নিহিত ছিল। বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে নির্গত নর্ম্মদার উত্তর তীরে মাহিষ্য জাতির প্রাথমিক

ক্রীড়াভূমি ছিল বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্যই নর্ম্মদা প্রদেশের রাজধানী মাহিষ্মতী নাম ধারণ করিয়া ছিল। মাহিষ্য+বতী=মাহিষ্যমতী=মাহিষ্মতী। উহা মাহিষ্য দিগেরই প্রাচীন রাজধানী। মাহিষ্মতী অতি বিখ্যাত পুরী ছিল।

মাহিষ্মতী, রত্নাবতী বা তাম্রলিপ্তি

ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনা উপলক্ষে কালিদাস বলিয়াছেনঃ—"অয়ি সুভগে, তুমি এই রাজাকে বরণ করিতে পার, ইনি মাহিষ্মতীর অধিপতি। যাহা মাহিষ্মতী নগরীর বপ্রকাঞ্চী-স্বরূপ অসংখ্য অট্টালিকায় প্রতিবিম্বিত, যাহার জলবেণী রমণীয়, সেই রেবা (নর্ম্মদা) সঙ্গে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ইহাকে বরণ কর"। নর্ম্মদার রেবা, সোমোদ্ভবা, মেখলকন্যকা এই কয়েকটি নাম আছে। মাহিষ্যদিগের নগরী তাম্রলিপ্তির যেমন অনন্যসাধারণ বিবিধ নাম, তাঁহাদের প্রাচীন বরেণ্য গিরিনন্দিনী নর্ম্মদারও তেমনই বিবিধ নাম। আমাদের বিবেচনায় নর্ম্মদার অধিত্যকা সমীপেই প্রাচীন কিম্বর্ত্ত দেশ বিদ্যমান ছিল। ১৮৯১ খৃঃ মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট সেন্‌সাস্ রিপোর্টে লিখিত আছে,—মাহিষ্যগণ সরযুতট হইতে বাহির হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের অধিত্যকার পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া, মেদিনীপুর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উহা অধিকার করেন। লেখক ১০০০ এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু এই অংশ ভ্রান্ত। যে কালে এই বাঙ্গলা দেশ পর্ব্বতাধিবাসী অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল, সেই সময়ে আর্য্য জাতির যে প্রথম তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারাই বর্ত্তমান সুগঠিত-নাসিক অথচ কৃষ্ণবর্ণ সাস্তাল জাতি। ইহার পর দ্বিতীয় তরঙ্গে কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজন্য গণের এই দেশ আক্রমণ ও রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা। তৎপরে যে তৃতীয় একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া এই দেশ হইতে অনার্য্যগণকে সরাইয়া দেয়, এই তৃতীয় তরঙ্গই সরযুতট হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্ত

বাঙ্গলায় আর্য্য জাতির তৃতীয় তরঙ্গ।

দিয়া মাহিষ্য-বাহিনীর আগমন। ইহা মহাভারত যুদ্ধের পূর্ব্বের ঘটনা। সেন্‌সাস্ রিপোর্টের লেখক খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন সন্দেহ নাই, এই জন্যই তিনি সরযূতট হইতে মাহিষ্যদিগের আগমনের পথ গঙ্গাতীর নির্দ্দেশ না করিয়া মধ্যভারতীয় অধিত্যকার পূর্ব্বপ্রান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিঙ্গ দেশে আসিবার পূর্ব্বে বিন্ধ্য পর্ব্বতের অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্তেই নর্ম্মদাতটবাসী কতকগুলি মাহিষ্যের পক্ষে কোশলরাজ্য হইতে প্রচলিত বিরাট মাহিষ্য-প্রবাহে মিলিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। এই পবিত্র সঙ্গম স্থানই মধ্য ভারতীয় অধিত্যকার পূর্ব্বপ্রান্ত। এই পবিত্র সঙ্গমের ফলে নর্ম্মদাতটবর্ত্তী মাহিষ্মতী, রত্নাবতী ও শিখিধ্বজসহ তাম্রলিপ্তি, ময়ূরধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুন ও তাম্রধ্বজ জিষ্ণুহরিতে মিশামিশি, এবং একে অন্যের ভ্রম জন্মিবার প্রচুর উপকরণ জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ তাম্রলিপ্ত একতর মাহিষ্মতী বা মাহিষ্যাবতী। নর্ম্মদা, মাহিষ্মতী, রত্নাবতী, তাম্রলিপ্তি, ময়ূরধ্বজ, শিখিধ্বজ, কৃষ্ণার্জ্জুন, জিষ্ণুহরি, সরযূতট অযোধ্যা, দক্ষিণ সাগর, বেলাকূল (তমলুক) প্রভৃতি সকলই একসূত্রে গ্রথিত। বাঙ্গলার অন্যান্য হিন্দুজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ এই বিরাট ইতিহাসের কুক্ষিগত বস্তু বিশেষ।

"মহাত্মা হণ্টর বলেন যে, তমলুক রাজ্য পূর্ব্বে ২০০ শত মাইল পরিধিবিশিষ্ট ছিল এবং সমুদ্রও তৎকালে তমলুকের নিকটবর্ত্তী ছিল। এখন সমুদ্র তমলুক হইতে ৬০ মাইল দূরে সরিয়াছে। অতএব তমলুকের পশ্চিমস্থ ময়নাগড়ের রাজগণের পুরাতন রাজ্যাংশ—সবঙ্গদেশ বা সবং পরগণা—বাদ দিয়া তমলুক রাজ্যকে ২০০শত মাইল পরিধিবিশিষ্ট করিতে হইলে, ২৪ পরগণার অন্ততঃ মাতলা সহর পর্য্যন্ত সীমা ধরিতে হয়।"

স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্বতন পাঁচটী স্বাধীন রাজ্যের একতম "সমগ্র দক্ষিণ-বাঙ্গলা-ব্যাপী" বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা, বোধ হয়, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের প্রতাপ-রবি যে সময়ে মধ্যগগনে বিরাজিত ছিল, সেই সময়কার। মধ্যযুগে

মুশলমান প্রতাপ যখন ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছিল ও আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুবাজগণ যখন মুশলমান শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলার রাজলক্ষ্মী যখন গৌড়ীয় মুশলমান নরপতির অঙ্কশায়িনী, সেই সময়ে তাম্রলিপ্ত রাজ্য সঙ্কীর্ণ হইয়া ২০০ শত মাইল পরিধিবিশিষ্ট হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরের অধীনে আসিয়া আরও ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান তমলুক সহরে সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা, পূর্ব্বে গঙ্গা, দক্ষিণে সমুদ্র, ও পশ্চিম দক্ষিণে কলিঙ্গরাজ্য ছিল স্থির হইতেছে। ফলতঃ তাৎকালিক ইহার পরিধি প্রায় ১৫°০০ লিঙ্ক বা ১২৫ ক্রোশ ছিল। তদনন্তর গঙ্গার মোহানায় পলি পড়িয়া চর হওয়ায় তাহাতে সমুদ্র ক্রমে পূরিয়া রূপনারায়ণ নদের তীরে ইহা একটী আভ্যন্তরিক নগর হইয়াছে।

গঙ্গানদী ও তাহার শাখানদী সমূহ উপরিবর্ণিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের মধ্য দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গোপসাগরের রণপোত সমূহ তাম্রলিপ্ত বন্দরে ও গঙ্গামুখে সজ্জিত থাকিত। তাম্রলিপ্তই সমুদ্র যাত্রার প্রধান বন্দর ছিল। এখান হইতেই বাঙ্গালীরা সিংহল যাবা সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

তাম্রলিপ্ত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বন্দর

সমগ্র বাঙ্গলার বাণিজ্যলক্ষ্মী এক কালে এই রাজ্যের রাজকোষে শৃঙ্খলিত ছিলেন। সমুদ্রযাত্রা করিতে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের কর-চিহ্নিত দলিল না হইলে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক দস্যুনিপীড়িত সাগরে গমনাগমন করা একরূপ অসাধ্য ছিল।

পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া ইহা নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রের উপকূলে বা তীর দেশে অবস্থিত ছিল। এইজন্য সংস্কৃত শাস্ত্রে তাম্রলিপ্তের এক নাম বেলাকূল বা তীরভূমি। এই বন্দর হইতেই বঙ্গদেশীয় রাজপুত্র বিজয় সিংহ রণতরী আরোহণ করিয়া সিংহল

বিজয় করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল।

ফাহিয়ান ও হুয়েন সাং প্রভৃতি চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত-পাঠে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরবের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। তাঁহারাও তাম্রলিপ্ত নগরকে সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎকালে কোন অনির্দ্দেশ্য প্রাকৃতিক শক্তিবলে স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইলে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকণা ও রূপনারায়ণ নদ-বাহিত গৈরিক মৃত্তিকা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভ মনুষ্যবাসোপযোগী স্থলরূপে পরিণত করিয়াছে এবং তমলুকের দক্ষিণে সেই সকল স্থান বর্ত্তমান কালে মহিষাদল দোর, গুমাই, আরঙ্গা নগর, জলমুঠা, নাড়ুইয়ামুঠা, রসুলপুর, বালিজোড়া প্রভৃতি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে এক্ষণে সমুদ্র তমলুক হইতে দূরে সরিয়াছে। ভূস্তর পরীক্ষা করিলে প্রমাণীকৃত হইবে যে,—পঞ্চম শতাব্দীর শেষে যে সকল স্থান সমুদ্র-গর্ভ ছিল, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৭১৯খ্রীঃ) সেই সকল স্থান বহু লোকালয় পূর্ণ স্বাস্থ্যকর জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল *।

হণ্টর সাহেব Statistical Account of Bengal নামক গ্রন্থে মেদিনীপুর জেলার বিবরণে তমলুক পরগণা ১১টী বিভিন্ন মহলে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহার পরিমাণ ৬২২৩৪ একার বা ১০১.৯২ বর্গমাইল এবং উহার রাজস্ব ১২.৭৪১ পাউণ্ড এবং লোকসংখ্যা ২৬৫৯৫ জন।

* 'মহিষাদল রাজবংশ'—ভগবতীচরণ প্রধান কৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহাভারতীয় যুগ।

যদিও বৈদিকযুগে বা মনুসংহিতা রচনার কালে আর্য্য সভ্যতার আলোক কেবলমাত্র কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গলাদেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মহাভারত বর্ণিত সময়ে দ্বাপরযুগে বিশেষ রূপে বাঙ্গলাদেশে আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভারতপূজ্য মহাভারত গ্রন্থে অঙ্গ, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। সে সময়ে যে বাঙ্গলাদেশে এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় রাজত্ব করিতেন এবং বাঙ্গলাদেশ পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহা মহাভারত পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে।

আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্যাধিকার।

পাণ্ডবগণের ইতিবৃত্ত পাঠে দেখা যায় যে, ভারত-সম্রাট কুরুকুলাবতংশ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেখানে তাঁহাদের বিনাশার্থ জতুময় বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে সেই গৃহে অবস্থানকালীন অগ্নি প্রদান করিবেন, এইরূপ অভিসন্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু মহামতি বিদুর হইতে উপদেশ পাইয়া, বিদুর প্রেরিত খনক নির্ম্মিত সুরঙ্গপথে বহির্গত হইয়া, তৎপ্রেরিত যন্ত্র-চালিত নৌকাযোগে তাঁহারা দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। জতুময়গৃহ তাঁহাদের পলায়নের নিশীথেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

তখন এইরূপ অরণ্য আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বহুস্থলে ছিল। এই সমস্ত অরণ্যের মধ্যে মধ্যে লোকালয়ও দৃষ্ট হইত। রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে

এইরূপ অরণ্যের বিবরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সুসভ্য ইংরাজ রাজগণের শাসনকালেও ময়ুরভঞ্জ, প্যালামৌ, মধ্যভারতের নানাস্থানে এবং রাজপুতনায়, উত্তরবঙ্গে ও মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নানাস্থানে ভারতীয় বহু নিবিড় অরণ্যানী বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বিভিন্ন জনপদের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে ও সুপ্রশস্ত নদীদ্বারা সীমান্ত নির্দ্ধারণ করা হইত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গলাদেশেও ঐরূপ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে অনেক বন জঙ্গল ছিল।

অতঃপর সমাতৃক পাণ্ডবগণ জটাবল্কল পরিধানপূর্ব্বক তপস্বিবেশে একচক্রা নগরে গমন করতঃ তথায় এক ব্রাহ্মণ ভবনে* কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের উপকারার্থ মহাবল ভীম তথাকার বক নামক এক নরশোণিত-লোলুপ অসভ্য রাক্ষস নরপতিকে বধ করিয়াছিলেন।

প্রবাদ, এই একচক্রানগর রাঢ় দেশীয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একচাকা বা একাড়া গ্রাম। বক রাক্ষসের নামানুসারে তাহার অধিকৃত প্রদেশ বকড়ি বা বগড়ি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে। তথায় কতকগুলি বড় বড় অস্থির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। এসিয়াটীক সোসাইটী কর্ত্তৃক উক্ত অস্থির কিয়দংশ কলিকাতায় আনীত হইয়াছে, কতকাংশ

---

* "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালায় আদিশূরের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল না বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু মহাভারত বর্ণিত সময়ে বাঙ্গলাদেশের অরণ্য মধ্যে ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যাইত। বঙ্গে যে বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহাভারতের যুগে বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বঙ্গের আকাশমণ্ডল সদা যজ্ঞীয়ধূমে আচ্ছন্ন থাকিত এবং পবিত্র প্রণবমন্ত্রে ও বেদগানে বাঙ্গলা দেশ মুখরীত ছিল। বাঙ্গলা দেশে মহাভারতীয় যুগে বিশিষ্টরূপে আর্য্যাধিকার বিস্তার হইয়াছিল, আর ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই, ইহা কি সম্ভবপর? সেই প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এখনও বাঙ্গলায় রহিয়াছেন।

ওয়াটশন কোম্পানীর গড়বেতা কাছারী বাটীতে রক্ষিত হইয়াছে। এদেশের লোকেরা ভৌতিক উপদ্রব নিরাকরণার্থ এই অস্থি খণ্ড খণ্ড করতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বক রাক্ষসের অস্থির উপাখ্যান গ্রহণ করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন।

দ্রুপদরাজতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সংবাদ শ্রবণে পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদেশের রাজধানী কাম্পিল্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-প্রসঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত তাম্রলিপ্তরাজও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে *। স্বয়ম্বর সভায় মৎস্য চক্রভেদ করিতে সমবেত রাজগণ অক্ষম হইয়াছিলেন। তপস্বিবেশী অর্জ্জুন সেই মৎস্য চক্রভেদ করতঃ সমুদায় রাজন্য বর্গকে পরাজিত করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লীর নিকট) রাজধানী স্থাপন করতঃ খাণ্ডবপ্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করেন। মধ্যম পাণ্ডব মহাবল ভীমসেন দিগ্বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশীয় "পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মহৌজা রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তৎপরে বঙ্গরাজ, সমুদ্র সেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত ও কর্ব্বাটাধিপতিকে জয় করিয়াছিলেন"।

---

* "কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তাশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহ পুত্রো মহারথঃ। ১৩।
(মহাভারতম্, আদিপর্ব্বঃ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি ! দেখ * * * কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন, হে ভদ্রে ! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"— (স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত আদিপর্ব্ব ২৯৩—২৯৪পৃষ্ঠা।)

রাজসূয় মহাযজ্ঞেও "বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ প্রত্যেকে সুশিক্ষিত পর্ব্বত প্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।" তাম্রলিপ্তরাজও অন্যান্য রাজগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন *।

অতঃপর সপরিবারে রাজা যুধিষ্ঠির দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আহূত ও অক্ষক্রীড়ার পণে পরাজিত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাসে ও ১ বৎসরকাল অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করায় দুর্য্যোধন যুদ্ধ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। কুরুক্ষেত্র নামকস্থানে কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভারতযুদ্ধে† ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছরাজগণ যুদ্ধের সাহায্যার্থ উভয় পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ভারতীয় রণযজ্ঞে তাম্রলিপ্তরাজও আসিয়াছিলেন।

মহাভারত গ্রন্থের আরও বহুস্থলে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্ত-বীরগণ ভারতযুদ্ধে, দ্রোণপর্ব্বে বর্ণিত পরশুরামের যুদ্ধে অসীম বিক্রম ও যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কুরুপাঞ্চালীয় প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত অর্থাৎ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, দিগ্বিজয় কালীন, রাজসূয় যজ্ঞের সময় ও কুরুক্ষেত্র মহাসমর কালীন তাম্রলিপ্তাধিপতি সংসৃষ্ট ছিলেন। এতদ্দ্বারা মহাভারতীয় যুগে তাম্রলিপ্ত নগর যে বিশেষ গণনীয় ছিল, তাহা প্রমাণীকৃত হইল। যে দেশের অধিপতি

মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ।

* মহাভারত সভাপর্ব্ব ৪১।৪২ পৃষ্ঠা—(কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত)।

† এই ভারতযুদ্ধে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় মহাবীর 'যুযুৎসু' ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষীয় ছিলেন। যুযুৎসু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান; দুর্য্যোধন তাঁহাকে স্বপক্ষে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মহাভারতীয় প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত এত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, সে দেশে তাহার পূর্ব্ব হইতে যে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অবশ্য একশ্রেণীর ক্ষত্রিয়ই তখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত রাজ্যসমূহে রাজত্ব করিতেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ব্রাহ্মণ-সহ যে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার কি আর স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্য-কতা আছে? ব্রাহ্মণ্য শক্তি যে তখন বাঙ্গলাদেশে বিস্তৃত হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছিল তাহাতে সংশয় জন্মিতে পারে না।

মহাভারতে তত্তৎঘটনার সমকালীন তাম্রলিপ্তাধিপতির নামোল্লেখ নাই; রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের কোন প্রসঙ্গও মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। কেবল জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে রত্নাবতীপুরীর রাজা ময়ূরধ্বজের, তৎপুত্র কুমার তাম্রধ্বজের ও সেনাপতি বহুলধ্বজের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতেও রত্নাবতীপুরের রাজা ময়ূরধ্বজের কথা আছে। কিন্তু মহর্ষি বেদব্যাসের মূল সংস্কৃত মহাভারতে কিম্বা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব্ চন্দ বাহাদুরের মহাভারতে, বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায়ের মহাভারতে, অথবা মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জৈমিনি ও কাশীরাম দাস উভয়েই ময়ূরধ্বজ বা তাম্রধ্বজের প্রসঙ্গ নর্ম্মদাতীরে রত্নপুর, রত্ননগর বা রত্নাবতীপুরে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* এখনও নর্ম্মদাতীরে বিলাসপুরের উত্তরে রত্নপুর নামে স্থান বর্ত্তমান

* ঘটনাটি এই—"যে সময়ে ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণও গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন, অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদে

বহিয়াছে। অতএব জৈমিনীয় ভারতে বা কাশীদাসী ভারতে বর্ণিত ঘটনা এই রত্নপুরে (বা রত্ননগর কিম্বা রত্নাবতীপুর) হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু তমলুকের লোকেরা কল্পনা করিয়া আসিতেছে যে, ঐ ঘটনা তাম্রলিপ্তে ঘটিয়াছিল।

রত্নাবতীপুর ও তাম্রলিপ্ত।

তমলুকরাজ-বংশাবলী তালিকায় প্রথম রাজার নাম ময়ূরধ্বজ ও তৎপুত্র তাম্রধ্বজের উল্লেখ থাকায় এবং জিষ্ণুহরি দেবতাদ্বয় এখানে বিরাজমান আছেন বলিয়া তমলুকেই রত্নাবতীপুরী সম্বন্ধীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, এইরূপ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন। মাহিষ্মতী নগরী, রত্নাবতী, নর্ম্মদা, তাম্রলিপ্ত বা বেলাকুল একই ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত থাকিবার কারণ কি আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্যন্তও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ও অর্জ্জুন বালকের বেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনা পূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপন অর্দ্ধ শরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাহার পুত্রটী ফিরাইয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময়ে সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয়।

মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল তাহার মীমাংসা করা উচিত। আর্য্যদর্শন দশম খণ্ডে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবন কাল সম্বন্ধে—আলোচিত হইয়াছে। তদনুসারে খৃষ্টের জন্মের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এখন খৃঃ ১৯১২; অতএব (২৪৪৮+১৯১২=) ৪৩৬০ বৎসর হইল যুধিষ্ঠিরের প্রাদুর্ভাব-কাল। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে এই সময় নির্দ্ধারণ সমীচীন নহে। কোলব্রুক সাহেব গণনা করিয়াছেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন্ সাহেব ও এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব সেই মতাবলম্বী। উইলফোর্ড সাহেব খৃঃপূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয় বলেন। বুকানান খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং প্রাট্ ও হণ্টর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, বলিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের মতানুসারী হইয়া খ্রীষ্টের ১২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়, বলেন। দেশীয় মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। তাঁহারা বলেন, কলির আরম্ভের ঠিক পূর্ব্বেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তিমাত্রেই পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির প্রারম্ভেই অর্থাৎ এখন হইতে ৫০১২ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

বলিয়াছিলেন—"পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ—তাঁহারা প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বদা শোচনীয়।"

"বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইলেন। তিনি ধন জন রাজ্য সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন।"

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিরুদ্ধ মতের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে খৃষ্টের জন্মের ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। কনিংহাম সাহেব এই মতাবলম্বী। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন—

"বিষ্ণু পুরাণে আছে ;—

'সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥ ৩৩
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ॥ ৩৪

৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ "সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটী তারা আকাশে পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্য নক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"

"অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময় ; তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।"

"কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি দুর্গম"............"এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে।"..............."কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে দেখাইতেছি।"

"প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা

যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ায়।

প্রযাস্যন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ৪।২৪।৩৯

তার পর শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে :—

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ১২।২। ৩২

মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা—মঘা, পূর্ব্বফাল্গুণি উত্তরফাল্গুণি, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ × ১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর।"

"এখন আর প্রকার গণনা, যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্ব্ব শ্লোক এই,—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥৪।২৪।৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দমহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণের ঐ ৪ অংশে ২৪ অধ্যায়েই আছে ;—

মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষ শতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি।

নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি।

তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি।

কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাহার পুত্রগণ একশত বর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কোটিল্য নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মুলিত করিবেন।

তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর অন্তর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট্—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেকজাণ্ডার ও সিলিউকস নৈকটবের সমসাময়িক। আলেকজাণ্ডার ৩২৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই, যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫+১১১৫=১৪৩০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। "অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।"

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশী পূর্ব্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না—

'চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ'।

"সকলেই জানেন যে, বৎসরের দুইটী দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটী দিন, একের ছয়মাস পরে আর একটী উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটীকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাত বিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটীর ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees পরে অয়ন পরিবর্ত্তন হয় (Solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ণ হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

'মহাভারতে আছে—ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়ণে মরিব না (তাহা হইলে

সম্পত্তির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন :—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

তবে তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হয়, কেন না ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ব্ব দিনকে মকর সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপে চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত হয় সুতরাং অয়ন পরিবর্ত্তন স্থানও বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্ব্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দু নাম 'অয়ন-চলন'। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস্ নামা গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন ১৮০২ খৃঃ চিত্রাকে ২০১ অংশ, ৪ কলা, ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০'২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে

Stockwell গণিয়া ৫০'৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণণার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের * কোন দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাসে সচরাচর ২৮।২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোট ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেননা তাহা হইলে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটী বলা হইত না। ২৮ শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না। কেন না, রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারত যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।"—(কৃষ্ণ চরিত্র)।

বঙ্কিম বাবুর এই গণনা পরিশুদ্ধ নহে। তিনি যে ভাবে "তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" (৩৪) শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক

* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না।

নহে। বিষ্ণুপুরাণের ৪।১।৪২ শ্লোকে ৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা পুরাণকার নিজেই করিয়াছেন। শ্লোক দুইটী এই—

"ত্রীণি লক্ষানি বর্ষাণি দ্বিজমানুষসংখ্যয়া
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যত্যেষ বৈ কলিঃ।
শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যয়া,
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্।"

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ, মনুষ্যদিগের বৎসর অনুসারে তিন লক্ষ ষাইট্ হাজার বৎসর কলিযুগ চলিবে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বাদ দিয়া (স্বামী) এই তিন লক্ষ ষাইট্ হাজার মানুষ-বৎসরে দেবতাদের সাত যোগ পাঁচ (৭+৫=১২) অর্থাৎ বার শত বৎসর হয়। ইহার পরে আবার সত্য যুগ হইবে। কাজেই দেখিলেন, ৩৪ শ্লোকে যে বার শত বৎসর বলা হইয়াছে তাহা দিব্যমানে ১২০০ বৎসর। উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, পরীক্ষিতের সময়েই কলিযুগ আরম্ভ হয়, যে কলিযুগের পরমায়ুঃ দিব্যমানে বার শত বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশবাদে মনুষ্যমানে ৩,৬০,০০০ বৎসর। বঙ্কিম বাবু লোককে বুঝাইয়াছেন যে, পরীক্ষিতের সময় কলির ১২০০ শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। এই কথা যে শুদ্ধ নহে তাহা বুঝিলেন। সাক্ষাৎ কলিযুগ প্রবেশের পূর্ব্বেই যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করেন; পরীক্ষিতের সময় কলির সাক্ষাৎ প্রকাশ। এই জন্যই পরীক্ষিতের সময় হইতে কলির গণনা।

পরীক্ষিৎ হইতে নন্দের অভিষেককাল বিষ্ণু ও ভাগবত অনুসারে মাত্র ১০১৫বৎসর পরে। নবনন্দ মাত্র ১০০ বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পরেই চন্দ্রগুপ্ত। অতএব পরীক্ষিৎ হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর দূরবর্ত্তী।

জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। সহদেব হইতে রিপুঞ্জয় ১০০১ বৎসর পরবর্ত্তী। তৎপরে প্রদ্যোতবংশ ১৩৮ বৎসর, শিশু-

নাগবংশ ৩৬২ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরেই নন্দ। কাজেই নন্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৫০১ বৎসর পরে অভিষিক্ত হন। তাহার ১০০ বৎসর পর চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইতে (১০০১+১৩৮+৩৬২+১০০=) ১৬০১ বৎসর পরে অভিষিক্ত হন। চন্দ্রগুপ্তেরই ১৬০১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। ইহা বিষ্ণুপুরাণ হিসাব করিয়া দিয়াছেন। এই চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ ৩২৭ পূর্ব্বাব্দের লোক হইলে খৃঃ ১৯২৮ পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় পরীক্ষিৎ হইতে ১০১৫+১০০ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার যে অধিকার আমাদের আছে, সহদেব হইতে ১৬০১ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার সেইরূপ অধিকার আমাদের আছে। নক্ষত্র গণনার কথা পরে বলিতেছি। বরং ভারতযুদ্ধকারী সহদেব হইতে একাদিক্রমে বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের কাল গণনাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ৩২৭ খৃঃ পূঃ কালের ছন্দ্রকট্টাস্ কি এই পুরাণোক্ত চন্দ্রগুপ্ত? তাহা হওয়া যেন অসম্ভব। পঞ্জিকোক্ত কল্যব্দ ধরিয়া হিসাব করিলেও কোন মতেই তাহা হইতে পারে না। কেন না বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০১৩ হইতে ১৬০১ বিয়োগ করিলে ৩৪১২ হয়। উহা হইতে ১৯১০ বিয়োগ করিলে ঠিক ১৫০২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। এই সময়েই পাতঞ্জল মহাভাষ্য রচিত হওয়ায় কথা দাঁড়ায়। ৩২৭ ও ১৫০২ অঙ্কে অনেক অন্তর। বৌদ্ধদিগের বিবরণানুসারে ৪৩৩ খৃঃ পূঃ ভদ্রবাহু নামক এক জন লোক জন্মেন। তাঁহার সমকালে এক চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। ৩২৭ পূঃ খ্রীঃ পরেও এক চন্দ্রগুপ্ত দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় চন্দ্রগুপ্ত একটা উপাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক জন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "বোধ হয় অনেকেই স্যাণ্ড্রাকট্টাস্ ছিলেন।" সুতরাং গ্রীক্ সাহিত্য দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের কাল নিশ্চিত হয় না। তিনি খ্রীঃ পঞ্চম পূর্ব্বশতাব্দীরও পূর্ব্বে ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নামাঙ্কিত যে কোন ঐতিহাসিক কাল দ্বারা পুরাণ-বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরা যায় না—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালও ধরা যায় না।

সৌরমাসের হিসাবে ক্রান্তিপাতের গতির অনুপাত দ্বারা বৎসর হিসাব করা ঠিক নহে। যে ভীষ্মের উক্তি লইয়া মাঘে উত্তরায়ণ-প্রারম্ভের হিসাব বঙ্কিম বাবু দিয়াছেন, সেই ভীষ্মই বিরাট পর্ব্বে চান্দ্র মাস ধরিয়া অজ্ঞাতবাস পূরণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। নীলকণ্ঠকৃত বিচার দ্রষ্টব্য।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কাল সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হইলেও আমরা অন্ততঃ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের অভ্যুদয় কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। পঞ্জিকোক্ত পাঁচ হাজার বৎসর কলিকাল অতীত হইয়াছে তাহাও কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে এবং রাজর্ষি ময়ূরধ্বজবংশীয় রাজগণ যে সেই প্রাচীন যুগ হইতেই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্তের রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন, তাহাও বিচিত্র নহে। চতুর্থ অধ্যায়ে রাজবংশের কোষ্ঠিনামা প্রদত্ত হইয়াছে এবং এতদসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঐতিহাসিক কাল।

মহাভারতের যুগ অতিক্রম করিলেই আমরা ঐতিহাসিক কালে আসিয়া পড়ি। 'ঐতিহাসিক কাল' বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা বড় কমদিন নহে। অনেকে বলিবেন, ঐতিহাসিক কাল কিরূপ? আমাদের প্রাচীন আর্য্য পিতৃগণ বর্ত্তমান রীতিক্রমে ইতিহাস রচনা করিতেন না, বা করিলেও আমরা তাহা প্রাপ্ত হই নাই। যাহা পাই—বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি—এই গুলিই প্রাচীন ইতিহাসের ক্রম-পর্য্যায়। এই কালের পর যে কালের ইতিবৃত্ত আধুনিক সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাই ঐতিহাসিক কাল বলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যসেবীরা নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা মহাভারতের পরবর্ত্তী কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ঐতিহাসিক কাল বলিয়া অভিহিত করা উচিত মনে করি।

পৌরাণিক কাল

মহাভারতীয় কালের পর বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে যে যুগের অবতারণা—সেই যুগে, বোধ হয়, তাম্রলিপ্ত নগর বাণিজ্যপ্রধান সহররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর অসংখ্য বণিকের আবাস ভূমিরূপে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া, ধর্ম্ম বিদ্যা ও ধন গৌরবে জগতের নানা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুরাণাদিতে তীর্থস্থান বলিয়া পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আজিও হিন্দুগণ তমলুক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া জানেন ও ভক্তি করেন।

এই যুগেই বাঙ্গালী বণিকগণ তমলুক হইতেই বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাইতেন। এই যুগেই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় বীরনিকর ভারত সাগরীয় দ্বীপমালায় আর্য্য জাতির বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণও আর্য্যজাতির প্রাচীন সমাজের আদর্শে যব বালি প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুসমাজ গঠন করিয়াছিলেন। তৎপরে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ আসেন। বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ তাম্রলিপ্ত নগরের অশেষবিধ গুণগানে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, বা অত্যুজ্জ্বল প্রতাপ-রবির বিকীর্ণ রশ্মিমালার অনুসরণ করিয়াই হউক, অথবা বাঙ্গালী আর্য্যগণ যে শক্তির প্রভাবে জ্ঞান-বিদ্যা-প্রতাপ-শৌর্য্য-ধনৈশ্বর্য্য-বলে তৎকালীন প্রাচ্য জগতে যে যুগান্তর উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়াই হউক, সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করিতেন। বিশেষতঃ বাণিজ্য করিবার জন্য জগতের নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক বণিকগণ গতায়াত করিতেন †। সে সময়ে প্রাচ্য প্রদেশসমূহ হইতে ভারতে আগমন ও নির্গমনের জন্য তাম্রলিপ্ত নগর হইয়া যাইতে হইত। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষবাসী বিদ্যার্থী ও ভ্রমণকারিগণ যেমন যাইতেছেন, পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও সেইরূপ বিদেশীয়গণ আসিতেন। চীনসাম্রাজ্যও তৎকালে সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল। এই চীন দেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তই সমধিক প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত পরিচয়

---

* নব্যভারত—১৩১৭ ভাদ্র—"হিন্দুর বৈদেশিক উপনিবেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ, এবং Journal of Royal Asiatic Society N. S. Vol. IX p. 116.

† তাম্রলিপ্ত প্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাসভূঃ।
দ্বাদশ যোজনৈ যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥

অর্থাৎ বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদের নিকটে অবস্থিত।

বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাম্রলিপ্ত তখন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে সুশোভিত ছিল। বহুসংখ্যক বণিক তাম্রলিপ্ত সহরে বাস করিতেন। এক্ষণে তমলুকে যে সমস্ত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশ বাণিজ্যসংক্রান্ত। মৃত্তিকাখনন-কালে, তমলুকে ঘন সন্নিবিষ্ট অসংখ্য কূপ শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, বুঝিতে পারা যায় এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের বাসস্থান ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। চীনদেশীয় অনেকগুলি পরিব্রাজক ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফাহিয়ান ও হুয়েন সাংএর বৃত্তান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তমলুকে ২ বৎসর থাকিয়া শাস্ত্রাদির প্রতিলিপি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির অবয়বাদি লইয়া এখান হইতে অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক সিংহলযাত্রা করেন *। অনন্তর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তমলুককে একটী উচ্চ শ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী উপসাগরের তীরস্থিত বৌদ্ধমন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অন্তর্বাণিজ্য স্থলপথে এবং বহির্বাণিজ্য জলপথে সম্পন্ন হইত। তমলুকে ১০০০ বৌদ্ধ উদাসীন ও ১০টী বৌদ্ধমঠ বিদ্যমান ছিল। সহরের একপ্রান্তে ভারত-সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক নির্ম্মিত ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী সুদৃশ্য স্তম্ভ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী এক সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী ছিল। তাহাতে তৎকালীন প্রাচীন বুদ্ধগণ বিচরণ করিতেন। দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার সদা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। পোতাধিকারিগণ ও লক্ষপতি বণিক সম্প্রদায়গণ সাধারণতঃ এই সহরের অধিবাসী ছিলেন। অধিবাসীরা প্রধানতঃ

বৌদ্ধযুগ

* Elphinston's History of India, Appendix IX.

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিশ্বাসীদিগের পরস্পর সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধমন্দির ব্যতীত ৫০টী হিন্দু-দেবমন্দির ছিল। ভূমি নিম্ন হইলেও উর্ব্বর ও বিলক্ষণ ফুলফলপ্রসবিনী এবং অধিবাসীরা পরিশ্রমী, সাহসী, কার্য্যতৎপর, ব্যবসায়ী ও রণনিপুণ ছিল *। ৬৩৫ খৃঃ এই নগর সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ধৌত হইয়াছিল †। বিগত ১৭৩৭ কিম্বা ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে যেরূপ ভীষণ ঝটিকা ও জলপ্লাবনে এই নগর আরও দুইবার প্লাবিত হইয়াছিল উহাও তদ্রূপ। হুয়েন সাং উক্ত জলপ্লাবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে নগরের সমূহ ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সিংহাসনে কোন্ রাজা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। প্রাচীন রাজগণের লিখিত কোনরূপ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। নানারূপ ভীষণ নৈসর্গিক বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি কারণে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সেই পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলেও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চীন দেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণকালে বাঙ্গলা দেশে পাঁচটী প্রধান হিন্দু রাজ্য ‡ ছিল :—

স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব	(১) কর্ণসুবর্ণ	অর্থাৎ ভাগলপুর	অঞ্চল
	(২) পুণ্ড্র	,, দিনাজপুর	,,
	(৩) কামরূপ	,, আসাম	,,
	(৪) সমতট	,, ঢাকা	,,
	(৫) তাম্রলিপ্ত	,, তমলুক	,,

* Samuel Beal's "Buddhist Records of the Western World" Vol. II.

Hunter's Orissa Vol. I.

† "Imperial Gazetteer of India" Vol. VIII.

‡ R. C. Dutt's "Rambles in India."

অতএব ভারতীয় বৌদ্ধযুগেও বাঙ্গলা দেশে পঞ্চ স্বাধীন হিন্দু রাজ্য দেখা যাইতেছে। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চলে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের বংশধরগণের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত (বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত) অন্যতম স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ যে বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালাদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তবে কি তাহা অসঙ্গত? নিশ্চয়ই অসঙ্গত! অনেক মহাত্মা বলেন, আদিশূর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপঞ্চক আনাইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাম্রলিপ্তাদি পঞ্চরাজ্যে যখন হিন্দু ধর্ম্মের বিশিষ্ট প্রচলন চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তবে কিরূপে বাঙ্গালাদেশ হইতে হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ ঘটিবে? আদিশূর স্বীয় পত্নীর অনুরোধ রক্ষার্থই কণৌজ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব নিবন্ধন নহে। তাম্রলিপ্ত রাজ্যে তখন বহু সংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বংশ-লতা* ।

(১) রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ
|
(২) তাম্রধ্বজ
|
(৩) হংসধ্বজ
|
(৪) গরুড়ধ্বজ
|
(৫) বিদ্যাধর রায়
|
(৬) নীলকণ্ঠ
|
(৭) জগদীশ
|
(৮) চন্দ্রশেখর
|
(৯) বীরকিশোর
|
(১০) গোবিন্দ দেব
|
(১১) যাদবেন্দ্র
|
(১২) হরিদেব
|
(১৩) বিশ্বেশ্বর
|
(১৪) নৃসিংহ
|
(১৫) শম্ভুচন্দ্র
|
(১৬) দীপচন্দ্র
|
(১৭) দিব্যসিংহ
|
(১৮) বীরভদ্র
|
(১৯) লক্ষ্মণসেন
|
(২০) রাম সিংহ
|
(২১) পদ্মলোচন
|
(২২) কৃষ্ণচন্দ্র
|
(২৩) গোলকনারায়ণ
|
(২৪) বলিনারায়ণ
|
(২৫) কৌশিকনারায়ণ
|
(২৬) অজিতনারায়ণ
|
(২৭) কৃষ্ণ-কিশোর
|
(২৮) চন্দ্রার্ক
|
(২৯) মৌঞ্জিকিশোর
|
(৩০) মার্কণ্ডকিশোর
|

---

* পরিশিষ্টে রাজাদের মুদ্রিত বংশতালিকার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। কোন বংশের কুলপঞ্জী বা কোর্ষিনামা অপ্রমাণ্য বলা যাইতে পারে না। এই কোর্ষিনামা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণ।

(৩১) ইন্দ্রমণি

(৩২) সুধন্বা (পুত্র)

(৩৩) রাণী মৃগয়া দেই (কন্যা)*
(ইনি সুধন্বা রায়ের মৃত্যুর পর রাণী হন)
ইঁহার স্বামীর নাম জমিনভঞ্জ রায়

(৩৪) ভানু রায়

(৩৫) লক্ষ্মী নারায়ণ

(৩৬) (কন্যা) রাণী চন্দ্রা দেই*
ইহাঁর স্বামী নিঃশঙ্ক নারায়ণ।

(৩৭) নিঃশঙ্ক নারায়ণ

(৩৮) কানু রায় (ভুঁয়া) †

(৩৯) ধাওর রায় ,, †

(৪০) মুরারি ,, †

(৪১) হরবার ,, †

* প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মদীয় গুরুদেব যে বংশ-লতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ৩২ রাজা সুধন্বা নাম হইতে ৩৭ রাজা কানু রায়ের মধ্যে রাণী 'মৃগয়া' দেই বা 'চন্দ্রা' দেইর কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে (৩২) সুধন্বা রায (৩৩) জমিন ভঞ্জ রায় (৩৪) ভানু রায় (৩৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (৩৬) নিঃশঙ্কনারায়ণ রায় (৩৭) কানু রায় ইহার মধ্যে 'পিছরে' শব্দ আছে। রাজারাও সোজা তাম্রধ্বজের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন।

† জঙ্গলমহাল, ছোটনাগপুর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের বাঙ্গলাভাষী পুরাতন রাজন্যবংশীয়দিগের বংশপত্রগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহাদের নামকরণ যেন মনুর বিধানমতেই হইয়াছিল—ব্রাহ্মণের নাম কুশলসংযুক্ত দুর্ব্বল হইবে, আর
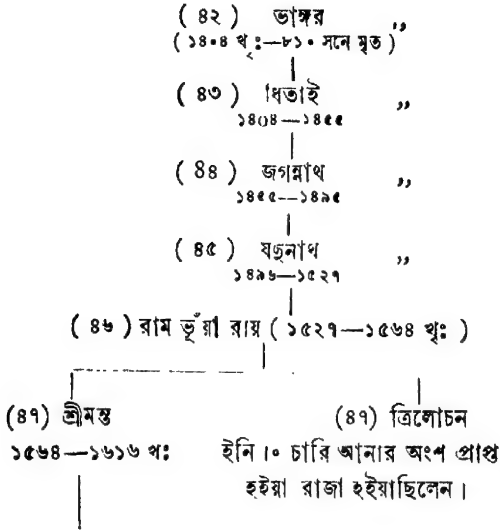
যোদ্ধার নাম বলবীর্য্যব্যঞ্জক হইবে (মনু ২।৩১)। তমলুকের এই ধাওর, হরবার, ধিতাই ভুঞ্যা প্রভৃতি বনবিষ্ণুপুরের সেই বীরহাম্বীর প্রভৃতি, গোপভূমির সেই ইছাই ঘোষ, ভল্লুকপন প্রভৃতি বীরগণের নাম একই আকারে গঠিত। কাশ্মীর ও কেরোলার রাজা তাম্বো, চেট্টো ইত্যাদি. যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষ কচুরায় প্রভৃতি আরও অনেকানেক ভারতীয় প্রাচীন রাজবংশাবলীতে ঐ প্রকৃতির নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন -- কুলজ্ঞী গ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ১৯।২০ পুরুষ পূর্ব্বে অধিকাংশ নামই "অসংস্কৃত" ছিল। বাস্তবিক এখনও বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অণুমাত্রও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সে কালে ব্রাহ্মণবংশেও যে ঐ আকারের নাম ছিল তাহা সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে দেখা যায়। "হবিহত অষ্ট, বলাইত শ্রেষ্ঠ, তৎপুত্র ধেঁয়ো বাগছী মানে গরিষ্ঠ॥"—বারেন্দ্র-বংশাবলী, সুবর্ণ-নির্ণয় ৫১৭ পৃষ্ঠা। দক্ষবংশে পতো, ধনো, মনো, আনাই, জনাই, নাথাই, লথাই প্রভৃতি এবং ঘোষাল বংশে কোঁচ, গেঁথো, পুয়ো প্রভৃতি নাম আছে—সম্বন্ধ-নির্ণয় ৪১৪ পৃষ্ঠা।
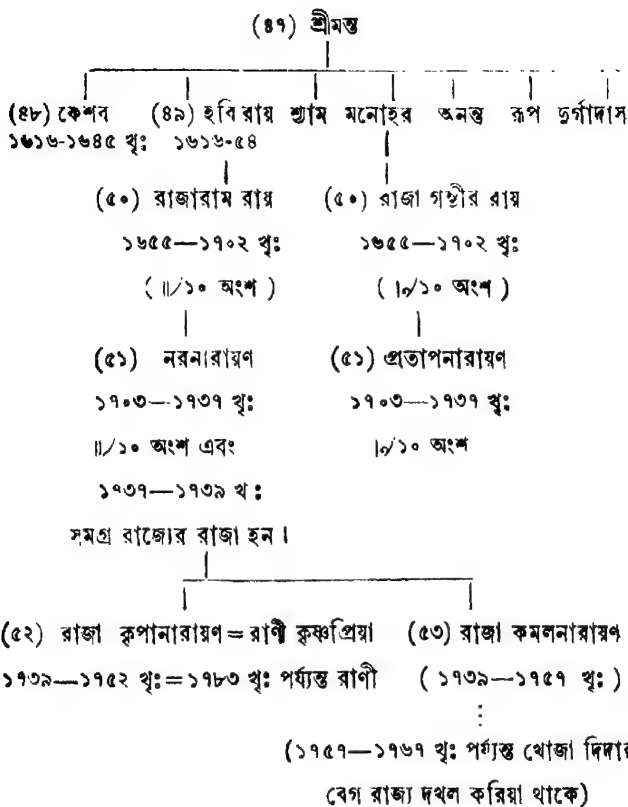
মনুর টীকাকার কুল্লূক ভট্ট ও ময়মনসিংহের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পূর্ব্বপুরুষ ভল্লূকাচার্য্য প্রভৃতি। এইরূপে বহুবংশে এই প্রকার অপভ্রষ্ট ও বিকৃত নামের আধিক্য দেখা যায়। তমলুক-রাজবংশের তৎকালোপযোগী বীরত্ব-ব্যঞ্জক নাম গুলিও সেই আকারে গঠিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

রাণী সন্তোষপ্রিয়া

(রাজা নবনারায়ণের মহিষী ও কমল নারায়ণের মাতা,

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে রাজ্য ফেরত পান)

১৭৬৭—১৭৭০ খৃঃ

|

(৫৪) রাজা আনন্দনারায়ণ রায়

(রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক পুত্র)

১৭৭১ খৃঃ অংশ, ১৭৯৫ সমগ্র রাজ্য

রাজা রুদ্রনারায়ণ (জ্যেষ্ঠারাণী রবিপ্রিয়ার দত্তকপুত্র) (বইঃবেড়ে গড়)

| রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ (বর্ত্তমান)

| হরনারায়ণ | গোপাল | শশিভূষণ

(৫৫) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (১৮৫৭ খৃঃ মৃত) (কনিষ্ঠা রাণী বিষ্ণুপ্রিয়ার দত্তকপুত্র) (গড় পদুবসান)

| উপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৯০ খৃঃ মৃত)

| (৫৬) রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৯০ খৃঃ মৃত)

|| রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ (নিঃসন্তান মৃত)

|| (৫৭) রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ ইনি বর্ত্তমান রাজা

||| কুমার হরেন্দ্র নারায়ণ | কুমার যজ্ঞেন্দ্র নারায়ণ
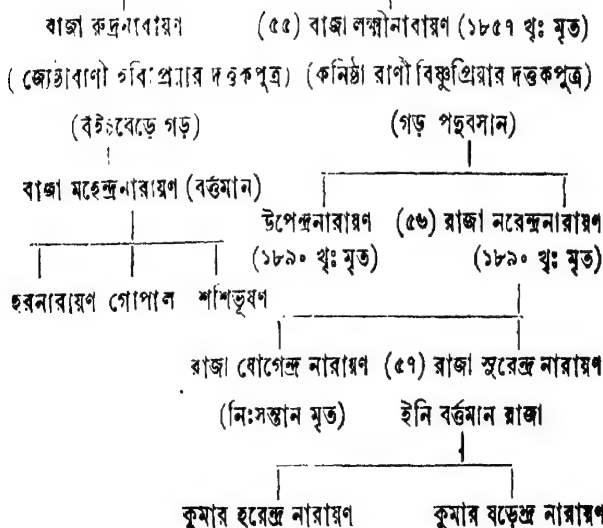
বংশানুক্রম।

রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ * হইতে বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত অভগ্ন ধারায় একই শোণিতপ্রবাহ মহাভারতীয় যুগের অবসানের সময় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা অপুত্রক ছিলেন, তাঁহারা যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও একই বংশসম্ভূত সন্তানকে গ্রহণ করিয়া শোণিত-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজারা "তাম্রধ্বজের সন্তান" "দেববংশ" বলিয়া খ্যাত।

---

* বিশ্বকোষের ১৪ ভাগে 'ময়ূরধ্বজ' নামে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় বিজনৌর জেলার অন্তর্গত দুর্গসুরক্ষিত একটী প্রাচীন নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহার বিবরণে বিশ্বকোষ-প্রণেতা লিখিয়াছেন—

"রতনপুরের ময়ূরধ্বজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকে অনুমান করেন, সৈয়দ সলার মসাউদ গাজির জৈন শত্রু ময়ূরধ্বজ এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভের।"

অতএব এখানে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ দ্বিতীয় একটী ময়ূরধ্বজ নামক রাজার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। বোধ হয়, এই ময়ূরধ্বজকে, কেহ কেহ বলিবেন, মহাভারতীয় কালের নাম, সুতরাং ইনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর নহেন। রতনপুরের ময়ূরধ্বজ ও তমলুকের ময়ূরধ্বজ যে একই ব্যক্তি তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জৈমিনীর আশ্বমেধিক পর্ব্ব যে মূল মহাভারতের বহু পরে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ব্বিবাদ সত্য। জৈমিনীর আশ্বমেধিক রচনার পূর্ব্বে যে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ তাম্রলিপ্তের রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। তাঁহার রাজত্ব নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বংশতালিকায় প্রথম চারিজন রাজার নামের সহিত ধ্বজসংযুক্ত থাকায় অনেকে অনুমান করেন যে, ঐরূপ নাম তাঁহাদের উপাধি বা উপনাম। কালে প্রকৃত নাম লোপ পাইয়া উপনাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ মহাভারতীয় যুগের নরপতি, তাঁহা হইতে একই অভগ্ন বংশধারায় বর্ত্তমান রাজা ৫৭তম হইলে, এই ৫৭ জন রাজার রাজত্ব কাল পাঁচ হাজার বৎসর অথবা তিন হাজার বৎসরই বা কিরূপে হইবে? প্রাচীনকালে কিরূপে বংশকীর্ত্তন বা বংশলতা-রক্ষা প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমাদের সে সন্দেহ অপনীত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, দেখিতে পাইব। বিষ্ণুপুরাণের "প্রাধান্যেন ঈরিতাঃ" নিয়মানুসারে বংশের বিখ্যাত রাজগণই পুত্র বা পৌত্রাপত্য কীর্ত্তিত * হইয়াছেন, কোন কোন স্থলে পিতাপুত্র-ক্রমপর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই নিয়মে বংশতালিকা পরীক্ষা করিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে আছে:—

"এষ তূদ্দেশতো বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া।
নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি॥" ৪৯

অর্থাৎ "উদ্দেশে রাজাদিগের বংশকীর্ত্তন করিলাম, শতজন্মেও নিখিল বংশ বলা যায় না।"

"বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে।
পুনরুক্তবহুত্বাৎ তু ন ময়া পরিকীর্ত্তিতা॥" ৪৪

"বংশে বংশে নামের সংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম না, কেননা নামের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, বিশেষতঃ অনেক রাজার নামই সমান অর্থাৎ একরূপ।"

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ॥" ৪৩

"ভাল, ব্রাহ্মণাদিবংশ এবং কতকগুলি ক্ষত্রিয়বংশ কেন কীর্ত্তন করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন, উঁহাদের এক এক বংশে এক

* প্রদীপ—১৩১১ অগ্রহায়ণ পৌষ সংখ্যা। পৃথিবীর ইতিহাস—প্রথম খণ্ড—ভারতবর্ষ।

এক যুগে হাজার হাজার মহাত্মা ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিরূপে এতগুলি কীর্ত্তন করা যায়?”

এই জন্যই বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে, সত্য যুগের পুরূরবাঃ আদি বিষ্ণু হইতে পাঁচ পুরুষ; পুরূরবাঃ হইতে পুরু চারিপুরুষ এবং পুরু হইতে চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা ক্ষেমক সত্তর পুরুষ। ক্ষেমক কলির প্রায় সহস্র বৎসর অন্তে রাজত্ব করিয়াছেন। অতএব সত্য যুগের পুরূরবাঃ হইতে কলির সহস্রাধিক বৎসরের ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশে মাত্র ৭৪ জন রাজা হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ২৪ ও ২৫ পরিচ্ছেদে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বংশলতা প্রস্তুত করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন রাজ-বংশ সমূহের এক এক বংশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের নাম ও পরিচয় পুরাণসমূহে স্থান পায় নাই; আবশ্যক অনুসারে এক এক বংশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পরিচয়ই পুরাণসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে। লাহিড়ী মহাশয় উক্ত পুস্তকের ২৭ পরিচ্ছেদে বংশপর্য্যায়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন :—

“ভারতবর্ষের পুরাণেতিহাসে পর পর সকল নৃপতির নাম উল্লেখ হয় নাই—কর্ম্মানুসারে যেখানে যাঁহার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ সেখানে তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন মাত্র; **ধারাবাহিক বংশ-পর্য্যায় রক্ষা করিয়া ভারতবর্ষীয় নৃপতি-গণের সকলের নাম কোথাও উল্লেখ হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না**”।—(৩৭৬ পৃষ্ঠা)।

"ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে নৃপতিগণের **বংশপর্য্যায়ে নিশ্চয়ই ক্রমভঙ্গ হইয়া আছে ;** আর সেই জন্যই মিশর প্রভৃতির সহিত ভারতীয় প্রাচীন নৃপতিগণের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে।"—(৩৭৭ পৃষ্ঠা।)

"ভারতীয় নৃপতিগণের বংশপর্য্যায়ের ক্রমভঙ্গহেতু, সাধারণের দৃষ্টি স্বতঃই ভ্রান্ত পথে প্রধাবিত হইয়া থাকে।"—(৩৭৯ পৃষ্ঠা)। "আমাদের মতে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, বংশলতায় 'অমুকের পুত্র অমুক'—এরূপ পাঠের পরিবর্ত্তে, 'অমুকের বংশ-সম্ভূত অমুক' এইরূপ পাঠই সমীচীন।"—(৩৯২ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং প্রাচীন কালে বংশলতা-রক্ষা কিরূপে হইত, তাহা উপরোক্ত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। কোন রাজবংশের বংশতালিকা রক্ষা করা হইলেও পরবর্ত্তী কালে নানা বিপ্লবে যখন তৎসমুদয় কাগজপত্র নষ্ট হইয়া যায়, তখন বংশকীর্ত্তনীয়াগণ স্মৃতি হইতে বংশলতার উদ্ধার করিলে যে, সকল নামগুলি রক্ষিত হওয়ার পক্ষে গোলযোগ ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যখন পুরাণেতিহাসে মুনিঋষিরাই চন্দ্রসূর্য্যবংশের হাজার হাজার নাম ভুলিয়াছেন, তখন সাধারণ বংশ-কীর্ত্তনীয়া ব্রাহ্মণগণ যে, সকল নাম রক্ষা করিতে পারিবেন না—ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এই জন্যই তমলুক রাজবংশলতায় ময়ূরধ্বজ হইতে এ পর্য্যন্ত ৫৭টী মাত্র নাম পাই।

বংশপত্রে—রাজা রাম ভুঞা রায়ের সময় হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্তানসন্ততির নাম আছে, তৎপূর্ব্বে তাহা নাই, কেবল একটী ধারাবাহিক নামের শিকল। বর্ত্তমান রাজার নিকট হইতে যে অতি সাধারণ কাগজে ফার্সি শব্দের সাহায্যে "তাম্রধ্বজ পিছয়ে ময়ূরধ্বজ" ইত্যাকার ভাষায় যে জঘন্য ভাবে মুদ্রিত বংশ-তালিকা

পাওয়া গিয়াছে, উহা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের তাড়নায় আধুনিক কালে স্মৃতি হইতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। হণ্টর সাহেব বলেন, তাঁহার জন্য তাঁহারই সমক্ষে স্মরণ করিয়া বংশপত্র লিখিয়া দেওয়া হয়। মদীয় গুরুদেব প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, রাজাদের অর্পিত মুদ্রিত বংশলতার সহিত তাহার যে অনৈক্য আছে, পূর্ব্বপ্রদর্শিত বংশলতায় তাহা দেখান হইয়াছে। মদীয় গুরুদেব যখন তমলুকরাজ-বংশলতা সংগ্রহ করেন, তখন তিনি রাজ-বাটীর প্রাচীন হস্তলিখিত বংশলতার সহিত ঐক্য করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন। রাজবংশের অনুগৃহীত প্রাচীন চারণ বা ভাটগণের বংশলোপ ঘটিয়াছে, এবং নানা নৈসর্গিক বিপ্লবেও বহু প্রাচীন নিদর্শনের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে বংশ-লতায় অপর্য্যাপ্ত নাম দেখিয়া—বংশপর্য্যায়ে নামের ক্রমভঙ্গহেতু—সহজেই সাধারণের ভ্রম জন্মিবার কথা। কেবলমাত্র ৫৭ জন রাজার নাম দেখিয়া প্রাচীন ময়ূরধ্বজ হইতে বর্ত্তমান রাজাতে একই শোণিত ধারা আজও পর্য্যন্ত অভগ্নপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে কি না—এই বিষয়ে অনেকের সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু—"ভারতবর্ষের প্রাচীনতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, গড়ে নৃপতিগণের শাসনকাল ধরিয়া তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি কেহ কোন একটী পুরাণের বংশলতা ধরিয়া, প্রাচীনত্বনির্ণয়ে চেষ্টান্বিত হন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইবেন। মনে করুন,—যদি কেহ রামায়ণ পাঠ করিয়া, বিশ্বামিত্রের বংশলতা স্থির করিয়া লন, তাহা হইলে ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্রের বিদ্যমানতা সম্ভবপর কি?"—(পৃথিবীর ইতিহাস প্রথমখণ্ড -৩১০ পৃষ্ঠা)। রামায়ণের হিসাবে বিশ্বামিত্রের বংশলতা ;—
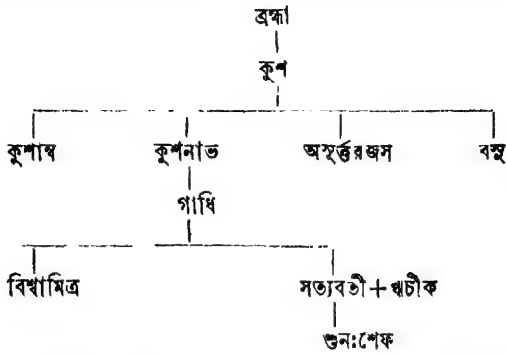
ব্রহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা; সেই আদীভূত ব্রহ্মা হইতে বিশ্বামিত্রের ব্যবধান পাশ্চাত্য হিসাবে ২০।২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে চারি পুরুষে আশী বা এক শত বৎসর মাত্র; আর তাহা হইলে তখন পৃথিবী সৃষ্টি হইবার আশী বৎসর পরে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল ধরিতে হয় —ইহাও কি সম্ভবপর? সুতরাং প্রাচীন রাজগণের বংশলতায় যে অপর্য্যাপ্ত নাম পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা কেবল বিখ্যাত বিখ্যাত রাজগণের নাম। বংশলতায় ক্রমপর্য্যায় রক্ষিত হয় নাই। তমলুকের রাজগণের বংশলতাও ঠিক এই ভাবে পরীক্ষা রিতে হইবে।

এইরূপে দেখা যায় যে, মহাভারতীয় যুগের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ৫০০০ পাঁচ হাজার হইলেও একই বংশধারায় কীর্ত্তিত ৫৭ জন রাজার অভ্যুদয় আশ্চর্য্যজনক বা অসম্ভব নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মহাভারতীয় কালনির্ণয় সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের যে মতভেদ আছে, তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুসারে ৫৭ জন রাজার রাজত্বকালই প্রচুর; এই কোর্ধিনামা সেই হিসাবে দেখিলে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। বিশেষতঃ কেবলমাত্র ৪২তম রাজার মৃত্যু কালের অব্দ হইতে (১৪০৪ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে) পরবর্ত্তী কয়েকজন রাজার নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকালের উল্লেখ আছে। তাহাতে গড়ে প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল প্রায় ৫০ বৎসর।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বাধীনতার কাল—(খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ১।)

নর্ম্মদাতীর হইতে "মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়" বীরগণ বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্যপ্রদেশ ভেদপূর্ব্বক উড়িষ্যা দেশের মধ্য দিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে আগমন করতঃ তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ সেই স্বাধীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের মাহিষ্য জাতীয় প্রথম নরপতি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা তাঁহার বংশানুক্রম উদ্ধৃত করিয়াছি। মহাভারতীয় যুগে তাঁহার অভ্যুদয়। তাঁহার পুত্র তাম্রধ্বজ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বীরত্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের ভক্তিপূর্ণ আগ্রহাতিশয্যে ও তাম্রধ্বজের অলৌকিক বীরত্বমাখা ভক্তিতে বদ্ধ হইয়া তাঁহারা তাম্রলিপ্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজও জিষ্ণুহরি বিগ্রহদ্বয় তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিরূপে তমলুকে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

স্বাধীন রাজ্যকাল।

ময়ূরধ্বজ হইতে পুত্রপৌত্রাদি পরম্পরাক্রমে রাজা-রাম-খাঁ ৪৬তম নরপতি। ইহাঁরই রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্য পরাক্রান্ত ও স্বাধীন ছিল। তৎপুত্র রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজ্যকালে হিজলী অঞ্চলে ঈশা খাঁ নামক জনৈক মুসলমান গৌড়ের পাঠান বাদসাহ দায়ুদ সার সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে তমলুকরাজগণের

প্রতাপ হীন হইতে থাকে। পরিশেষে দিল্লীশ্বর মোগলবাদসাহ সূক্ষ্মদর্শী আকবরের অভ্যুদয়ে শেষ স্বাধীন পাঠান শাসনকর্ত্তা উক্ত দায়ুদ সার পতন হইলে বাঙ্গলা দেশ দিল্লীর অধীন হয়। এই কালে রাজা তোড়লমল্ল 'বার ভূঁঞার মুলুক' বাঙ্গলা দেশের ভূঁইয়া প্রথার উচ্ছেদসাধন-পূর্ব্বক জমিদারী প্রথার প্রচলন করেন। এই সময় হইতেই তমলুক রাজ্য মোগল বাদসাহদিগের অধীনতা স্বীকার করে। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। বর্ত্তমান অধ্যায়ে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বাধীন রাজ্যকালের অবস্থা বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল খৃঃ পূঃ ১৪৩০ বর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে (১৪৩০ + ১৫৮২ = ৩০১২) মোগলসম্রাট্ আকবরের বাঙ্গলা-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিন সহস্র বৎসর কাল তাম্রলিপ্ত রাজ্যে ভারতীয় নানা রাষ্ট্রবিপ্লব-সত্ত্বেও সমুন্নতগৌরবে স্বাধীনতার সুখকেতু উড্ডীয়মান ছিল।

বাঙ্গলার বিভিন্ন রাজ্যাবলী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। মগধ তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিল, এবং অন্যান্য রাজগণ সময়ে সময়ে তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। বর্ত্তমান সাম্রাজ্য-নীতি অনুসারে বাঙ্গলা তখন এক রাজার শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল না বা সেরূপ হইবার সুবিধাও ঘটিয়া উঠিত না।

ময়ূরধ্বজ বংশের রাজা ভানুরায় চতুস্ত্রিংশ ভূপাল। ইহাঁর পরবর্ত্তী কয়েকজন রাজা গৌড়েশ্বর পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের সমকালীন ছিলেন। অনেকে বলেন, গৌড়েশ্বর পাল রাজগণও 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়'। তাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়েই পাল রাজগণের আধিপত্য কালে তাঁহাদের সজাতীয় দ্বাদশজন সামন্তরাজ গৌড়বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং 'ভূঁয়া' পরিচয়ে বিশেষ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। উত্তর কালে তাঁহাদের মধ্যে

কাহারও কাহারও বংশলোপ ঘটে এবং তত্তৎস্থানে অপরাপর রাজগণ তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ভূঁয়া * উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা কামুরায় (ভূঁয়া)

রাজা কামু রায়ই তৎকালীন বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশের ক্ষমতাশালী মিত্ররাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। যেমন জয়পুর উদয়পুরের রাজপুত্রগণ ভুমিয়া উপাধি ধারণ করিয়াছেন, তেমনই অষ্টত্রিংশ রাজা কামুরায় তমলুকের পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার করিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং ভূমিয়া বা ভূঁয়া * উপাধি গ্রহণ করিয়া অনুমান খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ভূঁয়া বা ভূমিয়া উপাধি তৎকালে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন সার্ব্বভৌম ভূপালকে বুঝাইত।

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে ভূমিয়া বা ভূঁয়া উপাধিধারী রাজপুত্রগণ অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন বলিয়া দেখা যায়। আইন-ই-আকবরীতে গৌড়ীয় বাদসাহ বংশাবলীর ফর্দ্দে রাজা গণেশও একতম বাদসাহ দৃষ্ট হয়। রাজা গণেশ বঙ্গদেশীয় হিন্দুবীর ও প্রবল প্রতাপান্বিত ভূমিয়া উপাধিধারী নরপতি ছিলেন। তিনি পরাক্রান্ত হইয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেন। রাজা গণেশের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী মুসলমানগণ সুলতান উপাধিধারী বাদসাহ, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সুলতান স্থানীয় গণেশ সেই সিংহাসনে বসিয়া যখন ভৌমিক বা ভূঁয়া উপাধি

---

* The word 'Bhuiya' is a Sanskrit derivative, and in some parts of Bengal it is merely a titular designation adopted by various castes.—The Imperial Gazetteer of India, Vol VIII, Page 150.

"বাঙ্গলার ইতিহাসে পরবর্ত্তী কালে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারগণের উত্থান দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে ১২ বারজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাদিগকে "বার ভূঁইয়া" বলিত। তাঁহারা রণতরি, পদাতিক, অশ্বারোহী,

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ভূঁয়া শব্দ যে পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতির উপাধি ছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। রাজা গণেশ ১৪০৪ খৃঃ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা গণেশ ভূঁয়ার পুত্র যত্নু, জালালুদ্দিন মহম্মদ সা নামগ্রহণ পূর্ব্বক মুশলমান হন এবং সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন।

গৌড়ের শেষ স্বাধীন পাঠান বাদসাহ দাউদ্ মোগল বাদসাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) বিক্রমাদিত্য নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহার সরকারে একটী উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। হতভাগ্য দায়ুদ সার পরাজয়ান্তে বিক্রমাদিত্য রাজকার্যের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন; তদীয় পুত্র খ্যাতনামা রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ অর্থবলে পাঠান শক্তির অবসানে ও মোগল শক্তির অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কালে, বাঙ্গলার জায়গীরদারদিগের বিদ্রোহ এবং অরাজকতার সুযোগে, সুন্দরবনাঞ্চলে যশোহর নগরে নিজেকে স্বাধীন ও রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ভূঁয়া উপাধি ধারণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎকালে বাঙ্গলা দেশে 'বার ভুঁইয়া' * রাজ্য বিস্তার করেন এবং অদ্যাপি বঙ্গদেশীয় জমিদারকুলের কেহ কেহ সেই বার ভুঁইয়ার একতম বংশধর বলিয়া গৌরব ও শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন।

গোলন্দাজ প্রভৃতি [illegible] রাখিতেন এবং সাধারণতঃ স্বাধীন রাজার মত চলিতেন।"-- (বঙ্গদেশের ইতিহাস—ঈশান চন্দ্র ঘোষ)।

* "সে সময়ে এদেশে বারো ভূঁয়া ছিল। বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার কতক কতক আসাম এই ২ দেশ তাহারদের বারোজনের অধিকার।"—৪৬ পৃষ্ঠা (১৩১৩ সালে নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত) রাম রাম বসু রচিত—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

৩৯শ রাজা কানু ভুঁইয়া রায় * তৎকালে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে, ৪৬তম রাজা রাম ভুঁইয়া রায় পর্য্যন্ত, সেই প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। এই সুদীর্ঘকাল সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গলায় শান্তি বিরাজ করিতেছিল! ইতিমধ্যে বাঙ্গলাদেশের মসনদে পাঠান শক্তি অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গৌড়ের বা নবদ্বীপের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল! এই যুগের ভারত-ইতিহাসে কত যে অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে মনঃপ্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়ে।

তমলুকের ভুঁইয়া উপাধিধারী রাজগণ।

দ্বিচত্বারিংশতম রাজা ভাস্কর ভুঁয়া রায় ৮১০ সালে, ইংরাজী ১৪০৪ খৃঃ, পরলোক গমন করেন †। ৪৩শ হইতে ৪৬শ রাজা পর্য্যন্ত চারিজন রাজা ১৪০৪ খৃঃ হইতে ১৫৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৬০ বৎসর রাজত্ব করেন! অতএব প্রত্যেক পুরুষ গড়ে ৪০ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ধরিলে ৪১ রাজা ধিতাই রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ পাঁচজন রাজার রাজত্বকাল ২০০ শত বৎসর হয়। সুতরাং অনুমান খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা কানুরায়

* হণ্টর সাহেব ভ্রমক্রমে ইহাঁকে বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভারতের আদিম নিবাসী কোন সর্দ্দাররূপে ধারণা করিয়াছেন। তিনি বিদেশীয় ঐতিহাসিক, তাঁহার ভ্রম হইবারই কথা ;—তাহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাকে আরও ভ্রমে নিপাতিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কোন কোন লেখক তাঁহার দোহাই দিয়া নূতন নূতন আরও বহু অযথা কথা রচনা বা রটনা করিতেছেন। হণ্টর সাহেব অক্সফোর্ড আকেনহল হইতে তাঁহার ভ্রমস্বীকার করিয়া পত্রযোগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

† উড়িষ্যার কমিশনার বাহাদুরের রিপোর্টে লিখিত আছে,—

"The forty second king of this dynasty died in 1404 A.D."—

বর্ত্তমান রাজবংশের অধস্তন দ্বিচত্বারিংশ রাজা ১৪০৪ অব্দে পরলোক গমন করেন। রাজবাটির কোর্ষিনামায় ৮১০ সালে মৃত্যু বলিয়াও উল্লেখ আছে; সুতরাং তমলুক-রাজবংশের কোর্ষিনামা ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সুপরীক্ষিত।

তাম্রলিপ্তের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ৪৩শ রাজা রাম রায় বাঙ্গলায় পাঠান রাজ্য নিঃশেষ হওয়ার ৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। এই চারিশত বৎসরে ভারতের কত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু তাম্রলিপ্ত-সিংহাসনে রাজর্ষি ময়ূর-ধ্বজের বংশধরগণ কিরূপে শান্তিপূর্ণ সুশাসনে প্রজাপালন করিয়া ছিলেন, কিরূপে উচ্ছৃঙ্খল পাঠানগণের সমযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে পূর্ব্বপিতৃকুলের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কিরূপে অপ্রতিহত প্রতাপে বাঙ্গালী হিন্দুগণের জাতীয়শক্তি সঞ্জীবিত রাখিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক হৃদয়বান্ বাঙ্গালীর অনুশীলন করা উচিত।

দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস।

দ্বাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে বিষম পরিবর্ত্তনময় বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনারাজির অভিনয় দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার অন্তর্গত গৌড়দেশে যখন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বল্লালসেন প্রধান সমাজপতিরূপে গৌড়ীয় হিন্দুসমাজে মহা কোলাহলের সূত্রপাত করিয়া ছিলেন, সামাজিক অন্তর্বিপ্লবে যখন তাঁহার অধিকৃত রাজ্যাংশে প্রজাবর্গ ত্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতের পশ্চিম-দ্বারে মুসলমানগণের রণভেরী নিনাদিত হইয়াছিল। সমগ্র রাজপুত-শক্তি সেই সময়ে বাধাদান করিয়া তাঁহাদের অদম্য শক্তিকেও হটাইতে পারেন নাই। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে থানেশ্বরের ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা হইয়া যায়। বক্তিয়ার ও কুতুব উদ্দিন নামক দুইজন অনুচর সহ গজনির অধিপতি সুলতান সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী, নারায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধে, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে রণে পরাভূত করিলে ভারতের রাজশ্রী মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হয়েন। কুতুব উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রথম বাদসাহ হন।

১১৯৯ খৃঃ কুতুবের একজন সহচর গৌড় ও নবদ্বীপ জয় করেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন নৌকাযোগে জগন্নাথ অভিমুখে প্রস্থান করেন *।

এই ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখন তাম্রলিপ্ত-সিংহাসনে, বোধ হয়, রাজা ধাণ্ডর রায় প্রচণ্ডপ্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, কুচবিহার, কামরূপ, আরাকান ও ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যগুলিও তখন স্বাধীন। অতএব—"বক্তিয়ার খিলিজি অবাধে বাঙ্গলা দেশ দখল করিয়াছিলেন"— একথা সম্পূর্ণ অলীক। তিনি সেনরাজদিগের রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ দেশ সহজে জয় করেন, ইহা সত্য, কিন্তু দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তস্থ দেশ জয় করিতে পারেন নাই।

সেন বংশের রাজত্বকালে গৌড়দেশে সামাজিক দুর্নীতির চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হইয়াছিল। বল্লাল সেনের অত্যাচারে † গৌড়দেশের যুদ্ধজীবী সম্প্রদায় 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়'গণ দক্ষিণপূর্ব্ব বাঙ্গলায় আসিয়া জমাট হইয়াছিলেন, ধনী বণিক্-সম্প্রদায় মুঙ্গের ও পাটলীপুত্র প্রভৃতি প্রদেশে পলাইয়া যান এবং গৌড়ীয় বাঙ্গালীগণের জাতীয় জীবনে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে সুবর্ণগ্রামে সেনরাজগণের বংশধরগণ আরও শতাধিক বৎসরকাল স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া ছিলেন। পলায়িত লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করতঃ সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রপৌত্রগণের আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেনের পুত্র দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামের অধিপতি

---

*কেহ কেহ বলেন, ১২০৩ খৃঃ বক্তিয়ার খিলিজি গৌড়দেশ জয় করেন। তিনি বহু সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রথমে বিহার ও তৎপর বৎসর গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। ১৭ সতর জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

† বাদবচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "কুলকালিমা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হইয়া ছিলেন। বাঙ্গলার অধিকাংশ প্রদেশ হিন্দু রাজার অধীন ছিল। বাঙ্গলা দেশ এক দিনেই সতর জন অশ্বারোহীর পাদমূলে বিক্রীত হয় নাই। বাঙ্গালীরা তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রচণ্ড মোগল অনীকিনীর সমক্ষে যে রণক্রীড়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা মানসিংহ, তোড়লমল ও সাহাজাদা আজিম-ওসান তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তখনও মেদিনীপুর অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত, ময়না, কুতুবপুর, সুজামুঠা ও তুর্কা প্রভৃতি রাজ্যে মাহিষ্য জাতীয় স্বাধীন নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের পৈত্রিক গড়ে এখনও দীনভাবে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

অনেকে জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় গজপতি রাজগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন এবং পাঠান রাজত্বকালে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রতাপ গোদাবরী তট হইতে সুবর্ণরেখা-চিহ্নিত এবং ত্রিবেণী হইতে বঙ্গসাগর বিধৌত বিশাল জনপদ ভূমিতে উচ্ছৃঙ্খল পাঠান-শক্তিকে তুচ্ছ করতঃ সাম্রজ্য গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাঁহারাও বাঙ্গালী। "প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা আধুনিক তমলুক গঙ্গা-বংশীয়দিগের আদি বাসস্থান*"। তমলুক—মেদিনীপুর প্রদেশ হইতেই যাইয়া তাঁহারা উড়িষ্যায় সম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার গজপতি সম্রাট্‌গণ বাঙ্গালী "মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়"

পণ্ডিতাগ্রগণ্য উইলসন্ সাহেব বলেন,—কলভিন্ সাহেব যে অনুশাসন-পত্র প্রাপ্ত হন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যিনি কলিঙ্গে প্রথম

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

The Cyclopedia of India Vol. I p. 40.

নব্যভারত—১৩১৭ ভাদ্রসংখ্যা—হিন্দুর বৈদেশিক উপনিবেশ প্রবন্ধ।

উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল; তিনি গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন *। মহাত্মা হণ্টর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় † বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‡ ও রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণ ইহাঁদিগকে গঙ্গারাঢ়ী বলিয়াছেন। "শ্রীদারুব্রহ্ম" প্রণেতা কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ও ঐ কথা লিখিয়াছেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থে এবং মহিমাচন্দ্র মজুমদার "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মাহিষ্যজাতি পরাক্রান্ত হইয়া অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও ছত্রপতি এই চারি শাখায় বিভক্ত হয়েন। গজপতিগণ উড়িষ্যাপ্রদেশে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তুর্কারাজ গজেন্দ্রমহাপাত্র বংশ এবং উড়িষ্যাসম্রাট্ গজপতিবংশ একই বংশের বিভিন্ন শাখা।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচণ্ড প্রতাপে গজপতিরাজগণ উৎকলের শাসনদণ্ড করে লইয়া নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপ স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির জগতের বক্ষে তাঁহাদের অতীত গৌরবের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দাতে পাঠানগণ গৌড়দেশ অধিকার করিয়া দুই শতাধিক বৎসরের ঐকান্তিক চেষ্টাসত্ত্বেও উড়িষ্যা বিজয় করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে গৌড়াধিপ সুলেমান কররাণীর সেনাপতি বিখ্যাত কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ১৫৬৫ খৃঃ উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন গঙ্গাবংশীয় গজপতি রাজা মুকুন্দদেব পরাস্ত হয়েন।

---

* H. H. Wilson's Introduction to Mackenzie Collection, pp. CXXXVIII—CXXXIX.

† প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস।

‡ বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড ২০১—২০২ পৃষ্ঠা।

আচার ব্যবহারের সাম্যনিবন্ধন তমলুক অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সহিত উড়িষ্যাবাসীদিগের সংস্রব বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। উড়িষ্যার খণ্ডাইত জাতির মধ্যে বাঙ্গলার মাহিষ্য জাতীয় মহাপাত্র পট্টনায়ক সামন্ত প্রভৃতি পদবী প্রচলিত আছে। যে অঞ্চলের মাহিষ্য-বীরগণ এককালে উড়িষ্যা জয়পূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের সাম্য এখনও যে তথায় বর্ত্তমান থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে প্রাচীন যুগে তাঁহারা যবদ্বালি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ও বিজয় নিশান উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সুদূর মহাসাগর পারে এখনও সেই প্রাচীন যুগের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তমলুক অঞ্চলে মাহিষ্য জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত—তমলুক হইতেই পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা উড়িষ্যায় গিয়া কৃত্রিম রাজপুত হইয়াছেন। রিজলী প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভুঁইয়া উপাধির ইতিহাস।

এ স্থলে ভুঁইয়া শব্দের বা উপাধির ইতিহাস সমালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কথা উত্থাপিত হওয়াতে, নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক তথা কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহা দ্বারা সম্পাদিত এবং ১৩১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "প্রতাপাদিত্য" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যে সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা অসম্ভব—প্রয়োজনীয় স্থলগুলি হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

(২৪ পৃষ্ঠায়)

"১৫৮২ খৃঃ অব্দে "আসল তুমার জমা" প্রস্তুত হয়।................ সমস্ত বাঙ্গলাদেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল।... ....এই সময় জমীদারগণ সরকারের প্রকৃত অধীন হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে যাঁহারা ভুঁইয়া নামে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস হয়। ভূমির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাদের অন্যান্য ক্ষমতার হ্রাস করা হয়। যে দিন হইতে বাঙ্গলা দেশে ভুঁইয়া প্রথা রহিত হইয়া জমীদারী প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাঙ্গলার প্রকৃত অবনতির দিন আসিয়াছিল। ভুঁইয়াগণের প্রবল ক্ষমতা দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী আকবর বাদসাহের আদেশে তাঁহার সুচতুর কর্ম্মচারী রাজা তোডলমল্ল বাঙ্গলার

এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা তোড়লমল্ল ভুঁইয়া প্রথার সর্ব্বনাশ করেন। অন্যান্য সুবেদারগণ কেবল দুই চারি জন ভুঁইয়ার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন মাত্র।.............................. বাঙ্গলা দেশ অনেক দিন হইতে যে বার ভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই বার ভুঁইয়াগণ স্ব স্ব স্বত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া মোগল পাঠানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন।.............................. বার ভুঁইয়ার মধ্যে অধিকাংশ মুশল্মান হইলেও, অবশিষ্ট যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান অবস্থিত ছিল। এই হিন্দু ভুঁইয়াগণের অধীন বাঙ্গালী সৈন্য ও সেনাপতিগণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে যে রণক্রীড়ার পরিচয় দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।........... ......তাঁহাদের নিকট উক্ত ভুঁইয়াগণ ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, রামচন্দ্র রায়ের কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গালীর নিকট যে গৌরবের সামগ্রী, তাহা কি বলিতে হইবে?...............কেবল যে বাঙ্গলাদেশ বার-ভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এমন নহে, আসাম প্রদেশেও এই বার ভুঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও আরাকানের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বার-ভুঁইয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন *।"

(৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায়)

উৎপত্তি।

"প্রাচীন কালে বিজিগীষু রাজা, তাঁহার শত্রু এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত রাজাদিগকে লইয়া একটী মণ্ডল কল্পনা করা হইত,

* Wilford : Ancient geography of India, Vol. XIV of Asiatic Researches, Page 451.

উক্ত মণ্ডলে দ্বাদশ জন নৃপতি থাকিতেন *। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্থানে এক এক রাজার অধীন দ্বাদশজন সামন্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে ইহাই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার বার ভুঁইয়া সম্বন্ধে এইরূপ স্থির হয় যে, পাল রাজগণের রাজত্ব-কালে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাঙ্গলায় বার ভুঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন সময়ে বার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বার-ভুঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন †। এবং সেই সময়ে পালরাজগণ সমগ্র বঙ্গরাজ্যের একাধীশ্বর থাকায় সম্ভবতঃ ভুঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীন সামন্তরাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে রাজসভা বর্ণনোপলক্ষে বার-ভুঁইয়ারও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বিবাহাদি

---

* "মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং।
এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।"
"উদাসীন প্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ।
অষ্টৌচান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ।"
মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়।

† Daltan's Ethnology of Bengal.

"বুকানান হামিল্‌টনের মতে, ইঁহারা বর্ত্তমান ভূমিহারগণের সমজাতি। কিন্তু ডাল্‌টন্ তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভুঁইয়াগণের সহিত একজাতি বলিয়াছেন। ডাল্‌টনের সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য বলিতে পারি না; কারণ উক্ত ভুঁইয়া জাতি আর্য্যবংশীয় কি না, সন্দেহ। অথচ বুকাননের মতে, বার-ভুঁইয়ারে অধিকাংশ

উৎসবে বার ভুঁইয়ারা বরমাল্য প্রভৃতি দান করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলী কামরূপাধিপতিকে গৌড়েশ্বরের বার-ভুঁইয়ার অন্ততম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বার ভুঁইয়াগণ সামন্তরাজই ছিলেন। ইহাঁদের প্রাধান্ত ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বার ভুঁইয়াগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার তিন জন প্রাচীন ভুঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" *

পালবংশীয় ছিলেন। পালবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ আর্য্যবংশীয় হওয়াই সম্ভব। বুকানান যে কাশী ও বেতিয়ার রাজাদিগকে বার ভুঁইয়াগণের এক জাতি বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য বটে। বর্ত্তমান ভূমিহারগণকে অনেকে মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়া থাকেন। মূর্দ্ধাবসিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বাভণও বলে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসামের শিলা-লিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'বাভণ' শব্দ ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ। তাঁহারা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কিঞ্চিৎ হেয়। ফলতঃ, বার-ভুঁইয়ারা সেনবংশীয় হইলে যে আর্য্যবংশীয় জাতি সন্দেহ নাই। পালবংশীয় হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া আমরা এ স্থলে অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। ভুঁইয়া শব্দ, সংস্কৃত ভৌমিক, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ, বা পালি ভূমিন্দা, ভূমিপালো, ভূমিপো বা ভুম্মো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিবেন। আমরা সাধারণতঃ ভুঁইয়া শব্দকে ভৌমিক শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করিয়া থাকি।"—৪৫ পৃষ্ঠা।

* Taylor's Topography of Dacca

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (Founders of Pal Dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took their abode in this distirct to the north of Buriganga and Dhaleswari where the sites of their Capital are still tobe seen"— Hunter's Statistical Account of Dacca.

"পালবংশের পর সেনবংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বার-ভুঁইয়াগণের অধিকারে ছিল, কিন্তু সে সময়ে মূল বার-ভুঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভুঁইয়া নিযুক্ত হন। বোধ হয়, তাঁহাদের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাঁহারা বার ভুঁইয়া নামে অভিহিত হইতেন। পাঠান রাজত্ব-কালে তাঁহাদের অধিকাংশ মুশল্মান ছিলেন। ইঁহারা রাজকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন; এবং কয়েকজন হিন্দু ভুঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বার-ভুঁইয়া নামে কথিত হইতেন।..................বার-ভুঁইয়ার মধ্যে যে তিন জন হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ।... ....হিজলীর মসনদ আলিগণও পরাক্রান্ত ছিলেন। হিজলী তৎকালে ভাটী বা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল, অনেকস্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য হিজলীর মসনদ্ আলিগণ অন্যতম ভুঁইয়া হইলেও হইতে পারেন।"—"প্রতাপাদিত্য।"

টীপপনী।

শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তের সহিত তমলুক রাজবংশের ৩৯ রাজা কানু রায় হইতে ৪৬ রাজা রাম রায় পর্য্যন্ত ৯ নয় জন রাজা যে ভুঁইয়া উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৌরবের সহিত দক্ষিণ বাঙ্গলা শাসন করিয়াছিলেন—তাহা মিলিয়া যাইতেছে। রাম রায়ের পরবর্ত্তী ৪৭শ রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজ্যকাল (৯৭৩ সাং ১০২৪ সাল, ৫২ বৎসর) খৃঃ অব্দ ১৫৬৪ হইতে ১৬১৬ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসর। শ্রীমন্ত-রায়ের রাজ্যকালে দিল্লীশ্বর আকবর বাঙ্গলা বিজয় করিয়া পাঠান-শক্তির উচ্ছেদ সাধন করেন। রাজা তোড়লমল বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার "আসল জমা" তুমার প্রস্তুত করেন। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে তদনুসারে

বাঙ্গলা দেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়া থাকে। এই সময় হইতেই ভুঁইয়া প্রথার প্রচলন বন্ধ হয় এবং জমীদারী প্রথার প্রচলন আরম্ভ হয়। রায় মহাশয় যথার্থ লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বে যাঁহারা [শ্রীমন্ত রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় পুরুষ] ভুঁইয়া নামে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস হয়।"

সুতরাং তমলুকের স্বাধীন রাজগণ এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে অধীন হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহাদের ভুঁইয়া উপাধি সেই জন্যই রাজা শ্রীমন্ত রায় হইতেই আর ছিল না। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের সময় হইতেই তমলুক রাজ্যের গৌরব রবি পশ্চিম গগনে চিরদিনের জন্য অস্ত যাইবার সুযোগ পান। আইন-ই-আকবরীতে তমলুক-রাজ্য উড়িষ্যা সুবার অন্তর্গত জলেশ্বর সরকারের ১ একটী পরগণা রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং উহার রাজস্ব ২,৫৭১,৪৩০ টাকা (সিক্কা) নির্দ্ধারিত আছে। বাস্তবিকই রাজা তোড়লমল্ল বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

রায় মহাশয়ের উক্তি আরও যথার্থ যে,—

"বার-ভুঁইয়ার মধ্যে অধিকাংশ মুশল্মান হইলেও অবশিষ্ট যাঁহারা হিন্দু ছিলেন তাঁহাদের অধীনে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেকস্থান অবস্থিত ছিল"—

তাম্রলিপ্ত রাজ্য যে দক্ষিণ বাঙ্গলায়, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

গৌড়েশ্বর পাল রাজগণের সময়ে ভুঁইয়া উপাধির প্রথম প্রচলন হয়। সেন বংশ ও পাঠান সুবাদারগণের শাসন সময়েও উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বার ভুঁইয়ার অধিকারে ছিল।

নিখিল বাবু বলিয়াছেন,—

"কিন্তু সে সময়ে মূল বার-ভুঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভুঁইয়া নিযুক্ত হন।"

প্রতাপাদিত্য রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি যে ঐকপুরুষিক নূতন ভুঞা তাহা বুঝাইবার জন্য এত যুক্তির অবতারণা নিখিলবাবু অনাবশ্যকরূপে

করিয়াছেন। যে কারণেই হউক ভূঁইয়া উপাধি মধ্যযুগে অর্থাৎ সেন, পাল ও পাঠান-অধিকারে স্বাধীন রাজা বুঝাইত।

পাঠান রাজত্বকালে তমলুক-রাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং সমুন্নত গৌরবে পাঠান শক্তিকে তুচ্ছ করতঃ অপ্রতিহতপ্রতাপে খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গলা শাসন করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী সাম্যনীতিপরায়ণ মহামতি আকবরের সার্ব্বভৌম শক্তির নিকট তাঁহারা মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। রাজা শ্রীমন্ত রায় হইতে ভূঁইয়া উপাধি তিরোহিত হয়। হিজলীর মসনদ আলিগণ তৎপরে ভূঁইয়া বলিয়া অভিহিত হইতেন। হিজলী বর্ত্তমানকালে তমলুকের দক্ষিণে কণ্টাই বা কাঁথী মহকুমার অন্তর্গত, পূর্ব্বে সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। এই হিজলী বা ভাটীর অধীশ্বরগণ ভূঁইয়া উপাধিগ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার বারভূঁইয়ার অন্যতম বলিয়া কথিত হইতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ হিজলার মসনদ আলির অধিকৃত সুন্দরবন প্রদেশসমূহকে 'ভাটি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন*।

একণে বোধ হয়, সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, ভূঁইয়া উপাধি কিরূপ গৌরবসূচক এবং বহু পূর্ব্বকাল হইতে আর্য্যসমাজে কিরূপ সম্মানের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কোন কোন ক্ষুদ্রচেতা, রাজা কাহ্ন রায়ের ভূঁইয়া উপাধি দেখিয়াই, তাঁহাকে ময়ূরধ্বজ-বংশীয় বলিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীগণ কবে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষায় যত্নবান ছিলেন যে, তাঁহারা ভূঁইয়া উপাধির মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন? ভূঁইয়া উপাধি কোন জাতি বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের ছিল না। যদি তাহাই হইবে, তবে রাজা শ্রীমন্ত রায়ের পরবর্ত্তী কাহারও নামের সহিত ভূঁইয়া উপাধি রহিল না কেন?

*The Riyaz-us-Salatin (a History of Bengal), Page 8, Footnote 3

পালবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয়-কালে যে বার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিম্ন বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাঁহারা সকলেই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন। পালবংশীয় রাজগণও মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়; তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহাদের রাজত্ব-কালে বাঙ্গলাদেশে সামন্তরাজগণ অধিকাংশ মাহিষ্যজাতীয় ছিলেন। সেনবংশের অভ্যুদয়ে মাহিষ্য সামন্ত রাজগণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বার-ভুঁইয়ার মুলুক বাঙ্গলাদেশে মূল বার-ভুঁইয়াগণের বংশধরদিগের আধিপত্য শিথিল হইয়া যায় এবং লোপ পায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ২।৩ জন বঙ্গজ কায়স্থ ভুঁইয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া একপুরুষের অধিক সেই উপাধি ধারণের যোগ্যতা প্রাপ্ত হন নাই। চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এইরূপ নূতন ভুঁইয়া। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গলাদেশ ভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তবে কি বাঙ্গলাদেশ তখন হইতেই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনার্য্যশাসনাধীনে ছিল বলিয়া মনে করিব? তাহা কোন মতেই হইতে পারে না।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে,—'হিন্দু রাজগণ সকালে ও বৈকালে পুরাণপাঠ শুনিতেন। ভাগবতই তখন শ্রেষ্ঠ পুরাণ ছিল। বড় বড় রাজগণের অধীনস্থ রাজগণ 'ভূঞা রাজা' নামে আখ্যাত হইতেন"।—দীনেশ বাবু বাঙ্গলা ভাষার হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সমূহ সমালোচনা করিয়া উক্ত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনিও "কাব্যের নির্ম্মল মুকুর-বিম্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ" দেখিয়াই বড় বড় রাজগণের অধীনস্থ রাজগণই "ভুঞা" নামে অভিহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাসের নীরস প্রান্তর হইতে অপসৃত হইয়া কাব্যের উদ্যানেও ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্নতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

স্বতন্ত্রতার অবসান। ২।

(রাজা শ্রীমন্ত রায় ও রাজা হরি রায়)

কোর্ষিনামায় দ্বিচত্বারিংশতম রাজা ভাঙ্গর রায়ের পরলোক গমনের অব্দ পাওয়া যায়। রাজা গণেশ ভূঁয়া রায় ১৪০৫ খৃঃ অব্দে রাজত্বের আরম্ভ করেন এবং ১৪০৪ খ্রীঃ অব্দে রাজা ভাঙ্গর রায় ইহলীলা সংবরণ করেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজা কানুরায় খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন অনুমান করা যায়। নিম্নে একটী তুলনার তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে :—

তমলুকরাজগণ।	গৌড়ের বাদসাহগণ।
(৪২) রাজা ভাঙ্গর রায় ভুঁইয়া······ (১৪০৪ খ্রীঃ মৃত)	গায়েস উদ্দিন সুলতান (১৩৮৯—১৪০৪ খ্রীঃ)
(৪৩) রাজা খিতাই রায় ভুঁইয়া······ (১৪০৪—১৪৫৫ খৃঃ)	রাজা গণেশ ভুঁইয়া (১৪০৫—১৪৪৫ খ্রীঃ)
(৪৪) রাজা জগন্নাথ রায় ভুঁইয়া······ (১৪৫৫—১৪৯৫ খ্রীঃ)	আকবরী মতে হাবসীগণ— ৭ বৎসর (১৪৪৫—১৪৯৪ খৃঃ)
(৪৫) রাজা যদুনাথ রায় ভুঁইয়া······ (১৪৯৬—১৫২৭ খৃঃ)	হোসেন সাহা (১৪৯৪—১৫২৩ খ্রীঃ

তমলুক রাজগণ।	গৌড়ের বাদসাহগণ।
(৪৬) রাজা রাম রায় ভুঁইয়া...... (১৫২৭—১৫৬৪ খ্রীঃ)	নসরৎসা, মামুদসা (১৫২৩—১৫৩৬ খৃঃ)
[অতঃপর ভুঁইয়া উপাধি রহিত হইয়া যায়]	সেরসা (১৫৩৬—১৫৪৫ খ্রীঃ) মহম্মদ খাঁ (১৫৪৫—১৫৫৫ খ্রীঃ) (তৎপরে দশ বৎসর অরাজকতা)
(৪৭) রাজা শ্রীমন্ত রায়............ (১৫৬৪—১৬১৬ খ্রীঃ)	সুলেমান কররাণী (১৫৬৩—১৫৭২ খৃঃ) দায়ুদ (১৫৭২—১৫৭৬ খৃঃ)
[Statistical Reportএ লেখা আছে যে, ১৬৪৫ খৃঃ ৪৮শ রাজা কেশব রায় মোগল কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন; কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন বা প্রমাণ নাই, তৎপরে অনেক রাজা রাজ্য করিয়াছেন।]	উৎকলে প্রতাপরুদ্রেব (১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ) [১৫৬৫ খৃঃ কালাপাহাড় উড়িষ্যাবিজয় করে। ১৫৭৬ খ্রীঃ দায়ুদ মোগল বাদসাহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা দিল্লীর অধীন হইয়া পড়ে।]
(৪৯) রাজা হরি রায় (১৬১৬—১৬৫৪ খৃঃ)	

গৌড়ের পাঠান সুলতান সুলেমান কররাণীর সময়ে সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মহামতি সূক্ষ্মদর্শী আকবর ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনে হিন্দুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে তাঁহার সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুলেমান চতুর লোক ছিলেন, তিনি আকবরের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু উদ্ধত দায়ুদ তাহা করেন নাই, তিনি তাই আকবরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশত্রয় দিল্লীশ্বর মোগল সম্রাটের হস্তগত হইয়াছিল।

পাঠান শাসনকালে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য।

পাঠানেরা বাঙ্গলাদেশের কতকাংশ সমতল ভূমিভাগ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন, সমগ্র বিশাল বাঙ্গলা দেশকে পরাজয় করিতে পারেন নাই। উত্তরে কুচ্ বিহার, পূর্ব্বে কামরূপ, পশ্চিমে বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, দক্ষিণে তমলুক, ময়নাগড়, কুতুবপুর, তুর্কা ও সুজামুঠা প্রভৃতি, পূর্ব্বে ভোগ-বেতালের নবরঙ্গ রায় বংশীয়দিগের রাজ্য প্রভৃতি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল—রাজগণ অধিকাংশই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় ছিলেন। "যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এদেশের কিয়দংশ মাত্র হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন"*। বস্তুতঃ শেষ পাঠান বাদসাহ দায়ুদের রাজ্যকাল পর্য্যন্তও তমলুক রাজ্য এই ভয়ঙ্কর পাঠান অনীকিনীকে তুচ্ছ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ দুষ্ট কালাপাহাড় বাঙ্গলার কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছিল, কিন্তু সে কালাপাহাড়ও তমলুক রাজ্যের কোন শ্রীহীন করিতে পারে নাই; বরং পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। বাঙ্গলায় মানসিংহের আগমনকালেও মেদিনীপুরের মাহিষ্য ভূপালগণ, বিষ্ণুপুরের মল্লভূপালগণ, ত্রিপুরার ব্রহ্মসন্তানগণ এবং কোচ্ বিহারের বীরবংশীয় রাজন্যগণই বাঙ্গলার গৌরব, আশ্রয় ও আশা ভরসার স্থল ছিলেন।

* প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস—৩০ পৃষ্ঠা—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

যে সময়ে মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করেন,* তখন তমলুক সিংহাসনে মহারাজাধিরাজ রাম রায়, গৌড়ের সিংহাসনে হোসেন সাহ, উৎকল-সিংহাসনে গজপতি রাজরাজেশ্বর প্রতাপরুদ্র দেব আসীন ছিলেন। উৎকলপতি, তমলুকাধিপতি ও কুতুবপুরাধিপতি প্রভৃতি এবং বিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর প্রমুখ রাজন্যগণ মহাপ্রভুর মতানুসারী হন বলিয়া উৎকলাদিদেশ তদীয় প্রেমময় সঙ্গীতে প্লাবিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, তৎকালে (১৫৩২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ও পরে) মেদিনীপুর যবন ও হিন্দুরাজাদের বিবাদবশতঃ অতি দুর্গম ছিল। রাজারা স্ব স্ব প্রদেশে অন্যকে প্রবেশ করিতে দিতেন না এবং সীমান্তে ত্রিশূল পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

অতএব বার ভুঁইয়ার মুলুক বাঙ্গলাদেশে পাঠান রাজত্ব সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তিত্ব করিতে পারে নাই। সুলেমান কররাণীর পর দায়ুদ বাঙ্গলার পাঠন-সিংহাসনে উপবেশন করেন (১৫৭২ খৃঃ)। এই দায়ুদ সার রাজত্ব

* ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যের জন্ম, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্দ্ধান। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রীতিই মুক্তি-লাভের উপায়। তিনি পশ্চিমে বৃন্দাবন ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং জীবনের শেষভাগ জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাপন করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেব একই সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাৎকালিক হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর বর্ণ নাই বলিয়া ঘোষণা করেন এবং অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব প্রভৃতির যেরূপ পদ্ধতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অদ্যাপি বঙ্গদেশে তাহাই প্রচলিত। রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের মহিমা বিস্তার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব নামপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে জাতিভেদ-বিলোপী ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। অধুনা বাঙ্গালার অধিকাংশ অধিবাসী তৎ-প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের পথিক।

কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইশা খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত মুসলমান দক্ষিণ বাঙ্গলার ভাটী প্রদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ইশা খাঁ (ভাটী)

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ "সুন্দর-বন" প্রদেশকে 'ভাটী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাটী অর্থাৎ নিম্ন ভূমি, যাহা প্রায়ই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যায়। হিজলী হইতে মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ এই ভাটির অন্তর্গত ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই অংশ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই রূপ লবণাক্ত জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইত এবং যেখানে এখন সুন্দর লোকালয়সমূহ পরিদৃষ্ট হইতেছে, পূর্ব্বে সেখানে নদনদীবহুল হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনজঙ্গলে আবৃত ছিল। এই সমস্ত প্রদেশ ১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে তমলুকাধিপতি রাজগণের অধীনে ছিল। তাঁহাদেরই রণপোতবাজি এই বঙ্গসাগরের গঙ্গাসন্নিহিত মুখে শোভিত থাকিত। কালের বিচিত্র গতি, তথায় এখন বহুলোকাকীর্ণ জনপদ!

ইশা খাঁ এই প্রদেশের হিজলীতে অবস্থিত হইয়া সমগ্র সুন্দর বন প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস্-সলাতিন নামক গ্রন্থে * দেখা যায় যে, দায়ুদের রাজ্যকালে এই ইশা খাঁ অত্যন্ত পরাক্রান্ত

---

* The Riyaz-us-Salatin (A History of Bengal) by Ghulam Hossain Salim and translated into English from the original Persian by Maulavi Abdur Salam M.A.—Page 8. Footnote 3 runs thus :—

"Isha Khan Afgan flourished in Bhati in the reign of Daud, the last Afgan King of Bengal, and continued as 'overlord' or 'Mazaban-i-Bhati" as Abul Fazl in the Ain Styles him, with twelve great zamindars or princelings (known in those days as Bara Bhuivas) under him, after annextion of Bengal by Emperor Akbar

হইয়া বাঙ্গলার বার ভুঁইয়ার একতম ভুঁইয়া বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তমলুকের শেষ ভুঁইয়া নরপতি রাজা রাম রায়ের মৃত্যুর পর এই হিজলীর ইশা খাঁ ভুঁইয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেন না পরবর্ত্তী রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজ্যকালেই বাঙ্গলাদেশ মোগল সম্রাটের পদানত হইলে (১৫৭৫ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে তমলুকের পূর্ব্ব প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণাংশ তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। গৌরবান্বিত ভুঁইয়া উপাধিও হিজলীর মসনদ্ আলি ইশা খাঁর স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছিল—প্রকৃত পক্ষে ইশা খাঁ হিজলীর মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তমলুকের গৌরব হানি করিয়াছিলেন। তমলুকের প্রাচীন প্রভুত্ব বাস্তবিকই এই সময়ে তিরোহিত হইতে উপক্রম হইয়াছিল। যে পরিবর্ত্তনের চক্র এইক্ষণ তাম্রলিপ্ত-রাজের বর্ত্তমান দীনতা আনয়ন করিয়াছে, বোধ হয়, হিজলীর মসনদে বসিয়া ইশা খাঁ সেই চক্রের প্রথম

---

to the Mugul Empire. Isa's Gadi was known as Masnad-i-Ali. The existing Dewan families of Haibatnagar and Jangalbari in Mymensingh District, claim decent from Isa. Bhati according to Abul Fazl extended 400 kos from east to west and 300 kos from north to the ocean to the south; it thus included the Sundarban and the tracts along the Megna. Grant defines "Bhati" as including the Sundarban and all the neighbouring lowlands (even Hijely) overflooded by the tides. The Musalman historians never use the term Sundarban, but give the sea-board from Hijely to the Megna, one name 'Bhati' which signifies lowlands overflooded by by tides—See Ain-i-Akbari Vol. I. p. 342. and J. A. S. No. 3—1874 and No. 2—1875 and Ain Vol. II. p. 117."

চালনা প্রদান করেন। দ্বিতীয় বার বাদশাহ আকবরের হাতে চালনা পায়। পরবর্ত্তী মোগল বাহসাহগণের আমলে তমলুক রাজগণ একেবারে হীনতেজ হইয়া পড়েন।

ইশা খাঁর প্রথম চালনায় যে আবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তাহাই বোধ হয়, সমূহ মোগলবাদগণের আমলেও নিবৃত্তি লাভ করে নাই। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের সময় হইতে রাজা কমল নারায়ণের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত অতি দ্রুতবেগে সেই আবর্ত্তন সঞ্চালিত হইয়াছিল এবং সমগ্র তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গৃহ-বিবাদে রাজ-পরিবার মধ্যে বিষম কলহ চলিতে থাকে। এবং সুযোগ পাইয়া খোজা দিদার বেগ তমলুক সিংহাসন বলপূর্ব্বক দখল করিয়া বসেন। এই খানেই তমলুকের শেষ গৌরবজ্যাতিঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়। অনন্তর দয়াময় ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাতে, দশ বৎসর পরে, ১৭৬৭ খৃঃ রাণী সন্তোষ-প্রিয়া রাজ্য ফেরত পান।

রাজা শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্বকালেই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হন। এই সময়েই ইঁহাদের গৃহ বিবাদের সূচনা হয়। তাঁহার ভ্রাতা ত্রিলোচন রায় রাজ্যের এক চতুর্থাংশ পৃথক্ রূপে ভোগ করিবার দাবী উপস্থিত করিলেন। এবং তাঁহার জীবনকালে প্রায় ৩৭ বৎসর কাল এই রাজ্যের সিকি অংশ দখল করিয়াছিলেন।

রাজা ত্রিলোচন রায়

ত্রিলোচন রায় এই গোলমাল উপস্থিত করিলে ইশা খাঁ সুযোগ বুঝিয়া হিজলী ও সুন্দরবন অঞ্চল অধিকার করিয়া ভুঁইয়া উপাধিতে ভূষিত হন। গৃহবিবাদই হিন্দুরাজত্ব ধ্বংশ হইবার এক মাত্র কারণ।

রাজা শ্রীমন্ত রায় ১৫৬৪ খৃঃ হইতে ১৬১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্ব-কালে তাম্রলিপ্তের গৌরব-রবি চিরতরে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে। বাঙ্গলা দেশেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। ১৫৫৬ খৃঃ

অব্দে সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া নানাদেশ অধিকার করিতেছিলেন। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে সমগ্র বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ বিজয় করিয়া প্রকৃত পক্ষে তিনিই বাঙ্গালা দেশকে পরাধীন করেন। প্রকৃতপক্ষে আকবরই বাঙ্গলার কাল। রাজা তোড়লমল্ল ১৫৮২ খৃঃ অব্দে "আসল তুমার জমা" প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ভুঁইয়া প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া জমীদারী প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন। মোগল ঐতিহাসিকগণ তৎকালীন স্বাধীন ভূপালবর্গকে বা করদ রাজগণকে "মৌরসী জমীদার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে দৃষ্ট হয় যে, তমলুক রাজ্যের কর ২৫,৭১৪৩০৲ পাঁচশ লক্ষ একাত্তর হাজার চারি শত ত্রিশ সিক্কা টাকা নির্দ্ধারিত ছিল এবং রাজ্যে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গও ছিল।

সম্রাট্ আকবর

পাঠান কিম্বা মোগল ঐতিহাসিকগণ প্রবল প্রতিপক্ষ স্বাধীন রাজন্য বর্গের রাজত্বের কোন উল্লেখ করিতেন না বা অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না। তাই আমরা তাঁহাদের গ্রন্থে কোন স্বাধীন হিন্দু রাজার ইতিহাস কিছু পাই নাই। রিয়াজ্-উস্-সলিতান প্রভৃতি গ্রন্থে তমলুক রাজ্যের কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে ভাটীর ইশা খাঁর প্রসঙ্গ আছে। আইন-ই-আকবরীতে বিভিন্ন রাজ্যের যে রূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। আবুল ফজল স্বাধীন সম্রাট্ গজপতির উপাধিমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, উৎকলের করদ ভূপালবর্গকে রায়ান্ বলিয়া খাস প্রজাস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন—মোগলের এত গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য ছিল! এই জন্যই তাঁহারা তমলুক ও কুতুবপুরের দুর্গ ও কর মাত্র উল্লেখ করিয়া শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা বন্দোবস্তকারী জমিদারগণকে পাটোয়ারী বলিয়া তাঁহাদের নামও ঘৃণাবশতঃ উচ্চারণ করিতেন না।

মোগল ঐতিহাসিকগণ

প্রাচীন ও অর্দ্ধ স্বাধীন ভূপালবর্গকে "মৌরসী জমীদার" বলিতেন।* এই জন্যই মোগল শাসনকালে ও মুরশিদাবাদের নবাবী আমলে তমলুক রাজ্য "মৌরসী জমিদারী" বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। রাজা তোড়লমল তমলুক রাজ্যকে জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত একটী পরগণা-রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৬০৪ খৃঃ সম্রাট্ আকবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর, তৎপুত্র সাহাজান ক্রমান্বয়ে সম্রাট্ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহাদের সময়ে তমলুকরাজগণ করদ ভূপালরূপে তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। তমলুক সিংহাসনে যে কালে রাজা শ্রীমন্ত রায় ও তৎপুত্র রাজা হরি রায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেইকালেই দিল্লীর সিংহাসনে আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান এই তিনজন সম্রাট্ ছিলেন।

রাজা মানসিংহ, সুলতান সাজাহান ও সুলতান সুজা প্রভৃতি সুবাদারগণ তখন বাঙ্গলার মসনদে বসিয়া বাঙ্গলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। সুলতান সুজা, সম্রাট্ সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র; তিনি ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে পর্টুগিজগণ দস্যুতা আরম্ভ করিয়াছিল, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সভ্যজগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল। সাধারণ লোকে তাহাদিগকে বোম্বেটে বলিত, এখনও সুন্দরবন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তাহাদের দস্যুতা ও অত্যাচারের বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে দিন হইতে তাম্রলিপ্তের ভাগ্যগগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, যে দিন হইতে বঙ্গোপসাগরে তাঁহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই

সুলতান সুজা।

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব লিখিয়াছেন—"Zamindar, an epithet by which these Tatar sovereigns affected to call even the indegenous (Bhuinia) Princes" অর্থাৎ তাতার বাদসাহগণ (মোগল) গর্ব্বভরে দেশীয় প্রাচীন স্বাধীন ভুঁইয়া রাজ পুত্রগণকেও জমিদার বলিতেন।

এই অত্যাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হিজলীর ইশা খাঁ বা যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য সেই অত্যাচার কতকটা দমিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গলায় বিষম অশান্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। সুলতান সুজা সেই সমস্ত অত্যাচার ও অশান্তি বিদূরিত করিয়া সুশাসনে বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংরাজ বণিকগণ।

যে ইংরাজ জাতি ন্যায় ও সমদর্শিতার বলে আজ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা, সেই ইংরাজ বণিকগণ প্রথমে ১৬২০ খৃঃ অব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা আফজল খাঁর সময়ে পাটনায় এক বৎসরের জন্য কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তখন ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা। সুলতান সুজার আমলেই ইংরাজ বণিকগণের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। তাঁহারা চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গলায় নিষ্করে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হুগলী, পাটনা, ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজ দস্যুদিগের অত্যাচার এই সুদক্ষ রণনিপুণ ইংরাজগণের হস্তে প্রশমিত হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত অশান্ত অবস্থার সহিত তমলুক-রাজপরিবারেও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ত্রিলোচন রায় তমলুকের এক চতুর্থাংশ রাজ্য পৃথক ভাবে ভোগ করিতেছিলেন।

তমলুক রাজপরিবারে গৃহবিবাদ।

তিনি যে বৈষম্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে রাজা শ্রীমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর ১৬১৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের আট পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ১ পুত্র, রাজ্য কৃতাংশ হইবার পূর্ব্বেই গহলালা সংবরণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সাত পুত্রের মধ্যে তাঁহার ৷৹ বার আনা রকম রাজ্য বিভক্ত

হইয়া যায়। এইরূপে তাম্রলিপ্ত রাজ্য রাজা শ্রীমন্ত রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ৭ সাত পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইলে, সকলেই পৃথক্ পৃথক্ গড়ে বাস করিয়াছিলেন *। ত্রিলোচন রায় ।৹ আনা, রাজা শ্রীমন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব রায়ের ৶৹ আনা, শ্যামরায় ⁄১৹, মনোহর রায় ⁄১৹, হরি রায় ⁄১৹, অনন্ত রায় ⁄১৹, রূপ রায় ⁄১৹, ও দুর্গাদাস ⁄১৹ অংশে সমস্ত রাজ্য অংশীকৃত হইল। হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন,—৪৮ রাজা কেশব রায় মোগল বাদসাহ কর্ত্তৃক ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন (Statisical Account of Bengal Vol III P. 228)। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। কোর্ষি-নামায় দেখা যায় যে, রাজা হরি রায়ের খুল্লতাত ত্রিলোচন ও কেশব রায় প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ প্রাগুক্তরূপে রাজ্য অংশীকৃত হইবার পর পরলোক গমন করিলে তিনি ১৬৪৫ খৃঃ হইতে ১৬৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত সমগ্র (ষোল আনা) রাজ্যের মালিক হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এইরূপে গৃহ বিবাদে, প্রবল প্রতিপক্ষের অভ্যুত্থানে এবং নানা নৈসর্গিক বিপ্লবে (ঝটিকা ও জলপ্লাবন ইত্যাদি) তমলুক রাজ্যের প্রাচীন ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজ্যও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ তেজোহীনতার সহিত সমস্ত গৌরবের অবসান হইয়াছিল। তমলুক রাজ্য না বলিয়া মুশলমান ঐতিহাসিকগণ বা রাজকর্ম্মচারীরা 'তমলুক জমিদারী' অভিধানে অভিহিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশের—ভারতের—পতনের সহিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও পতন হইয়াছিল। যুগান্তকর কাল যে রাজ্যের গৌরবে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ গৌরবান্বিত ছিল—শান্তিসুখে সুখী ছিল, মহাভারতীয় কাল হইতে

* গড় পদুবসান, বহিচ্‌বেড়ে গড়, গড় ডিঙ্গলবেড়ে, গড় বেতালদিঘি ও গড় ভোলসোরা এই পাঁচটী গড়ের নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। অপর তিনটী গড়ের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ত্রিসহস্রাধিক বৎসর কাল যাঁহাদের হস্তে এই রাজ্যের রাজদণ্ড পরিচালিত হইয়াছে, তাঁহাদের বিক্রম বা গৌরবকে তুচ্ছ করিলে চলিবে কি? লেখনী-চালনে তাদৃশ পটু না হইলেও বীর-বিক্রমে ও অসিচালনে তাঁহারা একদিন সমগ্র বাঙ্গালীর আদর্শ ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এই বিক্রম—এই রাজনৈতিক শক্তি, জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ উত্থান-পতন-শীল কোন ঐকপুরুষিক বীরের নেতৃত্বে চালিত হইয়া বিনষ্ট হয় নাই—উহার আরম্ভ ও অবসানের বিশাল দূরতা চিন্তা করিলে, তেমন দাম্ভিক পুরুষেরও লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়! সমগ্র বাঙ্গলা দেশে এই রাজগণের অতি বিশাল কীর্ত্তি. চিত্তস্পর্শী ভগ্নাবশেষ, বিশাল ভগ্ন-দুর্গপ্রাকার, ধ্বংশাবশিষ্ট রাজহর্ম্ম্যাবলী এবং রাজ্যের বিশাল পরিমাণাদির প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা করিলে সভ্যজগৎ চমৎকৃত হইবে—তেমন উদ্ধত ও গর্ব্বিত পুরুষকেও লজ্জিত হইতে হইবে—হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে অবশ্য ব্যথিত হইতে হইবে! সেই যুগান্তকল্প রাজন্যবংশীয় উত্তরাধিকারিগণ আজ দৈন্যদারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে হীনভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন!! তাঁহাদের স্বজাতীয় বীরগণের সন্ততিবর্গ এক্ষণে বৈশ্যবৃত্তি কৃষিকার্য্য অবলম্বনে জীবন ধারণ করিতেছেন!!! সেজন্য তাঁহাদিগকে কৃষীবল বা দীনহীন দেখিয়া উপেক্ষা করা গভীর ও অসহনীয় তিরস্কারকে আহ্বান করা মাত্র।

অষ্টম অধ্যায়।

পরতন্ত্রতার কাল।

(মোগল-শাসন ১৬৫৪—১৭৬৭)

মোগল শাসন কালের মৌরসী জমিদার, তৎকালের অন্যান্য জমিদার ও বর্ত্তমান জমিদারগণের ন্যায় ছিলেন না ; তাঁহারা করদ ভূপালস্বরূপ ছিলেন, মোগল গবর্ণমেণ্টকে কেবল নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় করিতেন, কিন্তু রাজ্যের শাসনভার, বিচার ক্ষমতা সমস্তই তাঁহাদের হাতে ছিল। অধুনাতন মিত্ররাজগণ যে ভাবে রাজত্ব করিতেছেন, তখনকার "মৌরসী জমিদার" আখ্যাত রাজগণও ঐ রূপে অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন,কিন্তু সুবিধা পাইলেই স্বতন্ত্রতা* অবলম্বন করিতেন। মোগলাধিকার কালে তমলুকরাজগণও সেই ভাবে রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন।

১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দে রাজা হরি রায় পরলোক গমন করিলে তমলুক রাজ্য আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। রাজা হরি রায়ের পুত্র **রাজা রাম রায়** ॥/১০ আনা এবং রাজা হরি রায়ের ভ্রাতা মনোহর রায়ের পুত্র রাজা **গম্ভীর রায়** ।৵১০ আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে ১৭০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। রাজা রাম

রাজ্যের দুই অংশ।

---

* "এ কালের সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুর স্বভাব যাহাই হউক, সে কালের জমিদারবর্গ যে নিতান্ত 'ভাল মানুষ' ছিলেন তাহা সপ্রমাণ করা কষ্টকর"—বাঙ্গলার ইতিহাস (নবাবী আমল) কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—৩ অধ্যায়, ৮৭ পৃষ্ঠা।

রায়ের পুত্র রাজা **নর নারায়ণ** রায় ও রাজা গম্ভীর রায়ের পুত্র রাজা **প্রতাপ নারায়ণ** রায় উভয়ে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দুই ভাগে রাজ্য করেন। পরে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩ বৎসর কাল কেবল নরনারায়ণই সমগ্র রাজ্যের রাজা হন। ইনি তমলুক সিংহাসনে একপঞ্চাশত্তম নরপতি। (১১৪৬ সালে) ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নরনারায়ণ রায় পরলোক গমন করেন। ইহাঁর দুই রাণী ও দুই পুত্র। ছোট রাণীর গর্ভজাত পুত্র কৃপানারায়ণ জ্যেষ্ঠ, বড়রাণীর গর্ভজাত পুত্র কমল নারায়ণ কনিষ্ঠ। ইহাঁরা উভয়ে ২০ বৎসর রাজ্য করেন।

রাজা কৃপানারায়ণ রায় ১৭৩৯ হইতে ১৭৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর এবং রাজা কমল নারায়ণ ১৭৪৬ হইতে ১৭৪৭ পর্য্যন্ত ২ বৎসর পৃথক ভাবে এক এক জন সমগ্র রাজ্য ভোগ করেন। তৎপরে উভয়ে মিলিয়া ১৭৪৮ খৃঃ হইতে ১৭৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিলেন। ১৭৫২ খৃঃ রাজা কৃপানারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে রাজা কমল নারায়ণই সমগ্র রাজ্যের মালিক হন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে নবাব মস্‌নদী মহম্মদ খাঁর* প্রিয় খোজা মির্জ্জা দিদার আলি বেগ বলপূর্ব্বক তমলুক রাজ্য অধিকার করিলেন। ঐ অব্দে রাজা কমল নারায়ণ রায়ের মৃত্যু হয়। রাজপরিবার বঁইচ্‌বেড়ের সুদৃঢ় দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা এক্ষণে পাঠান ও মোগল রাজত্বের মধ্য দিয়া মুর্শিদাবাদের স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার আমলে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন বহুতর ব্যক্তি সিরাজ উদ্দৌলার রাজ্য ইংরাজ কোম্পানীর হস্তে প্রদান করিবার

* এই মস্‌নদী মহম্মদ খাঁ কে?—অনেকে অনুমান করেন, তাটীর খাঁ সুন্দরবন অঞ্চলের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন।

ষড়যন্ত্র করিতেছেন—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পলাশী প্রাঙ্গণে ভারতের শেষ অদৃষ্ট পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত করিতে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রিটিশের রণবাদ্য তখনও নিনাদিত হয় নাই। বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা তখনও মুরশিদাবাদের ভয়ে কম্পিত।

গৌড়ের পাঠান বাদসাহগণের রাজত্বকালের সহিত সমসাময়িক তমলুক রাজগণের রাজত্বকালের তুলনা করিয়া সপ্তম অধ্যায়ে যেমন একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ ১৬৫৪ হইতে ১৭৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তমলুক রাজগণের সমসাময়িক বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মোগল সুবাদারগণের রাজত্ব কালের একটী তুলনার তালিকা রচনা করিয়া দেখা এক্ষণে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তমলুক রাজগণ।	মোগল সুবাদারগণ।
(৫০) { রাজা রাম রায় ৷৷/১০... .. রাজা গম্ভীর রায়।৶১০ ১৬৫৪—১৭০২ খ্রীঃ।	১। সুলতান সুজা (সম্রাট্ সাজাহানের ২য় পুত্র) ১৬৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত (রাজধানী রাজমহল)।
	২। মীর জুমলা ১৬৫৯—১৬৬২ খৃঃ (রাজধানী ঢাকা)।
	৩। সায়েস্তা খাঁ ১৬৬২—১৬৮৯ খৃঃ (ইঁহার সময় টাকায় আটমণ চাউল)
	৪। ইব্রাহিম খাঁ। ১৬৮৯—১৬৯৭ খৃঃ।
	৫। আজিম ওসান (আরঙ্গজেবের পৌত্র ১৬৯৭—১৭০৭ খ্রীঃ।
	(এই সময়ে মুরসিদ কুলী খাঁ দেওয়ান ছিলেন)

তমলুকরাজগণ।	গৌড়ের বাদশাহগণ।
(৫১) রাজা প্রতাপ নারায়ণ ।/১০ রাজা নরনারায়ণ ।৶/১০ ১৭০৩—১৭৩৭ খৃঃ	৬। কেয়ক শিয়র (ইনি নামে মাত্র মুরশিদাবাদের ১ম নবাব—মুরশিদ কুলী খাঁই কার্য্য চালাইতেন) ১৭০৭—১৭১২ খ্রীঃ।
(৫১) রাজা নরনারায়ণ (১৭৩৮ খৃঃ সমগ্র রাজ্য পান) ১৭৩৮—১৭৩৯ খৃঃ	৭। মুরশিদকুলী খাঁ (নবাব ও দেওয়ান উভয় পদে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার) ১৭১২—১৭২৫ খ্রীঃ।
	৮। সুজা উদ্দিন ১৭২৫—১৭৩৯ খৃঃ।
(৫২) রাজা কৃপানারায়ণ ...... (৫৩) রাজা কমল নারায়ণ ১৭৩৯—১৭৫৬ খৃঃ। (মির্জ্জা দিদার বেগ কর্ত্তৃক অধিকৃত)	৯। সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯—১৭৪০ খৃঃ। ১০। আলিবর্দ্দি খাঁ ১৭৪০—১৭৫৬ খৃঃ। ১১। সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৫৬—১৭৫৭ খৃঃ। (পলাশীর যুদ্ধ—২১ জুন, ১৭৫৭ খৃঃ) (মীরজাফর, মীরকাশিম প্রভৃতি ও ইংরাজ কোম্পানী)।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মুরশিদাবাদে যখন তুমুল রাজ্য-বিপ্লবের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সেই সুযোগে মির্জ্জা দিদার আলি বেগ তমলুক অধিকার করেন। এই হইতেই তমলুক রাজ্যের কঠোর পরতন্ত্রতার সূচনা হয়। কিয়ৎপূর্ব্ব হইতেই তমলুক রাজ্য ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে রাজা কমল নারায়ণ হইতে সমুদয় রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর তমলুক রাজ্য আর করদ রাজ্যের ন্যায় ছিল না।

তমলুকের দক্ষিণে বর্ত্তমান মহিষাদলরাজ যে গড়ে (গড় রঙ্গীবসান) বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যে ভূভাগের উপর মহিষাদলের পূর্ব্বতন মাহিষ্য-

রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে তথায় সমুদ্র ভিন্ন দেশ ছিল না। * এই সমুদ্র অর্থাৎ সমস্ত বঙ্গোপসাগর তমলুক রাজগণের শাসনাধীন ছিল। কালের গতিতে সমুদ্র

মহিষাদল রাজ্যের সৃষ্টি ও গড় রঙ্গাবসান।

পূরিয়া ভূভাগের সৃষ্টি হইলে জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে পারণত হইল। ময়না গড়াধিপতির জনৈক সেনানী "রায় চৌধুরী" উপাধিধারী হইয়া এই সমস্ত ভূভাগের বিভিন্ন পরগণার চৌধুরীবর্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তমলুকরাজের সামন্ত-রাজরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে কিরূপে এই মহিষাদল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা অধুনা স্থির করা বড় দুষ্কর। তবে ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে যে সময়ে সুলতান সুজা বাঙ্গলাদেশের মসনদে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময়ে যে মহিষাদলের সিংহাসনে সেই মাহিষ্য জাতীয় "রায় চৌধুরী" বংশীয় রাজা কল্যাণ রায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় †। তমলুকরাজগণের তখন পূর্ব্ব প্রভুত্ব অপহৃত হইয়াছিল। বঙ্গোপসাগরের জঙ্গলাকীর্ণ তীরভূমিতে তাহার পূর্ব্বে হিজলীর মসনদ্-ই-আলি ঈশা খাঁ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। মোগল সুবাদারগণ তৎপরে সমগ্র বাঙ্গলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করায় ঈশা খাঁর বংশধরগণ ও অন্যান্য স্বাধীন ভুঁইয়া রাজগণ উৎসাদিত হইয়া যান। নূতন নূতন জমিদারবর্গের সহিত মোগল সুবাদারগণ জঙ্গল ভূমির

* "খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর তমলুকের দক্ষিণ-দিক্‌বর্ত্তী সমুদ্রগর্ভ ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মনুষ্যবাসোপযোগী হওতঃ দোর, মহিষাদল, গুমাই, অরঙ্গাবাদগর জলামুঠা, মাজনামুঠা, রসুলপুর, বাহিরিমুঠা প্রভৃতি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে।"—(ভগবতীচরণ প্রধানকৃত—মহিষাদল-রাজবংশ—১০ পৃ)

† "দশ শত ষাট সালের (১৬৫৩ খৃঃ) দান পত্র তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।"—১৫ পৃ, মহিষাদল-রাজবংশ (দানপত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)

নূতন বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। ভারত-সম্রাট্ আকবরের আদেশে রাজা তোড়লমল যে বন্দোবস্তের কাগজপত্র রচনা করিয়াছিলেন, ২০০ শত বৎসর পরে দেওয়ান মুরশিদকুলী খাঁ তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন যে বন্দোবস্তের কাগজ পত্র প্রস্তুত করেন, এতদুভয়ের আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মুরশিদকুলী খাঁর "জমা কামেল তুমারী" নামক কাগজপত্রে মহিষাদল ও তমলুকের যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, মহিষাদলের পূর্ব্বতন মাহিষ্য রাজগণ বাঙ্গলার সুবাদারের জমিদারী বন্দোবস্তের আমলে * আসেন নাই। সুলতান সুজার রাজত্বকালে (১৬৫৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে) জনার্দ্দন উপাধ্যায় নামক নবাগত কণৌজিয়া ব্রাহ্মণ গেঁওখালী নামক পারঘাটে কার্য্যান্তর ব্যপদেশে আগমন পূর্ব্বক একটী নব জনস্থানের সূত্রপাত করিয়া তৎকালীন নবাব দরবার হইতে সনন্দ প্রার্থনা করিয়া জমিদারী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল।

জনার্দ্দন উপাধ্যায়।

---

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (নবাবী আমল) নামক গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ের, ৪৯৫ পৃষ্ঠায় মুরশিদকুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

২০ তমলুক (মহিষাদল)

"উড়িষ্যা হইতে খারিজি সরকার গোয়ালপাড়া এবং মহিষাদল, জলামুঠা সুজামুঠা প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই জমিদারী গঠিত হয়। হিজলীর মসগ্র খালসাভূমি এবং নিমকমহালও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তমোলুক পূর্ব্বকালে প্রাচীন এক রাজবংশের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে জনার্দ্দন উপাধ্যায় প্রথমে মহিষাদল জমিদারী প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত হয়। জনার্দ্দন হইতে পঞ্চম পুরুষ আনন্দ লাল নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহার দূরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী গুরুপ্রসাদ গর্গ মহিষাদল জমিদারীর অধিকারী হন। আনন্দ লালের পিতা শুখলাল বা শুকদেবের সহিত মুরশিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে ১৬ পরগণায় ১,৮৫,৭৬৫৲

নিবিড় অরণ্যানী বিদূরিত করিয়া গেঁওখালী অঞ্চল সুরম্য জনপদে পরিণত করিতে জনার্দ্দন উপাধ্যায়কে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ বৈশ্যবৃত্তি ও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যখন জনার্দ্দন উপাধ্যায় নব জনপদের সূচনা করিতেছিলেন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে তাঁহার বংশধরগণ এককালে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবেন? তৎকালে মহিষাদল রাজসিংহাসনে মাহিষ্য জাতীয় রাজা কল্যাণ রায়চৌধুরী একজন খ্যাতনামা ভূপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের কিয়ংপূর্ব্ব হইতে মহিষাদলরাজ তমলুকের রাজবংশধরগণের প্রভুত্বের অবসানে তাঁহাদের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে পুরুষানুক্রমে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। অবিলম্বে বঙ্গেশ্বর মোগল সুবাদারগণের দৌরাত্ম্যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তমলুক রাজগণ গৃহবিবাদের গোলমালেও বোধ হয়, দেওয়ান সরকারে রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতেন, কিন্তু রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরীর বংশধর রাজা উদয়চন্দ্র রায় বঙ্গেশ্বর মুরশিদকুলী খাঁর

রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী

টাকা জমা ধার্য্য হয়। পরে কিছু বাড়িয়া শেষে কাসেম্ আলির বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্ব ৮,৩৬,৮৭৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। সে সময়ে এই জমিদারী পাঁচ প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ জমিদার ও তালুকদারের হস্তে ছিল।"

মুরশিদকুলী খাঁর "জমা কামেল তুমারী" কাগজে মহিষাদলের অন্তর্গত গুমাই গড়াধিপতি রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরীর কোন উল্লেখ নাই, কেবল "তমোলুক পূর্ব্বকালে প্রাচীন এক রাজবংশের অধিকারে ছিল।"—এই কথার উল্লেখ রহিয়াছে। রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী নবাবী আমলে জমিদারী বন্দোবস্তের আমলে আসেন নাই বলিয়া বোধ হয়, অথবা তমলুক-রাজের সামন্ত রাজা বলিয়াও হউক, তাঁহার উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। তমলুক রাজগণ তখনও অর্দ্ধস্বাধীন ভূপতি ছিলেন—নির্দ্দিষ্ট কর আদায় দিতেন মাত্র।

আমলে অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হইয়া যৌবনসুলভ চপলতার বশে রাজকোষ শূন্য করিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তদানীন্তন ঔপনিবেশিক গড় রঙ্গীবসান-পতি ব্রাহ্মণ রাজা রাজারাম রায়ের (জনার্দ্দন উপাধ্যায়ের বংশধর) নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং ঋণদায়ে সমস্ত রাজ্য অর্পণপূর্ব্বক বৃত্তিভোগী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন। এই হইতেই মহিষাদলের রাজলক্ষ্মী রাজা রাজারাম রায়কে আশ্রয় করিলেন। রায় বংশের রাজত্ব শেষ হইল। নবাব সরকারে উপঢৌকন আদি প্রেরণপূর্ব্বক রাজারাম রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন। গুমাই রাজবাটী হইতে ধনাগার বিচারালয় প্রভৃতি রঙ্গীবসান দুর্গে নীত হইলে মহিষাদল রাজ্য মাহিষ্য রাজবংশের হস্ত হইতে কনোজ ব্রাহ্মণ রাজার হস্তে আসিল (মহিষাদল রাজবংশ—ভগবতী চরণ প্রধান প্রণীত)। এইরূপে তমলুক রাজ্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। পাঠান রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গোপসাগর ও হিজলী বা ভাটীর আধিপত্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে মোগল রাজত্বের প্রাক্কালে মহিষাদল অঞ্চলও বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। রাজা তোড়লমল তমলুক রাজ্যকে উড়িষ্যা বিভাগের জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মুরশিদকুলী খাঁ বাঙ্গলা সুবার অন্তর্গত করিয়া জমিদারী "মহিষাদল ও তমলুক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

মুরশিদকুলী খাঁর আমলে মোগল-প্রভুত্ব বাঙ্গলা দেশের উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। "মুরশিদকুলী খাঁ এমন প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে, ত্রিপুরা, আসাম, কুচবিহার ও বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেন। কিন্তু তিনি কেবল ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৪০০০ পদাতিক রাখিয়াছিলেন।" (প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)। মুরশিদ রাজস্ব আদায় জন্য জমিদারগণকে বিশেষ কষ্ট দিতেন।

মুরশিদাবাদের প্রতাপ।

এই সময়ে ইংরেজ বণিকগণ এদেশে বাণিজ্য করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে ইংরাজগণকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এখন হইতে তাঁহাদের সে অসুবিধা দূর হইবার সুযোগ হয়। ১৬৯০ খৃঃ কলিকাতা নগরীর অন্তর্গত সুতানুটী নামক স্থানে যে আড়ত স্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সম্রাট্ ফেরকৃশিয়রের পীড়া প্রশমন করিয়া ইংরাজ ডাক্তার হামিল্টন সাহেব সেই সুতানুটী প্রভৃতি কয়েকটী মৌজা ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে মারহাট্টাগণ বাঙ্গালা দেশে বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তখন বাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ও বর্গীর উৎপাত।

এই মারহাট্টাগণের উৎপাত ও অমানুষিক অত্যাচার কিরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আজিও বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণের স্মৃতিপথে উদিত হয়। এখনও "বর্গী এল দেশে" এই কথায় ভীতির সঞ্চার হয়। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গলা দেশের রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ কর এবং সমগ্র উড়িষ্যা বিভাগ প্রদানপূর্ব্বক "বর্গীর হাঙ্গামা" নিরস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে এই অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল ছিল। তমলুক-রাজগণ তখনও একেবারে হীনবল হন নাই। বর্গীর অত্যাচার দমন করিবার জন্য তমলুকরাজ রাজা কমলনারায়ণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য করিয়াও প্রজাবর্গের সুখ শান্তি বিধান ও প্রাণরক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই। *

শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ এবং মারহাট্টাগণের উৎপাতের সুযোগে ইংরাজগণ কলিকাতা নগরীর ও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গলা দেশে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারগণ কিয়ৎ পরিমাণে বাধা প্রদান করিলেও নবাব আলিবর্দ্দি

খাঁ ইংরাজগণকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বর্গীর হাঙ্গামা প্রশমনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—ইংরাজগণের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়াও বাধা দেন নাই। তিনি বলিতেন,—"স্থলের অগ্নি নির্ব্বাণ করা কঠিন ; জলে আগুণ লাগিলে কে নিবাইবে ?"

সিরাজ-উদ্দৌলা

আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ্দৌলা বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন। তিনি ঔদ্ধত্যবশতঃ ইংরাজগণের সহিত বিবাদ করেন এবং নানা অত্যাচারে দেশের নেতৃবর্গের বিরাগভাজন হয়েন। এদেশে তখন এরূপ অশান্তি বিরাজ করিতেছিল যে, ভগবান ন্যায়বান্ সমদর্শী ইংরাজগণের হস্তে এদেশের শাসনদণ্ড প্রদান করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

এই অশান্ত অবস্থার কালে মির্জ্জা দিদার আলি বেগ তমলুক রাজ্যের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন এবং বলপূর্ব্বক গড় পদুবসান অর্থাৎ তমলুক রাজগড় অধিকার করিয়া বসিলেন। এ দিকে পলাশী প্রাঙ্গণে ইংরাজগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে প্রতিশ্রুত প্রস্তাব অনুসারে মীরজাফর বাঙ্গলার নবাব হইলেন, কিন্তু ইংরেজগণই প্রকৃতপক্ষে এদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই সময়ে এদেশে যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। সেই বিপ্লবের কালে মির্জ্জা দিদার আলিবেগ এই জমিদারী শাসন করিয়াছিলেন।

মির্জ্জা দিদার আলি বেগ

পূর্ব্বে অতি বৃষ্টি আদি হইলে কাশীযোড়া পরগণার জল পড়িয়া তমলুক জমিদারীর ক্ষতি করিত ; তাহা নিবারণোদ্দেশ্যে মির্জ্জা সাহেব তমলুক পরগণার পশ্চিম সীমান্তে একটী বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত 'খোজার বাঁধ' নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইঁহার চেষ্টায় কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করায় তমলুকে মুসলমানের বস্তী

হইয়াছে। তিনি মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে জমিদারীর আয় হইতে যে টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তমলুকরাজ সেই টাকার ব্যয়-ভার বহন করিয়া আসিতেছেন।

১৭৬৭ খৃঃ অব্দে মির্জ্জা সাহেবের মৃত্যু হইলে গড়েই তাঁহার সমাধি হয়, তাহা আজিও রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারের পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান আছে। কালের বক্ষে ইতিহাসের একটী মর্ম্মস্পর্শী চিত্র প্রকটিত রহিয়াছে।

যে আর্য্য রাজবংশ তাম্রলিপ্ত-রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়া সুদীর্ঘকাল নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের রণতরী সমগ্র ভারতসাগর এককালে রক্ষা করিয়াছিল, যাঁহাদের রাজছত্রের শান্ত ছায়ায় সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গলা এককালে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, যাঁহাদের প্রবল প্রতাপে বহিঃশত্রু মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত, আজ বিধির অলঙ্ঘনীয় বিধানে তাঁহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া পড়িয়া পরিশেষে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। হায় কোথা সেই প্রতাপ! কোথা সেই রাজ্যশৃঙ্খলা! কোথা সেই সরল রাজনীতি! কালের অনন্ত গর্ভে সমস্ত বিলীন হইয়াছে!!

নবম অধ্যায়।

ইংরাজ-শাসনকাল।

মুরশিদাবাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশী-রণ-প্রাঙ্গণে ভাগ্য-পরীক্ষায় জয়লাভ করতঃ ইংরাজগণই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে কয়েক বৎসর নানা গোলযোগের পর ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্লাইব ১৭৬৫ খৃঃ হইতে ১৭৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তখন মীরজাফরের পুত্র নাজিম উদ্দৌলা নামে মাত্র মুরশিদাবাদের নবাব ছিলেন। লর্ড ক্লাইব যে শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে নবাবের কর্ম্মচারিগণের হস্তে বিচার ও শাসন অর্থাৎ ফৌজদারী ক্ষমতা এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। এই রূপ ব্যবস্থার ফলে পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর দেশে বিষম বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংশ গবর্ণর হইয়া সে প্রথার পরিবর্ত্তন করেন।

লর্ড ক্লাইব

১৭৬৭ খৃঃ অব্দের মির্জ্জা দিদার আলিবেগে মৃত্যুর পর রাজা কমলনারায়ণের মাতা অর্থাৎ রাজা নরনারায়ণের মহিষী রাণী সন্তোষপ্রিয়া এবং রাজা কৃপানারায়ণের মহিষী রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া উভয়ের আবেদনে ইংরাজ গবর্ণর ও মুরশিদাবাদের নবাব সাহেব পরামর্শ পূর্ব্বক তমলুকরাজ্য উক্ত রাণীদ্বয়ের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। এই রূপে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক প্রাচীন গৌরবান্বিত বংশের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত

হইতে দেখিয়া সকলেই সুখী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই হইতেই তমলুক-রাজবংশ কোম্পানী বাহাদুরের প্রজা হইতে চলিলেন।

দেওয়ান নন্দকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

রাণীদ্বয়ের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তৎকালীন নবাব সরকারের প্রধান কর্ম্মচারী বিখ্যাত দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ যত্ন ও সহানুভূতি ছিল। তাঁহাদেরই উদ্যোগে নবাব বাহাদুর বা ইংরাজ গবর্ণরের বিশেষ দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য রাণীদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ দেওয়ান (মহারাজ!) নন্দকুমারকে ছয়খানি ও গঙ্গাগোবিন্দকে আটখানি গ্রাম প্রদান করেন। তাহা আজিও তমলুক জমিদারীর দক্ষিণাংশে তালুক বাসুদেবপুর ও তালুক গোপালপুর নামে বর্ত্তমান আছে। দেওয়ান নন্দকুমার বাসুদেবেপুর তালুকে একটী হাট বসাইয়াছিলেন তাহা 'নন্দকুমারের হাট' নামে অভিহিত ছিল। ঐ হাটের নামানুসারে ঐ স্থান আজও "নন্দকুমার" বলিয়া বিখ্যাত আছে। মহারাজ নন্দকুমারের উত্তরাধিকারিগণ উক্ত তালুক বাসুদেবপুর হস্তান্তর করায় এক্ষণে মহিষাদল-রাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। তালুক গোপালপুর গঙ্গাগোবিন্দের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করিতেছেন। মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতি ভারতবর্ষবাসীরা কখনই মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না! তাঁহার শোচনীয় জীবনী ভারত-ইতিবৃত্তে চিরগ্রথিত থাকিয়া ভারতবাসীর শোকাশ্রু প্রবাহিত করিবে। তমলুক-রাজবংশধরগণও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাশিখা পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতির স্মৃতি পোষণ করেন।

রাণীদ্বয় সমভাবে তমলুক জমিদারী উভয়ে ভোগ করিতে লাগিলেন। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া বহিচবেড়ে গড়ে ও রাণী সন্তোষপ্রিয়া তমলুক (পদুবসান) গড়ে বাস করিতেন। রাণী সন্তোষপ্রিয়া আনন্দ নারায়ণ রায়কে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

এই সময়কার দেশের অবস্থা আলোচনা করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে অব্দে রাণী সন্তোষপ্রিয়ার মৃত্যু হয়, ঐ অব্দে বাঙ্গলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল—বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া উহাকে অদ্যাপি লোকে "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" বলে। পুণ্যশীলা রাণী প্রজাবর্গের আর্ত্তনাদে ও দেশের দুঃখদৈন্যে মর্ম্মাহত হইয়া অকাতরে তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দেশে শস্যের অভাবনিবন্ধন অনেকেই অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে দেখিয়া শোকে দুঃখে সন্তুদয়া রাণী জীবনলীলার শেষ করেন। "ইংরেজ তখন বাঙ্গলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য-কুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"—মহম্মদ্ রেজা খাঁ তখন বাঙ্গলার দেওয়ান অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার অত্যাচারে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত। দেশে চুরি ডাকায়তী প্রভৃতি বহুবিধরূপে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। মুশলমান রাজলক্ষ্মী ক্রমে শ্রীহীনা ও অলঙ্কারচ্যুতা হইতেছেন এবং তদপেক্ষা অধিকতর জ্যোতির্ম্ময়ী আর একটী রমণী সেই সমস্ত রত্নালঙ্কারে পরিশোভিতা হইতেছেন—এ দৃশ্য মর্ম্মস্পর্শী!

ছিয়াত্তরে মন্বন্তর।

রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক পুত্র রাজা আনন্দনারায়ণ রায় তমলুকের সিংহাসনে বসিয়া ১৭৭১ খ্রীঃ হইতে ১৭৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৭১ খ্রীঃ রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া নালিশ করিয়া তাঁহার অর্দ্ধাংশ জমীদারীর এক আনা অংশ বাহির করিয়া লইয়া ৷৴০ আনা অংশের অধিকারী হয়েন।

তমলুক নগরে বর্গভীমাদেবীর অবস্থান হেতু পীঠস্থানের নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কেহ প্রতিমা করিয়া দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবী পূজা স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারেন না। রাজাদের দুর্গোৎসবাদি দেবীপূজা আবহমানকাল সেইজন্য বইচবেড়ে গড়ে হইয়া আসিতেছে। রাজা আনন্দ নারায়ণের সহিত মনের অনৈক্যবশতঃ রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহাকে গড়ে পূজা করিতে না দেওয়ায় রাজা বাহাদুর মেপেলটন সাহেবের অনুমতি লইয়া গড়ে পূজাধিকার পাইবার জন্য গবর্ণর সমীপে দরখাস্ত করেন। "রেগুলেটিং এক্ট" (সুশৃঙ্খলাবিধানার্থ ব্যবস্থা) অনুসারে বাঙ্গলার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংশ তখন ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরাল। মুরশিদাবাদের নবাবের হস্ত হইতে তিনি তখন দেশের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন—কোম্পানীই তখন বাঙ্গলার রাজা। ইংরাজ গবর্ণর সমুচিত বিচার করিয়া পদাতিগণ দ্বারা রাজাকে গড়ে অধিকার দেওয়ার আদেশ করিলেন। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের পদাতিগণ গড়ে দখল দেওইবার জন্য উপস্থিত হইলে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার দুর্দান্ত অবোধ ভৃত্যগণ কালপ্রভাবে রাজবংশের প্রভুশক্তি যে অন্তর্হিত, তাহা না বুঝিয়া তরবারি-আঘাতে কোম্পানীর পদাতিকগণকে হতাহত করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

ইংরাজ কোম্পানীর পদাতি সৈন্য সহ যুদ্ধ।

এই দুর্নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল,—রাণীর রাজ্যাংশ গবর্ণরের আদেশে কোম্পানীর খাস হইল; ইহা ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়। এইরূপে তেজস্বিনী রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার অধিকার কালে রাজশক্তির শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়—গড়ের কামান ইত্যাদি কোম্পানী বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন। পরে রাজা আনন্দ নারায়ণ সমস্ত জমিদারীর মালিক হইয়া গবর্ণমেণ্ট সহ দশশালা বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে বার্ষিক ১০,০৫,৫১৭৷৶৩ দশ

লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ শত সত্তর টাকা তিন আনা তিন পাই* সদর জমা ধার্য্যপূর্ব্বক তমলুক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কবুলিয়ত লিখিয়া দেন। (Certified copy of Kabuliat executed by Raja Ananda Narayan Roy of Tamluk) রাজ্য রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট রাজাকে কয়েকটী কামান প্রত্যর্পণ করেন, তাহা এখনও বঁইচবেড়ের গড়ে বর্ত্তমান আছে।

গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ সমগ্র বঙ্গদেশ কয়েকটী জেলায় বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক এক জন কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তমলুক জমিদারী মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরীর অধীন ছিল না। মুসলমান শাসনকালে হুগলীর দেওয়ানীর অধীন ছিল, কিন্তু কোম্পানীর শাসনকালে তমলুকে এক জন এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজস্ব আদায় করিতেন। বিচার ক্ষমতা তমলুকরাজের হস্তে ছিল। রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দেই পরলোক গমন করিলে ১৭৯৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে তমলুক জমিদারী মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।*

ওয়ারেণ হেষ্টিংশ।

এই সময়ে বাঙ্গলাদেশের বিবিধ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পুরাতন শৃঙ্খলা শিথিল হইয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে কত

* Hunter's Bengal MS. Records:—"5940. Letter from Collector of Midnapur reporting that he has received charge of collections of mahals under the Salt Agent at Tamluk. July 8 (1796) No. 10"—Page 227.

নবীন ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। প্রাচ্য সভ্যতার পার্শ্বে পাশ্চাত্য উন্নতি আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান শাসনে বাঙ্গালীর অন্তঃকরণ যে মলিনতাপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইয়াছে। সুযোগ্য শাসন-কর্ত্তার হস্তে পড়িয়া বাঙ্গালীরা পুনঃ উন্নতিমার্গে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়াও রাজা আনন্দনারায়ণ রায় তদীয় পূর্ব্বপুরুষ-গণের প্রাচীন কীর্ত্তির রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। মোগল-শাসন সময়ের পূর্ব্ব হইতে তমলুক-রাজপরিবারে যে গৃহবিবাদ চলিয়া আসিতেছিল তাহা রাজা আনন্দ নারায়ণ রায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। তাহার উপর দশ বৎসর কাল ভিন্নধর্ম্মা মির্জ্জা সাহেবের হস্তে রাজ্য ছিল। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন দেব-মন্দিরাদি সংস্কারাভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—রাজা আনন্দনারায়ণ প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—দেবতাসেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

যে সময় বাঙ্গলাদেশ ঘোর অশান্তিতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল; সিরাজ-উদ্দৌলার পরবর্ত্তী নবাবগণ ইংরাজ কোম্পানীর ক্রীড়নক হইলেও আপনাদিগের মধ্যে যে রাজশক্তি লইয়া টানাটানি করিতেছিলেন, সেই রাজশক্তি ভিন্নধর্ম্মী ও ভিন্ন জাতির একবারে হস্তগত হইতে দেখিয়া সেই অন্তঃসারহীন মূর্খ নবাবগণ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় এক একবার প্রকাশ পাইতেছিলেন; সেই বিপ্লবের সময়ে—ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের ঘোরতর দুর্ভিক্ষের ভীষণ হাহাকারের কালে—রাজা আনন্দ নারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসময়ে তদীয় মাতৃসদৃশা দয়াবতী পুণ্যশীলা আর একটী রমণী তখন মহিষাদলের রাজাসন অলঙ্কৃত

রাণী জানকী দেবী।

করিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী জানকী দেবী। আদর্শনীয়া রাণীর পদাঙ্ক আজও কালের বক্ষে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেবী সন্তোষপ্রিয়ার অন্তর্ধানে মহিষাদল ও তমলুক অঞ্চলের প্রজাবর্গ তাঁহার সদৃশা রাণী জানকী দেবীকে পাইয়াছিলেন। রাজা আনন্দ নারায়ণ রাণী জানকী দেবীর পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন, রাজাও তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। উভয়ে পরামর্শ পূর্ব্বক রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। রাণী জানকী যেমন বহু পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রাজা আনন্দনারায়ণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহিষীদ্বয়ও তদনুরূপ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

রাণী জানকী দেবী ও রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, চারিসহস্র বৎসর কাল যে মাহিষ্য-সেনানীগণের বীরদর্পে তাম্রলিপ্তরাজ্য রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, যাঁহাদের প্রতাপে এক কালে সমগ্র উড়িষ্যায় এবং সমগ্র ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালীদিগের বিজয়-নিশান উড়িয়াছিল, সেই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণের সন্তানগণ অতি অল্প দিনেই ইউরোপীয় যুদ্ধ-নীতিতে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে টিপু-সুলতান ও হায়দার আলির সহিত সমরে তাঁহারা যে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেল সার জন শোর তজ্জন্য তমলুকরাজকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া সম্মান করিয়াছিলেন। রাণী জানকী দেবীও তাঁহার ক্ষুদ্র রাজত্ব হইতে কোম্পানী বাহাদুরকে মান্দ্রাজ প্রদেশে "ভেলোর মিউটিনী" দমনার্থ বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্ণেল পাওয়েল সাহেবের সিপাহী সৈন্যের সহিত মিলিয়া সেনানী কুটের নায়কত্বে সেই সৈন্যদল রণপোত আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপথে মান্দ্রাজ গমন করিয়া অদম্য সাহস ও বীরত্বের পরিচয়

মাহিষ্য সৈন্যদল

প্রদান করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে সে কাহিনী বর্ণিত আছে।*

ইংরাজ কোম্পানী তজ্জন্য সেই সময়ে তমলুক অঞ্চল হইতে বাঙ্গালী যুবকগণকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পরে সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সেনা নির্ব্বাচিত করিয়া লইতেছেন।

ইংরাজ সেনানীর সমাধি

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গলা হইতে উড়িষ্যা প্রদেশে যাইতে হইলে তমলুক হইয়া যাইতে হইত। ইংরাজ রাজত্ব হইবার পরেও সাঁওতাল যুদ্ধ ও উড়িষ্যাজয়ের সময়ে কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্যসামন্তাদি এই খানে পৌছিয়া লালদিঘি নামক পুষ্করিণীর নিকটে সময়ে সময়ে দুই এক দিন অপেক্ষা করিতেন † এবং স্থলপথে মেদিনীপুর দিয়া গমন করিতেন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে বাঙ্গলার জলন্টিয়ার প্রথম সৈন্যদলের লেপ্টেনাণ্ট—আলেকজাণ্ডার ওহারা সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় খাট পুকুরের পূর্ব্বদিকে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়—উহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

তমলুকের দক্ষিণে সমুদ্র পূরিয়া ভূভাগের সৃষ্টি হইবার কারণ এতদঞ্চলের ভূমিতে মুসলমান শাসনকালে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। তৎপরে ইংরাজ-রাজত্ব কালে ১৭৮০ খৃঃ অব্দে মিঃ

* Military Despatch of Sir Eyere Coote to the Court of Directors and the Report of the Governor General to the Home Department, British Blue book of 1806-7 from the Records of the Financial Department Library of the Government of Bengal and the Imperial Government.

† See Hunter's Bengal Records, Vol. II page, 147.

"5006. Letter to Collector of Midnapur transmitting him orders of Govt. to afford every possible assistance to the 15th Battalian on its march to Tamluk. August 28 (1795).

আর্কডেকিন সাহেবের চেষ্টায় কোম্পানী বাহাদুর লবণোৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ করেন। লবণ বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় এই খানেই স্থাপিত হইয়াছিল।

লবণ-উৎপাদন।

এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখানে থাকিতেন। বৎসর বৎসর বিশ লক্ষাধিক মণ লবণ প্রস্তুত হইত। এতদ্দেশীয় কৃষক ও শ্রমজীবিগণ এই কার্য্যে বিশেষ উপকৃত হইত। ১৮৬২ খৃঃ অব্দ হইতে লবণ উৎপাদনের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। জমিদারীর প্রান্তস্থিত বহু জমিতে এই ব্যবসায়ের জন্য কৃষিকার্য্যের দ্বারা শস্য উৎপন্ন হইত না, এক্ষণে তৎসমুদায়ে চাষ আবাদ চলিতেছে।

যে সমস্ত জমিতে লবণ উৎপন্ন হইত, তাহা 'নিমকমহাল' বা 'জলপাই' নামে অভিহিত। যখন তমলুকরাজের নিকট হইতে ঐ সমস্ত ভূমি কোম্পানী বাহাদুর লইয়াছিলেন, তখন সরকার হইতে যে মাসহরা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত, তাহা তমলুক-রাজ বরাবর পান নাই। তাহা ব্যতীত পরবর্ত্তীকালে লবণ ব্যবসায় বন্ধ হইলে 'বোর্ড অব্ রেভেনিউ' হইতে যখন সেই জলপাই ভূমির নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত হইবার আদেশ হয়, তখন তমলুক রাজের বংশধরকে তাহা প্রত্যর্পণ করাও হয় নাই। রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় লবণ ব্যবসায়ে বহু টাকা আয় করিতেন, কিন্তু ইংরাজ কোম্পানীর অনুরোধে কেবল নির্দ্দিষ্ট মাসহরা ১৪৬৯১৷৴৹ সিক্কা টাকা পাইবেন এই আশ্বাসে উক্ত মহাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন (পরিশিষ্টে জলপাই-ভূমির কথা দ্রষ্টব্য)।

রাজা আনন্দ নারায়ণ রায়ের দুই স্ত্রী, কাহারও সন্তান না হওয়ায় জ্যেষ্ঠা রাণী হরিপ্রিয়া শ্রীনারায়ণকে ও কনিষ্ঠা রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উভয়ে রাজা ছিলেন। ১৮২১ অব্দে শ্রীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ রায় সমগ্র রাজ্যের রাজা হয়েন। তিনি

অত্যন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তাঁহার অনিয়মিত

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ

ব্যয়বাহুল্যে ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে রাজবংশ তৎপরে শ্রীহীন ও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বিমাতা (রাজা আনন্দ নারায়ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী) রাণী হরিপ্রিয়া তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বঁইচবেড়ে গড়ে গমনপূর্ব্বক রুদ্রনারায়ণ রায়কে পুনর্ব্বার পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। বিমাতা ও তাঁহার পোষ্য পুত্রের সহিত নানা প্রকার বিবাদসত্বেও ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। তৎপরে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি মতে রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় অর্দ্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। অতঃপর পরস্পর বিবাদে রাজ্য ১৮৪৬ ও ১৮৪৮ অব্দে তাঁহাদের হস্তভ্রষ্ট হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক্ষণে ননীলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অর্দ্ধাংশ এবং মহিষাদলের রাজা অর্দ্ধাংশ অধিকার করিতেছেন।

রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ রায়ের রাজত্ব কালেই এই রাজ্যের শেষ স্ফুলিঙ্গ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই রাজার হস্ত হইতে রাজ্যের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন। কামান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়াছেন। গড়ের উপরেই পুলিশের থানা বসাইয়া দিয়াছেন। ইঁহারই রাজত্ব কালে এই সহরে ১৮৫১ খৃঃ এলেন সাহেব প্রথম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। পূর্ব্বেই ১৮৪৫ খৃঃ মুন্সেফী আদালতের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এবং রাজ্যের বা প্রজাবর্গের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার দিকে অমনোযোগিতার কারণ, রাজ্য, রাজসম্মান সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দীনভাবে তাঁহার সন্তানবর্গ এখন তমলুক গড়ে অবস্থান করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লবণ-বিভাগের কার্য্যোপলক্ষে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণের সর্ব্বদা যাতায়াত ঘটিত। তদ্ব্যতীত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

মুন্‌সেফ প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণেরও আগমন হইতে লাগিল। এই সময়ে এই রূপে এই সহরে ইংরাজী বিদ্যাচর্চ্চায় প্রথম চেষ্টা হইতে থাকে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে হাঁসপাতাল চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন সভ্যতার পার্শ্বে আধুনিক উন্নতি ক্রমশঃ আসন পরিগ্রহ করিয়া তমলুকবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রীতির উদ্রেক করিয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যিনি বাঙ্গলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় সুধা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা গৌড়জন নিরবধি আনন্দে পান করিতেছেন, সেই অমর-কবি, বাণীর বরপুত্র, ক্ষণজন্মা সুধীবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৈশোর-জীবন (তাঁহার জন্ম—১৮২৪ খৃঃ ২৫ শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ ১২৩০ সাল) এই তমলুক রাজ-প্রাসাদে অতিবাহিত হইয়াছিল*। তিনি যে মর্ত্ত্যে স্বর্গীয় নন্দন-কাননের রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অণু-পরমাণুর সহিত যে এই নন্দন-কানন-সদৃশ প্রাচীন পুরাণপ্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র তাম্রলিপ্তের ও

---

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। (চতুর্থ সংস্করণ ৬৩ হইতে ৬৭ পৃষ্ঠা ও ১০৯ পৃষ্ঠা)

"মধুসূদন তাঁহার পিতার সঙ্গে, তাঁহার কোন পিতৃবন্ধুকে দেখিবার জন্য মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুক গিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি তমলুক হইতে লিখিত। মধুসূদন ইহাতে তাঁহার কতকগুলি কবিতা Blackwood's Magazine নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন।"—৬৩ পৃষ্ঠা।

"তিনি তমলুক ত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। তমলুক সমুদ্র হইতে অবিদূরে অবস্থিত। তমলুক গমনের পথে ইংলণ্ডগামী অর্ণবপোতসমূহ দর্শন করিয়া মধুসূদনের বালক-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—

"I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but Gour, there is one consolation for me, I am nearer that sea which will perhaps see me at a period—which I hope is not far off—ploughing its bosom for England's glorious shore. The sea from this place is not very far ; what a number of ships have I seen going to England !—১০৯ পৃষ্ঠা।

গৌরবমণ্ডিত তাম্রলিপ্ত-রাজবংশের প্রীতিপ্রফুল্ল দৃশ্যের সাদৃশ্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মহামতি মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত (কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল) মহাশয়ের সহিত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। যখন মধুসূদন বিলাত গমনের নিমিত্ত বিশেষ উত্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের হস্তে সমর্পণ করেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বহু যত্নে তাঁহাকে স্বীয় গড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের কৈশোর কাল তমলুক-রাজপ্রাসাদে অতিবাহিত হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৮৮০ খৃঃ অব্দে নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু হইয়াছে। রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়ও অপুত্রক পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় তমলুক রাজবংশের ৫৭ তম রাজা গড় পদুবসান বা তমলুক রাজবাটীতে এবং রাজা রুদ্র নারায়ণের পুত্র রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ রায় বঁইচবেড়ে গড়ে অবস্থান করিতেছেন। লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে অতিকষ্টে ইহাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। ত্রিসহস্রাধিকবর্ষব্যাপী রাজত্বকারী মহাপ্রাচীন রাজর্ষিবংশের অঙ্কুর রূপে রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের পুত্রদ্বয় কুমার হরেন্দ্র নারায়ণ ও কুমার যড়েন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে!—দয়াময় ইংরাজরাজ ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং বাহাদুরের স্নেহময় অঙ্কে আদরলাভ করিবার প্রার্থনা করিতেছে!!

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত

ভ্রান্তি-বিজয়।

(বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা)

মূল্য ১৲ টাকা, বাঁধাই ১।০ আনা।

বাঙ্গালা দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে—বৈদিক যুগ হইতে—যে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, এখনও যে তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন, পরবর্ত্তী কালে যে দ্রাবিড়, কনোজ, উৎকল প্রভৃতি দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন ও পূর্ব্বতন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অতীত ও বর্ত্তমান সামাজিক ইতিহাস যে কিরূপ গৌরবময়, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যগণের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিরূপে বাঙ্গালা-দেশে বৌদ্ধ-প্রাধান্য কালেও পার্থক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যতেজে আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ জনমেজয় মহাভারতীয় যুগের অব-সানে তাঁহাদিগকে সর্পযজ্ঞে আহ্বান করিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ যে কেবলমাত্র দ্বিজধর্ম্মী জাতির যাজন করিয়া আপনাদের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তাঁহারাই গৌড়াদ্য-বৈদিকব্রাহ্মণ

পরিশিষ্ট (৬)।

ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ-স্থাপন।

তাম্রলিপ্ত পূর্ব্ব ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রার প্রধান স্থান ছিল। এই বন্দরেই ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, চীন ও জাপান সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করিবার জন্য অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইত। তাম্রলিপ্তবাসী অংসখ্য বণিক, রাজপুত্র, মাহিষ্য বীর ও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণও সমুদ্রে অর্ণবপোতে গতায়াত করিতেন। Indian Shipping নামক গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"But by far the most important emporium of ancient Bengal was Tamralipta, the great Buddhist harbour of the Bengal sea-board. It is referred to in the *Mahawānsó* (ch. xix) as Tamalitta, and was probably meant by the author of *Periplus* when he spoke of "a great commercial city near the mouth of the Ganges, the trade of which consisted chiefly in cloths of the most delicate texture and extreme beauty." The place is of very great antiquity, and existed prior to the days of Asoka, for it figures even in the sacred writings of the Hindus. The Chinese pilgrim Fa-Hien, when he visited India in A. D. 399—414, found it a maritime settlement of the Buddhists. "There are twentyfour Sangharamas in this country," he says; "all of them have resident priests." After his residence there for two years he shipped him-

self on board a great merchant vessel which he found in the harbour of Tamluk, and putting to sea, they proceeded in a south-westerly direction, and catching the first fair wind of the winter season (i. e. of the N. E. monsoon), they sailed for fourteen days and nights, and arrived at Ceylon. Two hundred and fifty years later, a yet more celebrated pilgrim from China speaks of Tamluk as still an important Buddhist harbour, with ten Buddhist monasteries, a thousand monks, and a pillar by Asoka 200 feet high. It was "situated on a bay, could be approached both by land and water, and contained stores of rare and precious merchandise and and a wealthy population." And another Chinese traveller, I-Tsing, who followed Hiuen Tsang, thus wrote of the Bengal port: "Tamalipti is forty *yojanas* south from the eastern limit of India. There are five or six monasteries; the people are rich...............This is the place where we embarked when returning to China."[1]

তাম্রলিপ্তবাসীরা যে প্রাচ্যদেশে সমুদ্রে যাতায়াত করিতেন, তাহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। Indian Shipping প্রণেতা বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা ও উপনিবেশ-স্থাপনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গলার তাম্রলিপ্তবাসীরা যে সেই সমুদ্র-যাত্রায় অগ্রণী ছিলেন, তাহার

1 Takakusu's I-Tsing, xxxiii., xxxiv.

আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে তাঁহারা যববালীদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন*। Balfour তদীয় Cyclopædia of India নামক গ্রন্থে খ্রীঃ পূঃ ৭৫ অব্দে যবদ্বীপে কলিঙ্গদিগের উপনিবেশের কথা লিখিয়াছেন—"B. C. 75, an expedition left the ancient Kalinga kingdom and formed a colony in Java" (vol. ii, p. 481). তাঁহার মতে কলিঙ্গগণের দ্বারাই যবদ্বীপ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। Indian Shipping প্রণেতাও লিখিয়াছেন:—"As far back as the 75th year of the Christian era a band of Hindu Navigators sailed from Kalinga, and, instead of plying within the usual limits of the Bay of Bengal, boldly ventured out into the open limitless expanse of the Indian Ocean and arrived at the Island of Java. There the adventurous navigators planted a colony, built towns and cities, and developed a trade with the mother country which existed for several centuries." এলফিনষ্টোন সাহেব ঐ কথাই বলিয়াছেন যে, কলিঙ্গদিগের দ্বারাই যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃত হয়। কলিঙ্গগণই যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্রহ্মদেশের পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত লোকই ক্লীং অর্থাৎ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত—"But the term Kling or Kalen is used in Burma to designate the people of the west of Burma and the Hindu religion of the Javanese seems to have come from them.† কলিঙ্গ শব্দ দ্বারা

*Journal of A. S. B., Vol. III., No. 7.

† Cyclopædia of India by Balfour, Vol. II., p. 481.

পূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসী বা তাম্রলিপ্তবাসীদিগের ও বুঝাইত। তামিল ও মান্দ্রাজী-গণও কলিঙ্গ বা ক্লীং বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন *। কলিঙ্গদেশ গঙ্গা নদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল †। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন,—অধুনা গঞ্জাম প্রদেশের অন্তর্গত বংশধরা নদী যেখানে সমুদ্রে মিলিয়াছে, ঠিক সেই স্থানে যে কলিঙ্গপত্তন নামে একটী নগর আছে, ঐ নগরটীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টে প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের রাজধানী বলিয়া বিবেচিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের মতে বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরই প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গ নগর। বৌদ্ধ শাসন কালে অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গের উত্তরভাগ (উৎকল) মগধের অধীন ছিল, সেই সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য, বোধ হয়, বৈতরণী নদীর তট হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত এবং তৎপরবর্ত্তী কালে যখন উৎকল-সম্রাট্‌গণ গোদাবরী তট পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তখন এই কলিঙ্গ রাজ্য মান্দ্রাজ উপকূল পর্য্যন্ত, ‡ এমন কি এক সময়ে ভারতের দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হইয়াছিল।

Indian Shipping প্রণেতা আরও দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও মসলিপাটাম্ হইতেও সুমাত্রা ও যব দ্বীপে উপনিবেশীরা গিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—"Inscriptions also bear out the correctness of the connection between the Kalinga coast and Java which Java legends

---

* Indian Shipping, page 146 :—"Indians, moreover, of a higher grade, Madrassees, Tamils, etc, are also called Klings at Singapur."

† Indian Shipping, p. 144.

‡ Ibid. নব্যভারত—১৩১৭ ভাদ্র সংখ্যা।

ha ve preserved.[2] Besides, as Dr. Bandarkar has pointed out in his article on the eastern passage of the Sakas, certain inscriptions also show a Māgadhi element which may have reached Java from Sumatra, and Sumatra from the coast either of Bengal or Orissa. It is further observed, in the *Bombay Gazetteer*, that "the Hindu settlement of the Sumatra, was almost entirely from the east coast of India, and that Bengal, Orissa and Masulipatam had a large share in colonizing both Java and Cambodia"[4] বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা হইতে হিন্দুগণ সুমাত্রা দ্বীপে ও সুমাত্রা দ্বীপ হইতে যবদ্বীপে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গের তাম্রলিপ্তের অধিবাসিগণই অধিকসংখ্যক যবদ্বীপে উপনিবেশী হইয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই সাত শত সঙ্গী লইয়া বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন।

যব দ্বীপকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে—এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত—বিস্তৃত হইয়াছিল। বালীতে সতীদাহ প্রথা, ইষ্টকালয়নির্ম্মাণ প্রভৃতি এমন সকল হিন্দু রীতি দেখা যায়, যাহা যবদ্বীপে অপরিজ্ঞাত। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুগণ ভারত হইতে বরাবর বালীতে আগমন করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক আবার মনে করেন যে, ভারত ও যবদ্বীপ উভয় দেশ হইতেই হিন্দুগণ বালীতে উপনিবিষ্ট হইয়া পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে। ভারত মহাসাগরীয়

2. Indian Antiquary, v. 314, vi. 356; referred to in the *Bombay Gazetteer*, Vol. i., Part I., p. 496.

3. *Journal*, Bombay Branch of R.A.S., xvii.

4. Vol. i, Part. i. p. 493.

দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালী দ্বীপেই প্রাচীন কালের আদর্শ বিশেষরূপে বিদ্যমান। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বীরবাহিনী এইরূপে ভারত সাগরীয় দ্বীপমালায় হিন্দু জাতির বিজয়-পতাকা উড্ডান করিয়া তথায় হিন্দু-সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের অত্যুজ্জ্বল প্রতাপ-রবির বিকীর্ণ রশ্মিমালায় প্রাচ্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পুর্ব্বে—ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপনের পুর্ব্বে—কলিঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ উপকূলেও তাম্রলিপ্ত বাসীরা উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন। তাম্রলিপ্ত হইতে কলিঙ্গ দেশ হইয়া তাঁহারা ভারতের দক্ষিণ-সাগরতীরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা হণ্টর, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন যে, তমলুক-মেদিনীপুর প্রদেশের অধিবাসীরা গঙ্গারাঢ়ী বলিয়া পরিচিত ও তাঁহারা কলিঙ্গ দেশে বসতি বিস্তার করিয়া ছিলেন। 'গৌড়রাজমালা' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—"ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, গঙ্গানদী 'গঙ্গারিডই' দেশের পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। 'গঙ্গারিডইগণের' অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশী রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই। বাঙ্গলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাহা এখন 'রাঢ়' নামে অভিহিত। * * * প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গানদীর শেষভাগ 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ' রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। * * * গঙ্গারিডির প্রধান নগর 'গঙ্গে' ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। * * * * 'পিরিপ্লাস ইরিথ্রিয়েরি' নামক [খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত] একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—'গঙ্গে' বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র,

এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানি হইত। * * * *
খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি লিখিয়া গিয়াছেন—"গঙ্গার মোহানা সমূহের সমীপবর্ত্তী প্রদেশে 'গঙ্গারিডি'গণ বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা 'গঙ্গে' নগরে বাস করেন।"—এই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা ভাগীরথীর উভয়তীরবর্ত্তী স্থান ও রাঢ় দেশ এবং তাম্রলিপ্তরাজের অধীন গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তী স্থান "গঙ্গারিডি" প্রদেশ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সমস্ত প্রদেশের অধিবাসিগণ গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ়ী বলিয়া কথিত হইতেন—এই হাওড়া, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে অদ্যাপি সামন্ত, হাজরা, সেনাপতি, দলপতি, দিক্‌পতি, বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র, রণঝম্প, গড়নায়ক, দৌবারিক, পাত্র, মহাপাত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র (বাঘ) প্রভৃতি বীরত্বসূচক উপাধি বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সেই প্রাচীন কালের বীরগণের সন্তানগণ এক্ষণে কেবল ব্যর্থ উপাধি বহন করিয়া প্রাচীন স্মৃতি জাগরূক রাখিতেছেন। ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে রোম-সম্রাটের নিকট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জগতকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। "মহাকবি ভার্জ্জিল [জর্জিক্‌স্ কাব্যের তৃতীয় সর্গের সূচনায়] লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্ম্মর প্রস্তরের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন এবং মন্দিরের দ্বার ফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্ত দ্বারা গঙ্গারিডিগণের যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।"—যাঁহাদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া মহাকবি ভার্জ্জিল বিমোহিত হইয়াছিলেন, সেই "গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ"—গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গা-রাষ্ট্রবাসিগণ—তাম্রলিপ্ত আখ্যায়ও আখ্যাত ছিলেন। মহাভারত এবং পুরাণাদিতেও 'তাম্রলিপ্ত' বলিয়া উল্লিখিত। বাঙ্গলার প্রাচীন তাম্রলিপ্তি রাজ্য হইতে তাঁহারাই সরাসর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ভারতের দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের তাম্মিল জাতি

প্রাচীন 'তাম্রলিপ্ত' জাতি হইতেই উদ্ভূত—তাম্রলিপ্ত শব্দের অপভ্রংশ বা পালিভাষার তামলিত্তি (তাম্রলিপ্তি) শব্দ হইতেই 'তামিল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত কনকসভাই পিলে মহাশয় তাঁহার "The Tamils Eighteen Hundred Years Ago" নামক গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"Most of these Mongolian tribes emigrated to Southern India from Tamalitti,[2] the great emporium of trade at the mouth of the Ganges, and this accounts for the name "Tamils" by which they were collectively known among the more ancient inhabitants of the Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to, along with the Kosalas and Odras, as inhabitants of Bengal and adjoining seacoasts in the Vayu and Vishnu Puranas. উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে ২৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—They were known as Tamils, most prabably because they had emigrated from Tamilitti (Tamralipti) the great sea-port at the mouth of the Ganges.[1]

---

2. The Pali form of Sanskrit Tamralipti. It is now known as Tamluk, and lies on a bay of the Rupnarayan river 12 miles above its junction with the Hughly Mouth of the Ganges. McCrindle's Ptolemy : 170

1. The Modern Tamluk on the Rupnarayan Branch of the Hoogly, 35 miles south-west of Calcutta. The Tamilittis or Tamraliptas are also mentioned as a separate nation inhabiting Lower Bengal in the Matsya, and Vishnu, and other Puranas.

ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরিচালিত (১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) 'প্রতিভা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সহিত তামিল ভাষার সম্পর্ক দেখাইয়া লিখিয়াছেন :—

"(১) কনকসভৈ পিলে প্রমুখ কতকগুলি তামিল পণ্ডিত বলেন, প্রাচীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত জাতি খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন চলিত বাঙ্গলায় তাম্রলিপ্তি, তামলিপ্তি এবং পালি ভাষায় তামলিট্টি নামে বিদিত ছিল ‡। তামিল শব্দ উক্ত তামলিট্টি শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তাম্রলিপ্‌টি হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে তামিলেরা যে সকল বাঙ্গলা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাড়ী, নাড়ী, হাঁড়ী, ভুঁড়ি প্রভৃতি তৎসমুদয়ের অবশেষ।

"(২) সিংহপুর রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা মহারাজ সিংহরাজের পুত্র বিজয় সিংহ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিলে কৃষ্ণা নদীর তীরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তত্রত্য বিজয়বাটিকা নগর তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। বিজয়বাটিকা এক্ষণে বেজোয়াড়া নামে পরিচিত। ইহা ইষ্ট্ কোষ্ট্ রেলওয়ে লাইনের একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। তথায় বিস্তর বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বিজয় সিংহ দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে যে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা তত্তদ্দেশে বহুদিন অখণ্ড শরীরে সজীব ছিল। ক্রমে তাহার বিস্তর রূপান্তর হইয়াছে।

‡ Tamils Eighteen Hundred Years Ago, pp. 46, 235.

"(৩) অন্ধ্র-ভৃত্যগণের বঙ্গবিজয় একটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। উক্ত ব্যাপারে জেতা ও বিজিতের মধ্যে ভাব ও ভাষা সম্পর্কে বিস্তর আদান প্রদান হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যোড় ও বল্লালগণের প্রাচীন প্রতাপ বঙ্গে বেলুড়, বেলুন প্রভৃতি গ্রামনামে আজিও দেখা যাইতেছে। *

"উপরি উদ্ধৃত কারণত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটীতে তামিলক দেশে প্রাচীন বঙ্গীয় ভাষার এবং তৃতীয়টীতে বঙ্গে তামিল ভাষার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যদি তামিল জাতি যথার্থই প্রাচীন তাম্রলিপ্তগণের বংশে উদ্ভূত এবং তাম্রলিপ্ত হইতে দক্ষিণ-সাগর তীরে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তামিল ভাষার উপর প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট স্বত্ব ও স্বামিত্ব অবাধে সাব্যস্ত হইতে পারে। অতীত জাতি গৌরবের ছায়াময়ী চিন্তায় স্পর্দ্ধিত না হইয়া বাঙ্গালী মাত্রের পণ্ডিত কনকসভৈ পিলের উক্ত মতের নিরপেক্ষ আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তথ্য নিরূপণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।"—(৭০ পৃষ্ঠা)।

Indian Shipping প্রণেতা কনকসভৈ পিলে মহাশয়ের The Tamils Eighteen Hundred Years Ago গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং পিলে মহাশয়ের মত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশ্রুজ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও 'প্রতিভা' পত্রিকায় পিলে মহাশয়ের উক্ত মতের সমর্থন করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্য এককালে সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সুদূর রোম পর্য্যন্তও যে বাঙ্গালীর রণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর

* Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 245-249

শেষার্দ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, * সেই বাঙ্গালীরা যে কলিঙ্গ দেশ হইয়া দক্ষিণ ভারতের উপকূলে বিস্তৃত হইয়াছিলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা সিংহল সুমাত্রা যব বালী প্রভৃতি দ্বীপে বিজয় নিশান উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত যে মান্দ্রাজবাসী তামিলগণের পূর্ব্ব-পুরুষগণের শোণিত সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পিলে মহাশয়ের মত ভ্রান্ত নহে—প্রাচীন বঙ্গের তাম্রলিপ্তগণের বংশেই তামিল জাতি উদ্ভূত হইয়াছে। করমণ্ডল ও চোল উপকূল হইতেই সেই তাম্রলিপ্তি বংশসম্ভূত আর্য্য জাতির বিজয় রণতরী ও বাণিজ্যপোত সমগ্র ভারতসাগরে গমনাগমন করিত। ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তামিল ভাষার গ্রন্থ এবং গ্রীক ও রোমান গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে বাণিজ্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন †। পিলে মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারা যায় যে, তামিলেরা বাঙ্গালা, ব্রহ্মদেশ যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন †। বঙ্গোপ-সাগরের সমগ্র পশ্চিম উপকূলে তাম্রলিপ্তবাসিগণ বিস্তৃত হইয়া ভারত সাগরীয় দ্বীপমালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কলিঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে ও দক্ষিণ ভারতের উপকূলে এবং যব, বালী ব্যতীত অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে যে হিন্দু সমাজ তাঁহারা গঠন করিয়া-ছিলেন, তাহা আর এখন প্রাচীন বঙ্গীয় আদর্শে বিদ্যমান নাই। যব বালীদ্বীপে কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যায় কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যববালীদ্বীপের হিন্দু-সমাজে চাতুর্বর্ণ্যাশ্রম পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ,

* গৌড়রাজমালা, ৩ পৃষ্ঠা।

† Indian Shipping, p. 143.

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এখনও বর্ত্তমান আছে*। গ্রেট্ ব্রিটন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে ক্রেডারিক সাহেব An Account of the Island of Bali শীর্ষক প্রবন্ধে যব বালি দ্বীপের হিন্দু-সমাজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গলার প্রাচীন হিন্দু-সমাজের আদর্শের সহিত তাহার সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায়। যব বা বালিদ্বীপে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় নাই, বাঙ্গলায়ও নাই ;— তথায় মাহিষ্য জাতিই ক্ষত্রিয়-পর্য্যায়ভূক্ত। "To the *Xatriyas* belong all those who bear the title of *Arya*, *K'bo* or *Mahisa*, and *Rangga*." (Journal of R.A.S., vol. x— 1878—p. 85)—বাঙ্গলা দেশেও আর্য্য কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যগণই সামরিক সম্প্রদায় বীর জাতি ও ক্ষত্রিয় স্থানীয় ছিলেন। ক্রেডারিক সাহেব আরও লিখিয়াছেন :—"In India the *Xatriyas*, the second caste, are, according to law, those who, alone, bear arms and defend the country. The princes are of this caste. But, in the present day, there are no longer any pure Xatriyas in India ; even the Rajputras of Rajasthan are not regarded as of pure extraction. The profession of arms has thus come into the hands of the whole people. The same thing has occurred in Bali. The rajas and their families, at least, are said to be Xatriyas, but this

*"We know from Crawfurd that the four Indian castes exist in Bali ; we will hereafter give reasons which seem to show that *caste has also existed in Java*"—Journal of R.A.S., vol. ix—1877— p. 106.

is but partially the case. The highest prince, the Deva Agung, is a Xatriya, but most of the other princes are of the third caste, the Wesyas. The Xatriyas no doubt came to Java only in small numbers. In Java, the Usana *Jawa* enumerates Xatriyas of *Koripan* (Panjis-seat) *Gaglang, Kediri* and *Janggala.* The chiefs of the court of *Jawa* or *Kediri*, who were Xatriyas, and Wesyas, are mentioned in the *Rangga Lawe.* This, the largest kingdom in Java, did not contain many Xatriyas ; they are called *Mahisa* or *K'bo* (*buffalo*, to indicate their strength) and *Rangga* (*Jav. ronggo*, which according to Lassen's Anthology must mean *minister*) ; * * * . These are all the Xatriyas who existed in the largest kingdom of Java. A particular sort of creese is attributed to each of them, and these creeses have crossed over to Bali through Majapahit." (Journal of R.A.S.—1877—vol. ix., p. 116). কলিঙ্গগণ দ্বারাই যবদ্বীপে হিন্দুদিগের উপনিবেশ-স্থাপনের কথাই জনশ্রুতিতে জানিতে পারা যায়। সেই "কলিঙ্গ" আখ্যাত বীরগণ বাঙ্গলা দেশের গঙ্গানদীর তীরদেশবাসিগণ ব্যতীত আর অন্য কোন প্রদেশের নহে, আমাদের বিশ্বাস। তখন ব্রহ্মদেশের পশ্চিমস্থ ও বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল ভাগস্থিত মানবগণকে "কলিঙ্গ" এই সাধারণ আখ্যায় অভিহিত করা ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদি নিবাসীদিগের অভ্যাস ছিল। সুতরাং এখনও যববালিদ্বীপে তদনুসারে কলিঙ্গদিগের বিজয় কাহিনীর ও হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের প্রবাদ চলিয়া

আসিতেছে। তাম্রলিপ্তবাসিগণও সেই অনুসারে কলিঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকিবেন। ফ্রেন্ডারিক সাহেবের বিবরণ পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দুগণই যববালিদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যদিও কলিঙ্গদেশ হইতেই হিন্দুগণ গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালার তাম্রলিপ্তের অধিবাসিগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। কেন না, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চল হইতেই হিন্দুরা কলিঙ্গ দেশে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন ও তাঁহারাই কলিঙ্গদেশ হইতেই ভারতসমুদ্রে সমরাভিযান করিয়াছিলেন। কলিঙ্গপট্টনম্ বা উড়িষ্যার চিল্কাহ্রদের নিকটবর্ত্তী সাগরতট অপেক্ষা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই তখন সমুদ্র-যাত্রার সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাইত। সেই যুগে তাম্রলিপ্তেরই প্রভাবপ্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং তথাকার বীরবাহিনী তৎকালীন প্রাচ্যজগতে অজেয় ছিল। মাহিষ্য বীরবাহিনীর সহায়তায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ নববিজিত ভারতদ্বীপমালায় চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রম ও আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বৈশ্যবণিকগণ অর্থকরী বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসার করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতির বিজয়বৈজয়ন্তী এইরূপে বহুকাল এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল। কালের বিচিত্র গতি! এখন তাহার স্মৃতিটুকুও হতভাগ্য বাঙ্গালী মানসপট হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে!! এখন এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ঠাকুরমার উপকথার ন্যায় অলীক কল্পনায় পরিণত হইতে বসিয়াছে!!!

দশম অধ্যায়।

কীর্ত্তিস্মৃতি।

তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের ঐতিহাসিক চিত্রে সুদূর অতীত যুগের অতুলনীয় গৌরব-স্মৃতি সন্দর্শন করিয়া হৃদয় উৎফুল্ল হয়। বাঙ্গালীর প্রাচীন গৌরবের লীলাক্ষেত্র বরনগরী তাম্রলিপ্তির অতীত ইতিহাসে ভারতের পুণ্যক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রের পবিত্র দৃশ্যে প্রাণমন পবিত্র হয়। আজিও তমলুক নগর সেই পরম পবিত্রতা বক্ষে ধারণ করিয়া আর্য্যভূমি পুণ্যময় আর্য্যাবর্ত্তের সুদূর প্রান্তে সাগরকূলে অনন্ত বিপ্লবরাশির বাধা অতিক্রম করতঃ বাঙ্গালীর হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চার করিতেছে। মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে, বৈদেশিক পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, বিখ্যাত প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের ইতিহাসে ও বিবিধ কাব্যে সেই তীর্থক্ষেত্র তাম্রলিপ্তের পবিত্র গাথা কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও বর্ত্তমানকালে অবস্থিত দেবদেবীর মন্দিরাদির বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালেই তাম্রলিপ্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

তীর্থক্ষেত্র তাম্রলিপ্ত

ব্রহ্মপুরাণে কপালমোচন তীর্থ সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষকে নিহত করেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ বশতঃ দক্ষের মস্তক মহাদেবের হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। মহাদেব তাহা কোন ক্রমেই করমুক্ত করিতে পারিলেন না। কি উপায়ে উহা মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার জন্ত তিনি দেবতাগণের পরামর্শ লইতে

কপালমোচন তীর্থ

উপস্থিত হইলেন। দেবতাগণ তাঁহাকে তীর্থযাত্রা করিবার যুক্তি প্রদান করেন। এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া দেবাদিদেব সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু দক্ষশিরঃ তাঁহার করচ্যুত হইল না। অবশেষে মহাদেব হিমালয়ের শিখরে বসিয়া বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মহাদেব বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"দেবতাগণের উপদেশে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও আমি এ ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইলাম না কেন?" ভগবান কহিলেন —"যেখানে গমন করিলে জীব ক্ষণকালে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, তোমায় সেই স্থানের মাহাত্ম্য বলিতেছি। ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাতীর্থ আছে, তাহাতে গূঢ়তীর্থ অবস্থিত আছে। সেখানে স্নান করিলে লোক বৈকুণ্ঠে গমন করে। অতএব তীর্থরাজের দর্শনে গমন কর *"। দেবাদিদেব তাহা শ্রবণ করতঃ তাম্রলিপ্ত অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বর্গভীমা ও জিষ্ণুহরি মন্দিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র সরসীনীরে স্নান করিলেন। স্নানান্তে দক্ষশিরঃ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল †। সেই অবধি ঐ স্থান কপালমোচন তীর্থ ‡ নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং তাম্রলিপ্ত একটী প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়।

---

* "অস্তি ভারতবর্ষস্থ দক্ষিণস্থাং মহাপুরী,
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থবরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সমাগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থরাজস্থ দর্শনার্থং মহাশয়ঃ।"—ব্রহ্মপুরাণম্।

† পুরীং প্রবিশ্যাম বিলোকনাশ্রয়ং জলাশয়াস্তজগাম সন্নিধিং।
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণতিং বিধায়চ স্পর্শাৎ শিরোভূমিতলং জগাম॥
ভ্রষ্টং শিরঃ সমালোক্য সর্ব্বঃ সর্ব্বগতিং হরিং।
প্রণম্য মনসা স্নাত্বা বিষ্ণুমূর্ত্তিমলোকয়ৎ॥—ব্রহ্মপুরাণম্।

‡ "কপালমোচন" তীর্থ ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত কপালমোচন তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে।

কালসহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোতোবেগে পূর্ব্বকথিত সরোবর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে জিষ্ণুহরির মন্দির ছিল, এক্ষণে সে স্থান রূপনারায়ণ-গর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জিষ্ণুহরির মন্দির ও ভীমাদেবীর মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক্ষণে কপালমোচন তীর্থের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথায় এখনও বারুণী উৎসবে পুণ্যসঞ্চয়কল্পে বহুজনসমাগম হইয়া থাকে। সকলেই তথায় অবগাহন করিয়া পবিত্র হয়েন। প্রতিবৎসর তমলুকে মকর-সংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, মহাবিষুব-সংক্রান্তি এবং অক্ষয়-তৃতীয়ার সময় মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবর্গভীমা দেবী একান্ন পীঠের অন্তর্গত না হইলেও অনেকে ইহাঁকে একটী উপপীঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্যান্য পীঠস্থানের ন্যায় ইহাঁরও নির্দ্দিষ্ট সীমার § মধ্যে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, রটন্তী, বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীপূজা আবহমানকাল নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কেহই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রতিমা করিয়া উক্ত দেবী পূজা করেন না। সকলেই বর্গভীমা দেবীর নিকটেই আপন আপন পূজা দিয়া থাকেন। আবশ্যক হইলে নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে গিয়া প্রতিমা করিয়া পূজা করিতে হয়। তমলুক-রাজগণ তজ্জন্য বরাবরই বঁইচবেড়ে গড়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দেবীপূজা করিয়া থাকেন।

দেবী বর্গভীমা

এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডোক্ত মায়াপুরে একটি, স্কন্দপুরাণের কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের কুরুক্ষেত্র মধ্যে একটী, প্রভাসখণ্ডের মতে প্রভাসতীর্থের মধ্যে একটী, রেবাখণ্ডে বর্ণিত রেবাতীরে একটী এবং উৎকলখণ্ডের মতে উৎকল দেশে একটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক তাম্রলিপ্ত যে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

§ উত্তরে পায়রাটুঙ্গী খাল, পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণে শঙ্কর-আড়া খাল, ও পশ্চিমে গড়-মরিচা খাল। রাজপ্রাসাদের উচ্চতম শিরে আরোহণ করিলে এই সীমা-

ভীমাদেবীর মূর্ত্তি একটী প্রস্তরে সম্মুখভাগ খোদিত করিয়া বাহির করা। ইহা উগ্রতারা-মূর্ত্তির অনুরূপ। এইরূপ প্রস্তরে কতকাংশ খোদিত মূর্ত্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁর ধ্যান পূজাদি যোগিনী তন্ত্র ও নীলতন্ত্রানুসারে হইয়া থাকে। বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মতভেদ ও নানাবিধ গল্প বা কিম্বদন্তী* প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন মহারাজাধিরাজ তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক, কেহ কেহ বলেন, ধনপতি সওদাগর কর্ত্তৃক এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই কিম্বদন্তীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার মন্দিরের ও মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা যে অতি প্রাচীনকালে হইয়াছিল তাহা নির্ব্বিবাদ সত্য।

রেখা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বদিকে রূপনারায়ণের প্রবল বীচিভঙ্গ ও অন্যদিক্‌চরে শ্যামল প্রাকৃতিক দৃশ্যে দর্শকের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়—পরক্ষণেই দিগন্তব্যাপ্ত রাজ্যসীমার বিস্তৃতি অনুভব করিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়, এবং তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদের ভগ্নদশা, গড়ের ভগ্নাবশেষ ও রাজ পরিবারের দীনতা স্মৃতিপথে উদিত হইলে দেহমনঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে।

* "নরপতি তাম্রধ্বজ-নিয়োজিত ধীবরপত্নী প্রত্যহ রাজসংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত। সে একদা একটী বনমধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল। দেখিল, পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাব অনুসারে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ সলিল গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবন প্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই বার্ত্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া ধীবর-পত্নীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটী বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটী দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

আরও অনেক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা বর্গভীমা দেবীর ও তাঁহার মন্দিরের প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্ব সূচিত হয় মাত্র। বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এই দেবীমন্দির বিদ্যমান আছে। অনেকে বলেন যে, বৌদ্ধযুগের পর এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

এই দেবীমন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব। তজ্জন্য এই মন্দিরকে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া এখানকার লোকে জল্পনা করিয়া থাকেন। ইহার বাহিরের গঠনপ্রণালী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় এবং ভিতরের গঠন বৌদ্ধ-বিহার সদৃশ। মন্দিরটী ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরবেষ্টিত— প্রাচীর ৬০ ফিট উচ্চ পত্তনের উপর ৯ ফিট্ প্রস্থ। ইহা পশ্চিমদ্বারী। যে স্থানে মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই স্থানটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বড় বড় প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া ৩০ ফিট উচ্চ বুনিয়াদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র স্থাপিত। মন্দিরটী চারিঅংশে বিভক্ত;—(১) বড় দেউল (দেবীমূর্ত্তি) (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ ও (৪) নাটমন্দির। তমলুকের নিকট পর্ব্বতাদি কিছু নাই, তথাপি বহুদূর হইতে বড় বড় প্রস্তর আনাইয়া এতাধিক উর্দ্ধে স্থাপন পূর্ব্বক এরূপ উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করা প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে শিল্প-নৈপুণ্যের কিরূপ চরমোন্নতি হইয়াছিল, তাহার বহুতর নিদর্শন ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবী বর্গভীমার মন্দির তাহার অন্যতম। যে আদর্শে বৌদ্ধশিল্পীরা ভারতে নানারূপ কীর্ত্তিস্মৃতি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ যে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ভিত্তির উপর সংগঠিত, তাহা বর্গভীমার মন্দির দর্শন করিলেই প্রতীত হয়। ইহা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে প্রাচীন মাহিষ্য রাজর্ষিবর্গের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্তের সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতি এই দেবীমন্দিরে বিজড়িত রহিয়াছে।

এই মন্দিরের সম্মুখে আর একটী ছোট মন্দির আছে, তাহাকে যজ্ঞ-মন্দির বলে। অনেকে অনুমান করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই উভয় মন্দির একটী খিলানের দ্বারা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে জগমোহন বলে। নাটমন্দিরে যাত্রাদি ও ছাগ বলিদান

ইত্যাদি হইয়া থাকে। তাহার পর সম্মুখে দেউড়ি। তাহার উপর নহবৎখানা। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পাকশালার গৃহাদি ও উত্তরে কুণ্ড অর্থাৎ পুষ্করিণী আছে। বেদীর নীচে সোপানাবলী এবং তাহার উত্তর ভাগে ভূতনাথ ভৈরব ও তাঁহার মন্দির বিদ্যমান।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তমলুক-রাজের প্রবল প্রতাপে দোর্দ্দণ্ড মারহাট্টাগণও স্তম্ভিত হইয়াছিল। যে দুর্ব্বৃত্তেরা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, সুন্দর সুন্দর নগর গ্রাম উদ্যান মন্দিরাদি বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহারাও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার প্রদানে ষোড়শোপচারে দেবীপূজা করিয়াছিল। এমন কি দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা-বিজয় অভিলাষে যখন এই অঞ্চলে আসিয়াছিল, তখন সেই পাপিষ্ঠও দেবীর পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করতঃ প্রীত হইয়া পারসিক ভাষায় দলিল লিখিয়া দিয়াছিল। উহা "বাদসাহী পাঞ্জা" বলিয়া দেবীর সেবকগণ নির্দ্দেশ করেন।

দেবী চিরদিনই রাজবংশের উপর সদয়া; তাঁহার মন্দির রূপনারায়ণ নদের তীরে রাজপ্রাসাদের অভিমুখীন অর্থাৎ রাজবাটী মন্দিরের পশ্চিম দিকে, মন্দিরও পশ্চিমদ্বারী—পশ্চাতে ভীষণতরঙ্গ রূপনারায়ণ নদ লহরীলীলায় অগ্রসর হইয়া বেগভরে গেঁয়োখালীর নিকটে ভাগরথী নদীকে আলিঙ্গন করিতেছে। কথিত আছে, ভীম তরঙ্গাঘাতে পাছে দেবীমন্দির বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য নদীর বেগমান স্রোতঃ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মস্তক অবনত করতঃ নীরবে মন্দিরের গাত্র স্পর্শ করে। ইহা অত্যধিক আশ্চর্য্যের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবীর এতাদৃশ অনুগ্রহ সত্ত্বেও কালে তাম্রলিপ্তের শৌর্য্য, বীর্য্য, শিল্প, বিজ্ঞান, জ্ঞান-বিদ্যা-সভ্যতা সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

দেবীর সেবার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা আছে। রাজপ্রদত্ত বহুশত

বিঘা নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব হইতে এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ দেবার নিত্য-নৈমিত্তিক পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ ও তাম্রধ্বজের প্রসঙ্গ, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করণ ও শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সহ যুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

জিষ্ণুহরি।

জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে ও কাশীরাম দাসের মহাভারতে ঐ ঘটনা নর্ম্মদানদী-তীরে রত্নাবতী-পুরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রত্নপুর বা রত্নাবতী পুরী এই নাম এখনও তমলুকে প্রচলিত আছে! তাহা ছাড়া "জিষ্ণুহরি" দেবতাদ্বয় ভারতে আর কোন প্রদেশে বিদ্যমান নাই, এমত অবস্থায় পাঠকগণ যে ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হইতে পারেন, হইবেন। পরম বৈষ্ণব রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একখণ্ড প্রস্তরে উভয়ের মূর্ত্তি খোদিত করাইয়া স্থাপন করেন। সেই প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণ-গর্ভে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির তমলুক-রাজগণ কর্ত্তৃক চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাঁদের সেবার জন্য তমলুক-রাজগণ বহুপরিমাণ নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন *। এই দেবতাদ্বয়ের পূর্ব্বতন মন্দির কালের প্রবাহে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেবতাদ্বয়ের মূর্ত্তি ও তাঁহাদের সেবার সুবন্দোবস্ত সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় প্রচলিত রহিয়াছে। এই দেবতাদ্বয় প্রাচীন মহাভারতীয় যুগের স্মৃতি জাগরূক করিয়া রাজর্ষিকল্প পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজবংশের পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতার স্রোতঃ ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবাহিত করিতেছেন এবং

* তমলুকের দক্ষিণ রাউতাড়ি গ্রামে বার্ষিক প্রায় চারি পাঁচ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি হইতে প্রত্যহ একমণ চাউল অন্নভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং ৩৬৫/০ বিঘা সম্পত্তি হইতে প্রত্যহ ক্ষীরভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ভবিষ্যৎকালীন মানবগণের হৃদয়ে প্রাচীন আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত জগতের বক্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই পবিত্র দেবমন্দিরে পদার্পণ করিলে ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কতই কথা মনে উদিত হয়, তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বৈশ্বর্য্যের কতই ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন হয়, আর্য্যসন্তান ভিন্ন কেহই তাহা অনুভব করিতে পারেন না! কোথা সেই রাজর্ষিপ্রবর ময়ূরধ্বজ! কোথা সেই বীর-পুঙ্গব তাম্রধ্বজ! কোথা সেই প্রাচীনতম যুগ—যে যুগে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় বীরগণের লীলানিকেতন তাম্রলিপ্ত পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল!!

জিষ্ণুহরির প্রাচীন মন্দিরের ন্যায় আরও কত শত শত মন্দিরাদি কালের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের স্মৃতিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে দেবী বর্গভীমা ও জিষ্ণুহরি মন্দিরদ্বয় ব্যতিরেকে রামজী, জগন্নাথজী ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভৃতি দেবতাগণের মন্দিরাদি বর্ত্তমান আছে।

রামজী

রাজা আনন্দনারায়ণ রায়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী রাণী হরিপ্রিয়া রামজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ভূম্যাদি দান করিয়াছেন। ১২৮৭ সালে ১৪ই পৌষ বুধবারে গ্রহণ-কালীন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও রাণী রাধাপ্রিয়া স্বামীস্ত্রীতে তমলুক পরগণার কাগগেছে-নিবাসী ভগবতী দীক্ষিত মহাশয়কে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। তমলুকের ষট্‌চত্বারিংশৎ রাজা শ্রীমন্তরায় জগন্নাথজীর মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। রাজা আনন্দনারায়ণ রায় তাঁহার এক অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

জগন্নাথজী

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাসুদেব ঘোষ নামক জনৈক সহচর প্রভুকে

পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ১৪৫৫ শকাব্দে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বাসুদেব অত্যন্ত শোকাকুল হন। এখানে আসিয়া মহাপ্রভুর মূর্ত্তিস্থাপন করাইয়া তাঁহার শিষ্য মাধবীদাসকে সেবাদির ভারার্পণ করেন এবং তীর্থ-পর্য্যটন পূর্ব্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তৎপরে তমলুক, কাশিযোড়া, ময়না, দরো, জলামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি রাজগণ ও জমিদারবর্গ ইহাঁর সেবাদির জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ১১৯০ সালে এলেন সাহেব এই মহাপ্রভুর সেবার জন্য এত অধিক পরিমাণ সম্পত্তি প্রদত্ত দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও সেবাদির সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য মন্দিরে এক এক জন মোহান্ত নিয়োজিত হন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে মন্দিরের চত্বরে তাঁহাদিগের সমাধি দেওয়া হয়। এতাবৎ ৮ জন মোহান্ত গত হইয়াছেন; তাঁহাদের সমাধি বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান মোহান্ত নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী। ইহাঁর মন্দির তমলুকের রাণী হরিপ্রিয়া দেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম সময়ে রাজা আনন্দনারায়ণ রায় ধ্বংসোন্মুখ দেবমন্দিরাদির পুনঃসংস্কার করাইয়াছিলেন এবং রাজবাটীতে দুইটী বিগ্রহস্থাপন পূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন—রাধাবিনোদ ও রাধারমণ জীউ। নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী শ্রীমতী রাধিকামূর্ত্তির পাদদেশে খোদিত আছে:—

(১) নৃপানন্দনারায়ণ দণ্ডপাণৌ্য কৃপোদ্ধার সংসারসারং নিধিম্।
স্ব সেবাং স্বকীয় প্রিয় প্রীতিযুক্তাং প্রদেহীশ বারিকুচিত্রাভিবারৈঃ॥

(২) গান্ধর্ব্বে গুরুগম্ভীরাদ্ গায়ত্রীং ভবসাগরাৎ
উদ্ধৃত্যা যুঙ্ক্ষ্ব সেবায়াং রামনারায়ণবনাম্॥

এই বিগ্রহের সেবার জন্য রাজা আনন্দনারায়ণ রায় বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

রাজা আনন্দনারায়ণ রায় পণ্ডিত স্বার্থকরাম চক্রবর্ত্তীকে ১১২/০ বিঘা জমি ও সাত শত টাকারও উপর দান করিয়া তমলুকে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বংশানুক্রমে তাঁহার বংশধরগণ উক্ত নিষ্কর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে চতুষ্পাঠী পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীশ্রীবল্লভ তর্করত্ন মহাশয়। ইহাঁরা রাজবাড়ীর ব্যবহর্ত্তাপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁদের যত্নে তমলুকে সংস্কৃত চর্চ্চা বিশেষ পরিমাণে হইত।

তমলুক সহরের কীর্ত্তিস্মৃতির দুই একটী মাত্র উল্লেখ করা হইল, কিন্তু তাঁহাদের বিস্তৃত রাজ্যমধ্যে বহুস্থলে বহু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুবৃহৎ জলাশয় * দেবমন্দিরাদি ব্যতীত আরও বহুবিধ কার্য্যকলাপের প্রবাদ শ্রুত হয়। তমলুক-রাজগণের অন্যতম দুর্গ বঁইচবেড়ে গড়ে (১) রাধাবল্লভ জীউ (২) গোপীনাথ, (৩) শ্যামচাঁদ, (৪) শীতলা, (৫) মহাদেব (৬) চতুর্ভুজা দুর্গাদেবীর সেবা রাজগণ-প্রদত্ত বহু পরিমাণ ভূসম্পত্তি হইতে অদ্যাবধি চলিতেছে।

তমলুক-রাজগণের অতুলনীয় কীর্ত্তিকলাপ, ধ্বংসোন্মুখ দেবমন্দিরাদি, জীর্ণ গড়ের বর্ত্তমান দৃশ্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া কোন্ স্বজাতি-প্রেমিক সহৃদয় বাঙ্গালীর মনে প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি জাগরূক না হয়? 'প্রেমের স্বপনের' কবি প্রাণের আবেগে গাহিয়াছেন :—

"কাল-স্রোতে সব গেছে, শুধু স্মৃতি জেগে আছে,
জাগাইতে স্বজাতির সুষুপ্ত-হৃদয়,
দেখায়ে বিগত বীর্য্য-বৈভব-নিচয়!"

---

*খাটপুকুর।—একটী প্রধান পুষ্করিণী। প্রবাদ আছে রাজা তাম্রধ্বজ এই পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠাতা; ইহার মধ্যভাগে একটী মন্দির আছে, উহার চূড়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমন্ত দীঘী।—তমলুক পরগণার মধ্যে রাজা শ্রীমন্ত রায় একদিনে এই সুবৃহৎ পুষ্করিণীর খনন-কার্য্য সমাধা করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

রাজপ্রাসাদ, গড় ও নগর।

বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ ও ভগ্নদুর্গ ত্রিংশৎ একার ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত। রাজবংশের পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির সময়ে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ আট মাইল ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, এই নগর সাগর-বেলায় সংস্থাপিত ছিল বলিয়া ইহার প্রাচীর দেশ অবিরত সাগর-তরঙ্গে অভিহত হইত। এখন সেই সাগর তাম্রলিপ্ত হইতে ত্রিংশৎ ক্রোশ দূরে অপসৃত হইয়াছে।

তাম্রলিপ্তির পূর্ণ সমৃদ্ধির কালে দুর্গ ও প্রাসাদ যে আট মাইল ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল, এক্ষণে তাম্রলিপ্ত সহরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে ঐ আট মাইল স্থান ধরিলে, বঁইচবেড়ে গড় উক্ত সীমার মধ্যে পড়ে। বাস্তবিকই বঁইচবেড়ে গড় তাম্রলিপ্তের সুবৃহৎ দুর্গের তোরণদ্বার ছিল। এখনও এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পাঠান-শাসনকালে এই বঁইচবেড়ে গড়ে সুশিক্ষিত সৈন্যগণ সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত। মোগল শাসনে যখন মুর্শিদাবাদের নবাব-ছায়ায় এই রাজ্য পতিত হয়, তখন এই ভগ্নদুর্গের পরিমাণ হ্রাস হয়। গৃহবিবাদে বঁইচবেড়ে ও পদুবসান গড় পৃথক্ হইয়া পড়ে। সেই সময়ে তমলুক-দুর্গের পরিমাণ ২৯৭/০ বিঘা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার চতুঃপার্শ্বে দৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা-দ্বারা রক্ষিত ছিল; আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যমধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গও ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না *। প্রাচীনকালের রাজপ্রাসাদ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নানারূপ নৈসর্গিক বিপ্লবে রাজপ্রাসাদ, গড় ও নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তমলুক

* রাজ-বাটীর সীমামধ্যে মৃত্তিকা-খননকালীন রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ একটী প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহা কোন প্রাসাদের স্তম্ভাংশ বলিয়া বোধ হয়। হামিল্টন হাইস্কুলের চত্বরে ঐ প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত হইয়াছে।

নগর বিধৌত হইয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন জনপদের সমুচ ঐতিহাসিক স্মৃতি অনন্তকালের জন্য বঙ্গোপসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে!

১৮৫২ খৃঃ অব্দের মে মাসে এখানে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সল্ট-এজেণ্ট মহাত্মা হামিল্টন সাহেব এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। যতদিন ঐ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে, মহাত্মা হামিল্টনের পবিত্র স্মৃতি উহার সহিত বিজড়িত থাকিবে। এই স্কুল-স্থাপনের পর হইতে এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ভীষণ জলপ্লাবনে ও ঝটিকায় যখন দেশের যার-পর নাই ক্ষতি হইয়াছিল, সেই সময়ে এই স্কুলের অস্তিত্ব-লোপের উপক্রম হইয়াছিল। সহৃদয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু যাদব চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের যত্নে বর্ত্তমান ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী হওয়ায় উহা স্থায়ী হইয়াছে। হামিল্টন সাহেব যে কেবল ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে মিশনরীগণও একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

কেবলমাত্র বিদ্যালয়-স্থাপনের নিমিত্ত হামিল্টন সাহেবের নাম তমলুকের ইতিহাসে বিজড়িত হয় নাই, তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি—দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল স্থাপনের ন্যায় মহান্ কার্য্যে তমলুকবাসী চিরকালের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। হাঁসপাতালের পাকা বাটী নির্ম্মাণ জন্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা নীলমণি মণ্ডল মহাশয়* এককালীন

---

* মহাত্মা নীলমণি মণ্ডলের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তিনি মহিষাদল রাজষ্টেটের সুযোগ্য প্রধান ম্যানেজার ছিলেন। "১৩০২ সালের ২৮শে পৌষ (১৮৯৪ খৃঃ) ম্যানেজার বাবু যদুনাথ রায় প্রাণত্যাগ করিলে সহকারী ম্যানেজার মাহিষ্য-কুল-গৌরব মাননীয় নীলমণি মণ্ডল বাহাদুর তৎপদে উন্নীত হইলেন। ইনি একজন উদ্যমশীল পুরুষ,

২৬০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয় এককালীন ৫০০৲ টাকা দান করিয়া স্ত্রীলোক রোগীর জন্য একটী কামরা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বতন রাজগণ যখন তমলুকের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, তখন তাঁহারা নগরের সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা স্থাপনে যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শাসনদণ্ড শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয় শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য পাশ্চাত্য প্রথামতে নগরের উন্নতিকল্পে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে এখানে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হইয়াছে।

মিউনিসিপালিটী।

স্বকীয় চেষ্টায় আপনাকে উন্নতির পথে লইতে সমর্থ হইয়াছেন। আজীবন এই ষ্টেটের কার্য্য অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি ১২৫৪ সালে তোষাখানার বক্‌সীপদে নিযুক্ত হন। ৺মহারাজ লছমনপ্রসাদ গর্গ ইহাঁর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১২৫৯ সালে মহাজনী বিভাগের মুন্সীপদে নিযুক্ত করেন। উক্ত মহারাজ ইহাঁর কার্য্যে পারদর্শিতা দেখিয়া ১২৬২ সালে গুমগড়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে, ১২৬৫ সালে রাজস্বসচিবের (সিকদারের) পদে ও ১২৭২ সালে জমানবিশের পদে নিযুক্ত করেন। ইনি এই পদে থাকিয়া অধিকাংশ সময় মন্ত্রীপদের কার্য্য করিয়া মহারাজকে পরিতুষ্ট করেন। মহারাজ ইহাঁর কার্য্যে প্রীত হইয়া মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। এই সময়ে মহারাজের নিকট বাসখানা ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া সংসারের আয় বর্দ্ধিত করেন এবং ন্যায়পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। (প্রথমতঃ তুলাদান, ১২৮৩ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা, ১২৯০ সালে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, ১২৯৬ ও ১৩০০ সালে হরিখালিতে অন্নসত্র এবং ১৩০২ সালে তমলুকে ইন্দিরা ট্যাঙ্ক প্রভৃতি এবং তৎপরে ডিস্‌পেন্‌সারী ও হাঁসপাতালের নিমিত্ত দান ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্য তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তির পরিচায়ক)। ১২৮৫ সালের ২১শে মাঘ তারিখে কালেক্টর মহোদয়কর্ত্তৃক রাজষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ২৮শে বৈশাখ কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডের অধীন সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ রাজসভার লইয়া ইহাঁর কার্য্যপারদর্শিতা ও ধর্ম্মানুরক্তিতায় প্রীত হইয়া সর্ব্বোচ্চ ম্যানেজারী পদ প্রদান করতঃ সম্মানিত করিয়াছেন।"

বঁইচবেড়ে গড়।

তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের বিস্তৃত রাজধানীর উত্তর দিকবর্ত্তী দুর্গ বঁইচবেড়ে গড়। ইহার নিকটে কোন নদীপথ নাই। দুর্গটী সম অষ্টভুজাকার ছিল—বর্ত্তমান গড়ের চতুঃপার্শ্বে পরিখা ও প্রাচীর ছিল। প্রাচীরগুলি মৃত্তিকাসাৎ হইয়া গিয়াছে। পরিখার সামান্য খাদ আছে। এই গড়টী রাজারা দুর্গাপূজার বাড়ী বলেন। এখানে চতুর্ভুজা দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চতুর্ভুজার মন্দিরটীর অপূর্ব্ব গঠন দেখিলে তাৎকালিক শিল্প-নৈপুণ্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। অন্যান্য বিগ্রহাদির মন্দির-গুলিও চিত্তাকর্ষক। রাধাবল্লভ জীউর মূর্ত্তি অতি সুঠাম। ইনি রাজাদের কুলদেবতা এই বিগ্রহের পাদপদ্মে রাজা কেশব-নারায়ণের নাম অঙ্কিত আছে। রাজগণের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পরিচয় এই গড়টী দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয়। এক্ষণে ইহা প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই গড়ে ইতিপূর্ব্বে ৪০টী কামান ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী কামান বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। এখন রথ দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্বের সময় রাজগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ২টী কামান ব্যবহার করেন। যে কামান এককালে নরশোণিতশোষক দিক্‌দাহকারী ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিত, তাহা দোল-দুর্গোৎসবের ব্যর্থ-শব্দোদ্‌ঘোষণে নিযুক্ত! এমনিই পরিণাম!

একাদশ অধ্যায়।

সামাজিক চিত্র।

হিন্দু ও মুশলমান।

বর্ত্তমানে তমলুক অঞ্চলে হিন্দু মুশলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসী বসবাস করিতেছেন। ভারত-সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব-কালের পূর্ব্বে এতদ্দেশে মুশলমান অধিবাসী ছিল না বা কদাচ দুই এক জন ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে একজনও মুশলমান দৃষ্ট হইত না। রাজা গণেশ যখন গৌড়ের বাদসাহ, তখন বোধ হয় বঙ্গদেশে অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুশলমান প্রায় সমান সমান। এক সময়ে এমন এক দিন আসিয়াছিল যে, যে সময়ে বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণী হিন্দুগণ, এমন কি উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-গণও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই, সেই যুগে প্রেমাবতার নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশে কি হিন্দু, কি মুশলমান, কি জৈন, কি বৌদ্ধ সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আলিঙ্গন দিয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় মুশলমান ধর্ম্ম গ্রহণের স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। তমলুক অঞ্চলে এখনও চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।

হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য জাতিই অধিকাংশ। মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখ অর্থাৎ সৎশূদ্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। নিম্নশ্রেণী হিন্দুর সংখ্যাও অনেক।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতির সংখ্যার ন্যূনতা দেখিয়া এই

প্রতীয়মান হয়, ইহাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এতদঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন—সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ ভৃত্য আসেন—তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বলিয়া অধুনা বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন। আদিশূর কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর গ্রাম বা ভূম্যাদি প্রদানে গৌড়দেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সাতশতী প্রভৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। আদিশূরের পরবর্ত্তী বল্লাল সেনের সময়ে তাঁহাদের কৌলীন্যপ্রথা ও শ্রেণী বিভাগ হয়। বল্লাল সেন কিম্বা সেন বংশীয় রাজগণের ক্ষমতা তাম্রলিপ্তরাজ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। সুতরাং এ অঞ্চলে সে সময়ে তাঁহাদের বসবাসও হয় নাই। পক্ষান্তরে আবার তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য হীন হওয়ায় যখন অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়, তখন দ্রাবিড়াদিদেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা পরবর্ত্তীকালে সেই সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে বাঙ্গলায় বসবাস করাইলেন। সেই অবধি তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন এবং কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সেনবংশীয় রাজাধিকার রাঢ়দেশে বাসনিবন্ধন রাঢ়ী নামে অভিহিত হইলেন।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ।

উৎকল পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত। বাঙ্গলার সহিত সংলগ্ন উৎকলের সীমা সুবর্ণরেখা নদীর তট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খোর্দ্দার মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় গজপতি রাজগণ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা উৎকলের বা বাঙ্গলার প্রজাবর্গের উন্নতিসাধনে সমভাবে যত্নবান্ ছিলেন; ধন মান ও ধর্ম্ম রক্ষায় বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন।

উৎকল শ্রেণী ব্রাহ্মণ।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের ৺জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যের লুপ্তোদ্ধার, পুনঃ-প্রকাশ ও বিস্তার জন্ত পাণ্ডাগণ ভারতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন এবং পরম পবিত্রা বৈতরিণী নদীর তীরস্থ যাজপুরাদি স্থানের বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গলায় সর্ব্বদা আগমন করিতেন। তাঁহাদের কতিপয় ব্যক্তি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এক্ষণে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক বা উৎকলশ্রেণী বলিয়া এতদ্দেশে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।—(সম্বন্ধ-নির্ণয়)।

মধ্যশ্রেণী।

এতদ্দেশে যে মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ দৃষ্ট হন, তাঁহারা সামবেদ-সম্মত কার্য্যপ্রণালীতেই সমুদয় ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বল্লালসেন যৎকালে তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্য্যাদা বন্ধন করিয়া দেন, সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণগণের কতিপয় মহাত্মা গৌড়ীয় আদি-বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের ন্যায় রাজা বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত নিয়মবন্ধন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্য্য-প্রণালী বিসর্জ্জন দেওয়া অধর্ম্মের কার্য্য ও অযৌক্তিক মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করতঃ হেয় প্রতিপাদন করিলে, তাঁহারা বল্লালী ব্রাহ্মণ-বিহীন জনপদে গিয়া বাস করেন এবং সেই দেশের নামানুসারে তাঁহারা "মধ্যশ্রেণী" বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন।—কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন, রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি কোন কারণ বশতঃ মেদিনীপুর জেলায় গিয়া বাস করেন। কালসহকারে তাঁহারা উৎকল ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যশ্রেণী নামে অভিহিত হইয়াছেন—(মেদিনীপুর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা)। যাহা হউক, বঙ্গ ও উৎকল দেশের মধ্যস্থলে মেদিনীপুর জেলায় বাস করা হেতু মধ্যশ্রেণী আখ্যা পাইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

মহাভারত পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, তৎকালে বাঙ্গলাদেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সে সময়ে তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চলেও বহুসংখ্যক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাম্রলিপ্তরাজ ময়ূরধ্বজ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় রাজর্ষির যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব। [অন্ত্যজযাজী কৌণ্ডিন্য ও সাতশতী ব্যতীত] যে বৈদিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ সেই সময় হইতে বাঙ্গলাদেশে * বাস করিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণের সহিত পরবর্ত্তীকালে দ্রাবিড়দেশ † হইতে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ *। গৌড়ে কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আগমনের বহু পূর্ব্বেই ইঁহারা তাম্রলিপ্ত-রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরভাগে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে মহাভারতীয় যুগে যে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পাঁচ শ্রেণীতে † বিভক্ত হইয়াছিলেন। সকলেই পঞ্চগৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ। কালক্রমে উৎকল কণোজ প্রভৃতি দেশ হইতে যখন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে (বাঙ্গলায়) গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেই সময় হইতে গৌড়ের পূর্ব্বতন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ

গৌড়াদ্য-বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ।

* ব্রাহ্মণ-সংহিতা—ভগবতীপ্রধান-কৃত। ভ্রান্তি বিজয়—শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি-কৃত। "শিল্প ও সাহিত্য"—১৩১৭ কার্ত্তিক সংখ্যা।

† দাক্ষিণাত্যে সে সময়ে তেজঃপুঞ্জ সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আবাস হইয়াছিল, যথা ;—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৌথিলিকোৎকলাঃ
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্তোত্তরবাসিনঃ।
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"—স্কন্দপুরাণং।

আপনাদের পার্থক্য সূচিত করিবার জন্য [দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য, রাঢ়ী প্রভৃতির ন্যায়] আপনাদিগকে 'গৌড়াদ্য-বৈদিক' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যেমন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় যাজন করেন, ইহাঁদের বংশধরগণ তেমনই এক্ষণে কেবলমাত্র মাহিষ্য যাজন করিয়া থাকেন। ইহাঁদেরই এক এক শাখা পূর্ব্ববঙ্গে 'পরাশর,' দক্ষিণ ও পশ্চিম-বঙ্গে 'দ্রাবিড়' ও 'ব্যাস' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বীরবর কুমার তাম্রধ্বজের বিজয়যাত্রা কালে দ্রাবিড় দেশ হইতে বোঢ়্‌ মহর্ষির সন্তান ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ময়নাগড়াধিপতি রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষেও দ্রাবিড় দেশ হইতে পুনরায় সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আসেন। তাঁহারা এতদ্দেশে বাস করিয়া গৌড়বৈদিক শ্রেণীর সহিত যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ও 'গৌড়াদ্য-দ্রাবিড়' বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মাহিষ্য জাতি

যে জাতি এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ হইতে বাঙ্গলাদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে ও স্বাধীন-রাজ্য-বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; যাঁহারা তাম্রলিপ্ত-রাজ্য হইতে এক সময়ে উৎকল, কলিঙ্গ, এমন কি দক্ষিণ-সাগর তীরে পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট হইয়া বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; যাঁহারা এক সময়ে সিংহল-বিজয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহারা এক সময়ে সমগ্র ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্যসভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বজাতীয় বীর-নিকর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালিদ্বীপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহারা যে পূর্ব্বে বলবীর্য্যসম্পন্ন বাঙ্গলার বরণীয় বীরজাতি ছিল তাহা বুঝিতে সংশয় জন্মে না। যে সময়ে হিন্দুরাজ-গণের বিজয় বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র উড্ডীন ছিল, তখন তাঁহারা যে নিরীহভাবে

পরের জন্ত কেবল বৈশ্যবৃত্তি কৃষিকার্য্য, শস্তরক্ষা ও পশুপালন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, তাহা অজ্ঞের কল্পনা মাত্র। এই হালিক বা মাহিষ্য জাতীয় প্রাচীন নৃপতিগণের রাজদণ্ড বাঙ্গলার অধিকাংশ প্রদেশ শাসন করিত। বাঙ্গালী মাহিষ্য প্রাচীন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাচারী যুদ্ধজীবী বলিয়া পরিচিত। যে সকল প্রাচীন স্বাধীন রাজন্যবংশ ও সামন্ত রাজবংশের সন্তান গণ এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাই এই জাতির প্রাচীন ক্ষাত্রতেজের ও বীরত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত এই জাতির সাধারণ সমাজের সর্ব্বত্র প্রচলিত—সামন্ত, ভূপতি, ভূপাল, সেনাপতি, হালদার, লস্কর, হাজরা, শতরা প্রভৃতি উপাধি পূর্ণভাবে যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ত্ব-ব্যঞ্জক।

মনু-সংহিতায় আর্য্যসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও অসবর্ণ-বিবাহ-প্রথা বর্ণিত আছে। সেই সুদূর অতীত যুগে, মনুসংহিতা সংকলন কালে, আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যভূমি উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ক্ষত্রিয়গণের শাস্ত্রসম্মত বিধিপূর্ব্বক পরিণীতা বৈশ্যা-ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানগণ কেহ ক্ষত্রিয় সমাজে, কেহ বা বৈশ্যসমাজে মিশিয়া যাইতেন—মহাভারতীয় যুগে তাঁহারা পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পড়েন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বৃদ্ধহারীত, কুল্লুক ও পরশুরামের মতে ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যাভার্য্যার গর্ভজাত সন্তানের নাম 'মাহিষ্য'। ভিন্ন শাস্ত্রে এই মাহিষ্য অন্য নামেও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, উশনঃসংহিতা, ব্যাসসূক্ত চণ্ডকৌশিকী ও 'কুলাষ্টক' প্রভৃতি শাস্ত্রে এই ক্ষত্রবিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান কৈবর্ত্ত* নামে পরিকীর্ত্তিত। মহাভারতে 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়'

* পণ্ডিত ভগবতী চরণ প্রধান সঙ্কলিত আর্য্যপ্রভা দেখুন। বাঙ্গালী মাহিষ্যগণ সাধারণতঃ 'চাষী' বা 'কৃষিকার' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মূর্খ, অজ্ঞ ও হিংসা-পরায়ণ লোকেরা তাঁহাদের অনেক অযথা গ্লানি করিয়া কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালাদেশে একপ্রকার ধীবর জাতি 'কৈবর্ত্ত' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা সাধারণতঃ "জেলে" বলিয়া কথিত। কৃষিকারগণ তাহাদের সহিত জন্মতঃ, ধর্ম্মতঃ

সংজ্ঞায় আখ্যাত। দেশভেদে আবার 'পরাশর দাস,' 'হালিক দাস,' 'খণ্ডাইত' 'রাজপুত,' 'চাষী' প্রভৃতি দৈশিক নামে অভিহিত। কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই মাহিষ্য বলিয়া পরিচিত।

তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালাদেশাভিমুখে অগ্রসর হইয়া নানা স্থানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদের একটী সম্প্রদায় অস্ত্র-শস্ত্রাদি-সজ্জিত বীরবেশে বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়া নর্ম্মদানদীর তীরদেশ হইতে মধ্যভারত ভেদপূর্ব্বক কর্ণাট-দেশ ও সমুদ্রতট এবং উড়িষ্যার মধ্য দিয়া রূপনারায়ণের তীরে আসিয়া অবস্থিত হন। তাঁহাদের নেতৃবর্গ বাঙ্গলাদেশে ক্রমে ক্রমে তাম্রলিপ্তি ময়না, তুর্কা, হিজলী, সুজামুঠা ও কুতুবপুর প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্য সম্প্রদায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া প্রথমে মগধ-দেশে বাস করেন এবং ক্রমান্বয়ে অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এইরূপে বাঙ্গলাদেশে তাঁহারা প্রভুত্বকারী বীরসম্প্রদায়রূপে বহুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন—এমন কি পঞ্চগৌড়াধিপ পাল রাজের হস্ত হইতেও সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন*। তাঁহাদের সে প্রভুশক্তি এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর আর সে প্রাচীন প্রভুত্ব নাই।

মাহিষ্যগণ যখন প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা চারি শাখায় বিভক্ত হয়েন;—(১) অশ্বপতি, (২) গজপতি, (৩) নরপতি ও (৪) ছত্রপতি—('সম্বন্ধ-নির্ণয়' এবং 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ')। গজপতিগণ এককালে সমগ্র উৎকল অধিকারপূর্ব্বক গোদাবরীতট পর্য্যন্ত শাসন-

ও কর্ম্মতঃ পৃথক্। অনেক মহাত্মা তাহা না জানিয়া বড়ই ভুল ও গোলযোগ করিয়া বসেন। কৃষিকারগণ ধর্ম্মতঃ আর্য্য, জন্মতঃ বৈশ্য ও মাহিষ্য।

* গৌড়রাজমালা—৪৮।৪৯ পৃষ্ঠা।

Memoirs of the A. S. B. Vol. III, No. 1.

দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক শাখা দক্ষিণ ভারতেও উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্ত রাজ্য উপরোক্তরূপে মাহিষ্য-বীরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও পুরুষানুক্রমে শাসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বহুসংখ্যক সজাতিবর্গ এই অঞ্চলে বাস করিয়া আর্য্যজাতির বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র বাঙ্গলায়, এমন কি সমগ্র ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, উড্ডীন করিয়া আফ্রিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিশাল রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সমুদায় রাজ্যাবলী এক্ষণে রত্নরাজীর ন্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমুদ্রে সমরাভিযানকালে তাম্রলিপ্তবাসী মাহিষ্যবীর ও সেনানীকুল অতুল বিক্রম প্রদর্শন করিতেন। বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজগণের ন্যায় তাঁহারা সমুদ্র-যাত্রা করিয়া পৃথিবীর সমগ্র প্রদেশে বাণিজ্যার্থ প্রবাসী বৈশ্য-বণিকগণকে (সওদাগর) রক্ষা করিতেন। কলিকাতার বন্দরে এখন যেমন বৈদেশিক পোতশ্রেণীতে শোভিত দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে রোমের বন্দরেও এইরূপে বঙ্গীয় বা ভারতীয় অর্ণব পোতশ্রেণী শোভা পাইত।* মুসলমান শাসনকালেও নদনদী-বহুল বঙ্গদেশে নৌসাধন বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন ছিল †। বঙ্গীয় স্মার্ত্তকারগণের শাস্ত্র-শাসনে যখন বাঙ্গালী হিন্দুগণের সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হয়, সেই সময় হইতেই বঙ্গীয় নৌবলের অধঃপতন সাধিত হয়। বোধ হয়, যেন এই প্রবল পরাক্রান্ত জাতির গব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল! বঙ্গে ক্ষত্রিয়-শক্তির অবসানে সাম্রাজ্যগর্ব্বিত রাজশক্তিসম্পন্ন বৈশ্যজাতি এবং ধনসম্পত্তিশালী লক্ষপতি বণিক সম্প্রদায় যে কারণে অর্থকরী বহির্বাণিজ্য হারাইলেন, যে কারণে আর্য্যসমাজে কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় নিপতিত হইলেন, সেই কারণেই এই পরাক্রান্ত মাহিষ্য সম্প্রদায়ও তাঁহাদের সহিত একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইলেন!

* A History of Indian Shipping—Babu Radhakumud Mukerji M.A.

† ঘটককারিকা—"প্রতাপাদিত্য"।

সেনবংশীয় রাজত্বকালের পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন। যখন বাঙ্গালী হিন্দুগণ যব ও বালীদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখনও বাঙ্গালাদেশে আর্য্য-সমাজে এই তিন জাতীয় হিন্দু-সংখ্যা অধিক ছিল। বাঙ্গালাদেশের অসংখ্য অধিবাসী যববালীদ্বীপে বসতি করিয়াছিলেন*। তখনকার বাঙ্গলার আদর্শে ও অনুরূপে তথাকার আর্য্য-হিন্দুসমাজ গঠিত। এখনও তথায় সেই সুপ্রাচীন হিন্দু সমাজের আদর্শ বিদ্যমান। এখনও তথায় মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয়স্থানীয় এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ অধিকাংশ অধিবাসী; আদিম অধিবাসীরা শূদ্রবর্ণে গণ্য হইয়াছে †। ঐতিহাসিক প্রথম যুগে তাম্রলিপ্ত রাজ্যে ঠিক ঐরূপ আর্য্য সমাজ বিদ্যমান ছিল। তাই আমরা এখনকার বালীদ্বীপে অবিকল সেই সুপ্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আদর্শ দেখিয়া প্রীত হই। কিন্তু সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, ও ভাষাবিপ্লবে আজ বাঙ্গালাদেশের সে প্রাচীন আদর্শ কোথায় গেল! সে সমাজ, সে আদর্শ এখন আর নাই, কেবল ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠায় কতকগুলি অস্পষ্ট দাগ পড়িয়াছে মাত্র!

পৌরাণিক কালে যদিও ক্ষত্রিয়-শক্তি বঙ্গদেশে প্রভুত্ব করিয়াছে, কিন্তু তাম্রলিপ্ত রাজ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুগের প্রাক্‌কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার সময়ে ভারতীয় বৈশ্যসমাজ রাজশক্তি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়শক্তি খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মাহিষ্যগণ বাঙ্গালাদেশে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নেতৃবর্গ আরও কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি যুদ্ধবৃত্তি ও অবশিষ্টাংশ

* সাহিত্য—১৩১০।১০ সংখ্যা—বালী প্রবন্ধ।

† Journal of Royal Asiatic Society (of Great Britain and Ireland), N. S. Vol. VIII-X—An Account of the Island of Bali.

কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। পরিশেষে পরাধীনতার কালে তাঁহারা সকলেই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলেন। কৃষি, পশুপালন ও শস্তরক্ষা উৎকৃষ্ট বৈশ্যবৃত্তি, সুতরাং মাহিষ্যজাতি মাতৃধর্ম্মানুসারে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিলেন। কিন্তু কালে সেই বেদস্মৃতি-প্রশংসিত উৎকৃষ্ট বৃত্তিও বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিল! সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়াচারী দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্যগণও স্বীয়বৃত্তি আশ্রয় করিয়া নিন্দনীয় হইলেন! মধ্যযুগে সমাজ-সংস্কারের অভিনব তানে—কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণ বাঙ্গলায় নাই বলিয়া—বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায় এবং তৎকালীন বহুধাভিন্ন বঙ্গীয় বৈশ্যসমাজ * শূদ্রত্বে পতিত হইলেন। হা হতভাগ্য বাঙ্গালী! সেই হইতেই তোমাদের জাতীয় অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

বৈশ্যজাতি।

তাম্রলিপ্ত রাজধানীতে এককালে লক্ষ লক্ষ বণিক বাস করিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের বংশধরগণের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বোধ হয়, যাঁহারা শূদ্রত্বে পতিত হইয়া গন্ধবণিক, সুবর্ণ-বণিক, কংস-বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয়ে ইদানীং বাঙ্গালার নানা স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাচীনকালে বৈশ্যজাতি ছিলেন।

আর্য্য জাতির বসতিবিস্তার হইবার পূর্ব্বে যে সকল অনার্য্যজাতি এতদ্দেশে বাস করিত, তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান-শাসনকালে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমানগণের অধিকাংশ তাহাদের বংশধর।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৪ ভাগ ১ম সংখ্যা।

উপসংহার।

একণে দয়াময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন সময়ে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে ভারতের সকল সম্প্রদায় বা সকল জাতীয় জনসাধারণ উন্নত হইতেছেন। সমগ্র বাঙ্গালাদেশে এক বিরাট বঙ্গীয় জাতীয় সমাজ গঠিত হইয়াছে। আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি বা ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাজ-নৈতিক অধিকার সমভাবে সকলে পাইতেছেন। সুবিমল সভ্যতার আলোকে বাঙ্গলাদেশ উদ্দীপ্ত হইয়া বাঙ্গালী আবার পূর্ব্বের ন্যায় ভারতের শীর্ষস্থান অধিকারপূর্ব্বক জগতের সমক্ষে মাননীয় হইতেছেন— প্রাচীন গৌরব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত চর্চ্চা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বর্ত্তমান তমলুকগড়ের ভগ্নাবশেষ মধ্যে সেই বাঙ্গালীর প্রাচীন গৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনীর অতুলনীয় চিত্রের অস্পষ্ট রেখা এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে!

তমলুকের প্রাচীন কীর্ত্তি ও গৌরবের কথা ভাবিয়া যাঁহার মনে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার না হয়, যাঁহার মনে আভিজাত্যের বহ্নি জ্বলিয়া না উঠে, বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-গৌরব-কাহিনীর মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতে যাঁহার প্রাণে সঞ্জীবনা শক্তির সঞ্চার না হয়, তিনি আর্য্য নহেন, তিনি বাঙ্গালী নহেন। বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন, দান ধ্যান, যজ্ঞ, তপ, দেবমন্দিরাদি স্থাপন করতঃ যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ যদি আমরা তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করি, তাহার অমিয়মাখা কীর্ত্তিগাথা গান না করি, সেই পূজনীয় আর্য্য পিতৃকুলের মহত্ত্ব অনুধ্যান না করি, তবে মানব নামের সার্থকতা রাখিলাম কই? কাছাড়ের রাজবংশ যেমন মহাবীর ঘটোৎকচের বংশধারা, মণিপুরের রাজবংশ যেমন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন-তনয় বভ্রুবাহনের বংশধারা, উদয়পুরের রাণাগণ যেমন সূর্য্যবংশীয় পূত শোণিতধারা বহন করিয়া আর্য্যভূমি ভারতের পবিত্রতা আজও অক্ষুণ্ণ

রাখিয়াছেন, তেমনই তমলুক রাজবংশের ধমনীতে ধর্ম্মপ্রাণ দানবীর ময়ূরধ্বজের পবিত্র শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গলাদেশের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে। আমরা তাহা ভাবি কই? তাহা অনুসন্ধান করি কই? কুমার হরেন্দ্র নারায়ণের কমনীয় কান্তিচ্ছটায় যে রাজকীয় প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, যে স্বর্গীয় দিব্য প্রেম-রাশি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করি নাই! হায়! সেই প্রাচীন গৌরবান্বিত রাজবংশের কি শোচনীয় পরিণাম!! যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিগত তিন হাজার বৎসরের অধিককাল তাম্রলিপ্তে অবস্থান করতঃ কালের কত বিচিত্র লীলা খেলা প্রকটিত হইতে দেখিয়াছেন, অঙ্গুলি-সঞ্চালনে কত শত মহৎ কার্য্য সম্পাদনে দেশের ও দশের কত অশেষবিধ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের উপরে তাঁহাদেরই ভুজাশ্রিত প্রজাগণের লেখনী পর্য্যন্ত গালিবর্ষণ করিতেছে—হা হতভাগ্য অদৃষ্ট!!

যাঁহারা প্রাচীন গৌরবের সম্মান রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রয়াসী, যাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্য ঘোষণায় রাজস্থানের রাজপুত জাতি আজ ভারতে বরণীয় ও সম্মানশালী, সেই সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যদি একবার তাম্রলিপ্তির সত্য প্রত্ন-তত্ত্বের উদ্ধার করেন; যে রাজবংশ ও তাঁহাদের সজাতীয়গণ বিগত অনেক সহস্র বৎসর কাল বাঙ্গলার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই রাজবংশের যথার্থ সম্মান-রক্ষা করেন, তাহা হইলে আর আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ থাকে না। রাজনৈতিক হিসাবে রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের বংশধর বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণের প্রকৃত সম্মান রক্ষিত হইতে দেখিলেই বাঙ্গালী মাত্রেই, শুধু বাঙ্গালী কেন, ভারতীয় আর্য্য মাত্রেই সুখী হইবেন নিঃসন্দেহ।

পরিশিষ্ট।

(১)

[রাজবাটী হইতে সংগৃহীত বংশপত্র]

শ্রীশ্রীহরিজিউ।

রাজবংশাবলী।

ইয়াদ দাস্ত হকিকত মৌরসি জমিদারি
জমিদারান পরগণে তমলুক
সরকার গোয়াল পাড়া
মহাল খানিষা সরিফা।

সুরু জমিদারি

১। রাজা মউরধজ
২। রাজা তাম্রধজ পেসরে মউরধজ
৩। রাজা হংসধজ পে তাম্রধজ
৪। রাজা গরুড়ধজ পে হংসধজ
৫। রাজা বিদ্যাধর রায় পে গরুড়ধজ রায়
৬। রাজা নিলকণ্ঠ রায় পে বিদ্যাধর রায়
৭। রাজা জগদীশ রায় পে নিলকণ্ঠ রায়
৮। রাজা চন্দ্র শিখর রায় পে জগদীশ রায়
৯। রাজা বিরকিশর রায় পে চন্দ্র শিখর রায়
১০। রাজা গোবিন্দদেব রায় পে বিরকিশর রায়

১১। রাজা যাদবেন্দ্র রায় পে গোবিন্দদেব রায়

১২। রাজা হরিদেব রায় পে যাদবেন্দ্র রায়

১৩। রাজা বিশ্বেশ্বর রায় পে হরিদেব রায়

১৪। রাজা নৃসিংহ রায় পে বিশ্বেশ্বর রায়

১৫। রাজা শম্ভু চন্দ্র রায় পে নৃসিংহ রায়

রাজা দিপ চন্দ্র রায় পে শম্ভু চন্দ্র রায়।

রাজা দিব´ সিংহ রায় পে দিপচন্দ্র রায়।

রাজা বিরভদ্র রায় পে দিব´ সিংহ রায়।

রাজা লক্ষন সেন রায় পে বিরভদ্র রায়।

রাজা রাম সিংহ রায় পে লক্ষন সেন রায়।

রাজা পদ্যলোচন রায় পে রাম সিংহ রায়।

রাজা কৃষ্ট চন্দ্র রায় পে পদ্যলোচন রায়।

রাজা গোলক নারায়ন রায় পে কৃষ্ট চন্দ্র রায়।

রাজা বুলি নারায়ন রায় পে গোলকনারায়ন রায়।

রাজা কৌসিকনারায়ন রায় পে বুলি নারায়ন রায়।

রাজা অজিত নারায়ন রায় পে কৌসিক নারায়ন রায়।

রাজা কৃষ্ট কিশোর রায় পে অজিত নারায়ন রায়।

রাজা চন্দ্রার্ক রায় পে কৃষ্ট কিশোর রায়।

রাজা মৌজি কিশোর রায় পে চন্দ্রার্ক রায়।

রাজা মার্কণ্ড কিশোর রায় পে মৌজি কিশোর রায়।

রাজা ইন্দ্রমনি রায় পে মার্কণ্ড কিশোর রায়।

রাজা সুধর্ণা রায় পে ইন্দ্রমনি রায়।

মৃগয়া দেই, সুধন রায়ের ভগিনী, ইহার স্বামী
কুঙর জমীন ভনজ রায়।

রাজা রায় ভানু রায় পে কুঙর জমিন ভঞ্জ রায়।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় পে রায় ভানু রায়।

(ইহার দুই পুত্র বিণা বিবাহে বাল্যকালে মরিয়াছে।)

ইহার কন্যা চন্দ্রাদেই, ইহার স্বামী রাজা নিশঙ্ক রায়।

রাজা কানু ভূয়া রায় পে নিশঙ্ক রায়।

রাজা ধাঙ্গড় ভুয়া রায় পে কানু ভূয়া রায়।

রাজা মুরারিভূয়া রায় পে ধাঙ্গডভূয়া রায়

রাজা হরবাবভূয়া রায় পে মুরারিভূয়া রায়

রাজা ভাঙ্গড়ভূয়া রায় পে হরবাবভূয়া রায়

ইনি সন ৮১০ সালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন সংখ্যা পাওয়া গেল।

এই ৪১ পুরুষ জমিদারের নামের সংখ্যা আছে। কে কয়েক সন জমিদারী করিয়াছেন তাহার তপশীল পাওয়া গেল না।

রাজা ধিতাই ভুয়া রায় পে ভাঙ্গড ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৮১১ সাল নাং সন ৮৬১ সাল জমিদারীতে কায়েম ছিলেন।

রাজা জগন্নাথ ভূয়া রায় পে ধিতাই ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৮৬২ সাল নাং সন ৯০৪ সাল জমিদারিতে কায়েম ছিলেন।

রাজা যদুনাথ ভূয়া রায় পে জগন্নাথ ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৯০৫ সাল নাং সন ৯৩৩ সাল জমিদারীতে কায়েম ছিলেন।

রাজা রামভুয়া রায় পে যদুনাথ ভূয়া রায়।

ইস্তক সন ৯৩৪ সাল নাং সন ৯৭২ সাল জমিদারীতে কায়েম ছিলেন।

ইহার দুই পুত্র। বড় পুত্র শ্রীমন্ত রায় এবং ছোট পুত্র ত্রিলোচন রায়। রাজা শ্রীমন্ত রায়ের ৮ আট পুত্র।

রাজা শ্রীমন্ত রায় পে রামভূয়া রায়।

ইহার জমিদারী ষোল আনা। ইস্তক সন ৯৭৩ সাল নাং সন ১০২৪ সাল ৫২ বৎসর।

ইহার এক পুত্র রাজা বরায়ের জমিদারির কৃতাংশ না হইতে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বাকি ৭ পুত্রের ৸৹ বার আনার বিতং—

কেশব রায় জ্যেষ্ঠপুত্র	৶৹
শ্যাম রায়	⁄১৹
মনোহর রায়	⁄১৹
হরি রায়	⁄১৹
অনন্ত রায়	⁄১৹
রূপ রায়	⁄১৹
দুর্গাদাস রায়	⁄১৹

ত্রিলোচন রায়।

ইহাদিগের জমিদারী হিস্বাওয়ারি বাটাওয়ারি মাফিক ইং সন ১০২৫ সাল নাগাৎ ১০৬১ সাল ৩৭ বৎসর। ইহার মধ্যে শ্রীমন্ত রায়ের ৬ পুত্র ও ভাই ত্রিলোচন রায় পরলোক গমন করিলেন। হরিরায় জমিদারি করিলেন নাং সন১০৬১ সাল।

রাজারাম রায়	পে	হরিরায়	॥⁄১৹
গম্ভির রায়	পে	মনোহর রায়	।৵১৹

হরিরায়ের পরলোক হইলে ইহাদিগের জমিদারী ইং সন ১০৬২ সাল নাগাৎ সন ১১০৯ সাল ৪৮ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ রায় পে রাজারাম রায় ॥⁄১৹
রাজা প্রতাপ নারায়ণ রায় পে গম্ভির রায় ।৵১৹

ইহাদিগের জমিদারী ইং সন ১১১০ সাল নাগাৎ সন ১১৪৩ সাল ৩৪ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ রায় পে রাজা রাম রায়।

ইহার জমিদারীর ইস্তক ১১৪৪ সাল নাং সন ১১৪৬ সাল। এই সন

ইনি পরলোক গমন করিলেন। ৩ বৎসর। রাজা নরনারায়ণের দুই রাণী ও দুই পুত্র। ছোট রাণীর পুত্র কৃপানারায়ণ রায় জ্যেষ্ঠ; বড় রাণীর পুত্র কমল নারায়ণ রায় কনিষ্ঠ। ইহাদিগের জমিদারি ইস্তক সন ১১৪৬ নাং সন ১১৬৫ সাল ২০ বৎসর মাফিক তপশীল।

কৃপানারায়ণ রায় ষোল আনার জমিদার ইস্তক সন ১১৪৬ সাল নাং সন ১১৫১ সাল ৬ বৎসর।

কমল নারায়ণ রায় ষোল আনার জমিদার ইস্তক সন ১১৫২ সাল নাং সন ১১৫৩ সাল ২ বৎসর।

কৃপানারায়ণ রায় ও কমল নারায়ণ রায় উভয় ভ্রাতার নিম্পি নিম্পি জমিদারি ইস্তক সন ১১৫৪ সাল নাং সন ১১৫৯ সাল ৬ বৎসর।

সন ১১৫৯ সালে কৃপানারায়ণ রায় পরলোক গমন করেন। কমল নারায়ণ রায় ষোল আনার জমিদার হইলেন ইস্তক সন ১১৬০ সাল নাং সন ১১৬৫ সাল ৬ বৎসর।

সন ১১৬৫ সালে কমল নারায়ণ রায় বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীযুক্ত নওয়াব মসানদ্দি খাঁ আজরাহ জবরদস্তি আপন ভূত মল্লা মিরজা দিদার আলি বেগের নামে জমিদারি ষোল আনা করিলেন। ঐ সন কমল নারায়ণ রায় পরলোক গমন করিলেন। ইস্তক সন ১১৬৬ সাল নাং সন ১১৭৫ সাল ১০ বৎসর।

সন ১১৭৬ সালে শ্রীযুক্ত নওয়াব নাওদার সাহেব মৌরাসি জমিদারি নজর করিয়া রাণী সন্তোষপ্রিয়া মাদরে রাজা কমল নারায়ণ রায় মোতফা ও রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া জওজে রাজা কৃপানারায়ণ রায় মোতফা ইহার দুই জনার নামে জমিদারি অর্দ্ধাঅর্দ্ধি বাবোজিম বাটওয়ারা সাবেক সন ১১৫৪ সাল মাফিক বহাল করিয়া দিলেন।

রাণী সন্তোষপ্রিয়া মাদরে রাজা কমল নারায়ণ রায় ॥০ ও রাণী কৃষ্টপ্রিয়া জওজে রাজা কৃপা নারায়ণ রায় ॥০

হিস্বে রাণী সন্তোষ প্রিয়া জমিদার মাদরে রাজা কমল নারায়ণ রায় মোতফা আনন্দ নারায়ণ রায় মোতনগ্না রাণী সন্তোষ প্রিয়া এহেঁ জদ্দ রাজা কেশব নারায়ণ রায় পে রাজা শ্রীমন্ত রায় ইহাতে আপন হিস্বা ॥৹ আট আনীর জমিদারিতে সন ১১৭৭ সালে মোকরর করিয়া দখলীকার করিলেন। কতক দিন পরে রাণী মজকুর পরলোক গমন করিলেন। আনন্দ নারায়ণ মজকুর শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের হুজুরে সরফররাজ হইয়া ॥৹ আট আনা জমিদারির সরবরাহ করিতে ছিলেন। সন ১১৭৮ সালে শ্রীযুক্ত উইলিয়ম নিসিল টিন সাহেবের হুজুরে রাণী কৃষ্টপ্রিয়া জওজে রাজা কৃপা নারায়ণ মোতফা নালিস করিয়া আনন্দ নারায়ণ মজকুরের ॥৹ আট আনা জমিদারির এক আনা সাহেব মজকুর দিয়াইলেন রাণী মজকুর লইয়া ॥/৹ নয় আনার জমিদার হইলেন। আনন্দ নারায়ণ মজকুরের ।৶৹ সাত আনা জমিদারি রহিল। ইস্তক সন ১১৭৭ সাল মাহ অগ্রহায়ণ হইতে সরকারের মাল ওয়াজিবে সরবরাহ করিতেছেন।

হিস্বে রাণী কৃষ্টপ্রিয়া জমিদার জওজে রাজা কৃপানারায়ণ রায় মোতফা ॥৹ আনার জমাদারি করিতেছিলেন। সন ১১৭৮ সালে শ্রীযুক্ত উইলিয়ম নিসিলটন সাহেব হুজুরে নালিশ হইবাতে রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় মোতমন্না রাণী সন্তোষপ্রিয়া মোতফা হিস্বা ॥৹ আট আনার জমিদারি হইতে /৹ এক আনা সাহেব মজকুর দিয়াইলেন। রাণী মজকুরা /৹ এক আনা জমিদারি লইয়া ॥/৹ নয় আনার জমিদার হইয়াছিলেন। ইস্তক সন ১১৭৭ সাল নাং সন ১১৮৮ সাল মাহ অগ্রহায়ণ ১০ বৎসর ৪ মাস গড় বহিচ বেড়া বহথাহর দোহিস্বা সরীকৎ রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় জমিদারকে দুর্গা ভবানী পূজাদি করিতে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া গড় মোকামে দখল না দিয়া কিম্বা কলিকাত' আফিলে নালিশ করিলেন। শ্রীযুক্ত সাহেব গবর্ণর ও সাহেবান কৌশলে তজবিজ করিয়া আনন্দ নারায়ণ মজকুরকে গড় মোকামে পূজাদি করিতে দখলে হুকুম দিলেন। রাণী

মজকুর দফাৎ হুকুম আদল না করিয়া সরকারের পিয়াদগাকে তলোয়ার যখমি করাতে সাহেব গবর্ণর ও সাহেবান কৌশলে রাণী মজকুরকে ৷৷/• নয় আনা জমিদারা হইতে সন ১১১৮ সালে মাহ পৌষ বেদখল করিয়া মহাল খাস হইয়াছে।

ঐ রাজার মৃত্যুর পর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় জমিদার হইয়া সন ১২৬২ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইহার দুই পুত্র, উপেন্দ্রনারায়ণ রায় ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সন ১২৯৫ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় নিঃসন্তান, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দুই পুত্র, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নিসন্তান।

পরিশিষ্ট (২)।

তমলুকরাজগণ যে সমস্ত নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার শ্রেণীবিভাগ ও অভিধান :—

(১) লাখরাজ
(২) বাহালী লাখরাজ
(৩) দেবোত্তর
(৪) ব্রহ্মোত্তর
(৫) বৈষ্ণবোত্তর
(৬) মহত্রাণ
(৭) খোসবাস
(৮) ভাটোত্তর
(৯) গণকোত্তর
(১০) সন্ন্যাসোত্তর
(১১) থানাবন্তী
(১২) ওয়াকফ্
(১৩) মাদাদমাশ
(১৪) পীরোত্তর
(১৫) নজবং
(১৬) খাসকর প্রভৃতি

হণ্টর সাহেবের Statistical Account গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে।

পরিশিষ্ট (৩)।

জলপাই ভূমি ও মাসহরা।

ইংরাজ রাজত্বের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশের জমীদারগণ লবণ প্রস্তুত করাইয়া যথেষ্ট আয় করিতেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজা ও জমিদারগণ ইহাতে অধিকতর লাভবান হইতেন। তমলুকের রাজা কমল নারায়ণ রায়ের সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার কর্ত্তা হইলেন। ১৭৮০ খৃঃ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে কোর্ট-অব্ ডাইরেক্টরের আদেশানুসারে কোম্পানী বাহাদুর লবণের কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন। কোম্পানী বাহাদুর তৎপরে লবণ ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া, তাহা সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান হইয়া, হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক অঞ্চলের জমিদার ও রাজগণের নিকট হইতে সমগ্র লবণোৎপাদক ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মেদিনাপুর জেলার তমলুক এজেন্সীর সল্ট্ এজেন্ট জেনরা, সি, হামিল্টন সাহেব ১৮৫২ খৃঃ অব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে লবণোৎপাদন সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।—তমলুক, মহিষাদল, জলামুঠা, আরঙ্গনগর ও গুমগড় এই কয়টী পরগণায় সল্ট্ এজেন্টের অধীনে ৬ জন দারগা, ৪ জন মুহুরী এবং ৩২ জন চাপরাশী ও ৭৪ জন চৌকীদার নিযুক্ত ছিল। যাহাতে লবণ উৎপাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ও কোনরূপে নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল (See Revenue Board Circular no. 877 dated 20th September 1851)। লবণ ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ ও জলপাই ভূমি ছাড়িয়া দিবার জন্য তমলুকের তদানীন্তন রাজা আনন্দ নারায়ণকে বংশধর-

পরম্পরায় ১১৯৬১॥/০ সিক্কা টাকা মাসহরা * দিতে কোম্পানী বাহাদুর প্রতিশ্রুত হন। উহা Perpetual Allowance অর্থাৎ রাজগণ বংশানুক্রমে চিরকাল পাইবেন এইরূপ কথা হয়। ১৮৬৩ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখের ১৬৮ নং পত্রে মিঃ স্মিথ বর্দ্ধমানের কমিশনর বাহাদুরকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। উহা হইতে জলপাই ভূমি সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যাইবে :—

"I shall now proceed to the expression of my own opinion, and will take up the permanent settled Parganas. The paragana of Tamlook forms one Zamindari and the other parganas mentioned above are in the Zamindari of Mahishadal. To arrive at a satisfactory conclusion on the subject, it is necessary to look back to the time of Decennial settlement and ascertain what were the conditions of settlement and state of Zamindaris.

7. The sum (to be paid to the Raja of Tamlook) converted into new standard rupee is Rs. 15761 and still continues to be paid.

---

* "From the early records it appears that when the privilege of manufacturing salt was taken out of the hands of the Zamindars of the District and monopolized by Government, the Government received from Zamindars of Purganas Mysadal and Tamlook large tracts of jungle and waste lands for their manufacturing purposes allowing them in lieu remissions in the rent of their permanent settlement and also a monthly allowance usually termed "Mooshyera", the former as a consideration for the land actually appropriated by Government and the latter as compensation for the withdrawal of the manufacture of salt from within their respective zamindaries"—Notes on the Manufacture of Salt in the Tamlook Agency by H. C. Hamilton.—Page 3.

8. I have gone into the subject at length, because a clear understanding of what the Salt Mushahara is, is absolutely necessary to enable us to determine how far Government is entitled to withdraw it from Land-holders, when it relinquishes the salt trade and what claim Government has to the land if it withdraws the Mushahara. The Salt Mushahara must, as it is evident from the above extracts, be regarded not only as compensation for the loss of salt trade but also as compensation for the loss of lands in the estates of zamindars upon which the salt trade was carried on. The land yielded us other revenue than salt and in paying the zamindar the Salt Mushahara, Government only gave his share of such revenues as the land yielded, and that Government required that land for the salt trade, the zamindars would either have received settlement or Malikana (mushahara). It will not be urged that the grant of the Mushahara was in lieu of the right of making salt in those portions of the Parganas which were put in their possession, for that would have been impossible. On the other hand, it will not be believed that any portion of the Suddar Jama of the estate assessed on the salt lands of which the Government retained possession, the Zamindars would never have consented to such a course.

* * *

10. The Mushahara may therefore, I think, be fairly regarded as the Malikana paid on the land held *khash*, but of a special nature, in-as-much as the lands were so kept, not because the Zamindars did not

want them, but because Government did. It is also a Malikana on a part of an estate held *khash* attached to a part personally settled with provision in the engagement for the latter that it shall be paid. Copies of the Kabuliats are enclosed for your information and that if we settle (the salt lands) with any one else, we must continue to pay the Mushahara."

বড় বড় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের মতেও রাজগণ এই মাসহরা চিরকাল পাইবার অধিকারী। কিন্তু তমলুক রাজগণ তাহা পাইতেছেন না। না পাইবার কারণ কি ?

১৮৩৬ সালের ২২৯ নং পত্রে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আর, ডি, মন্‌গল্‌স্‌ সাহেব বাহাদুর, রেভিনিউ বোর্ডের প্রধান সেক্রেটারী জি, আর, কলডিন্‌ সাহেব মহোদয়কে লিখেন,—এই মাসহরার টাকা আপাততঃ দেওয়া বন্ধ করিয়া উহা ১২৪১ ও ১২৪২ সালের রাজগণের দেয় রাজস্বের বকেয়া বাকী আদায় জন্য কাটিয়া লওয়া হউক। কার্য্যেও তাহাই হইতে লাগিল।

'মাল' জমী ও 'লবণকর' জমী কালেক্টর বাহাদুরের সেরেস্তায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ তৌজীভুক্ত হইয়াছিল। উক্ত মালজমীর আট আনা অংশ ১৮৪২ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় অমিতব্যয়িতার বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনগণের নিকট বন্ধক দিলে অবশেষে ঐ টাকা পরিশোধ না হওয়ায়, সুদ ও আসলে অনেক অধিক টাকা বৃদ্ধি হইলে, মহাজন নালিশ করিয়া আদালতে ডিক্রী করায় আবদ্ধায় সমুদয় সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে ১৮৪৬ সালে নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নামে বেনাম খরিদ করেন। ইহার পর হইতে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত খরিদদারগণ মাসহরা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় নানারূপ সাংসারিক বিপদাপদ-প্রযুক্ত ইহার কোন প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন নাই। ক্রেতৃগণ এই

টাকা কোন আইনসঙ্গত নিয়মে কালেকৃটরী হইতে গ্রহণ করিতে পারেন না। যেহেতু মাসহরার জমী ও তমলুকের মালজমি পৃথক্ পৃথক্ তৌজিভুক্ত। গবর্ণমেণ্ট এই মাসহরার টাকা মাল-জমি-ক্রেতৃগণকে দেওয়ায় ভুল করিয়াছেন। যথার্থপক্ষে উহা রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের প্রাপ্য।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে কোম্পানী বাহাদুর তমলুক-হিজলী অঞ্চলের লবণ উৎপাদন বন্ধ করেন। ঐ সালের ১৬ই মে তারিখের ১৩৫ নং পত্রে কলিকাতা বোর্ড আফিসের বড় সাহেব তমলুক ও হিজলীর সল্ট্ এজেণ্ট দিগকে অবগত করেন যে,জলপাই জমি যেন তাঁহারা জেলার কলেক্টর সাহেবের দখল দেন। পরে উহা কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত হয়।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮ই আগষ্ট তারিখের ১৬৮ নং পত্রে বর্দ্ধমান জেলার কমিশনার বাহাদুর, রেভিনিউ বোর্ডের বড় সাহেবকে লিখেন যে, ঐ লবণ সম্বন্ধীয় মাসহরা কোন ক্রমেই খাশ করিয়া লওয়া যাইতে পারে না এবং খালারীর (জলপাই) জমি রাজাদের অবগতি ব্যতীত অপর কাহারও সহিত পুনঃ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ জমি অপর কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে মাসহরার টাকা রাজগণকে চিরকাল দিতে হইবে। মেদিনীপুরের কালেক্টর বাহাদুর মিঃ স্মিথ তাঁহার ১৮৬৩ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখের বর্দ্ধমান জেলার কমিশনার সাহেবের নামীয় পত্রে ঐ মন্তব্যের পোষকতা করেনঃ—

"The conclusions, which I have arrived, are that it is at our option to settle with the Zamindars or any one else as we find it to our advantage, but that if we settle it with any one else, we must continue to pay the Salt Moshahara, further that the Zamindars need not accept the settlement unless they choose, but that if they do not accept the Settlement, they will not have any claim to Malikana other than Moshahara."

এই মাসহরা ১৮০৪ সাল হইতে একাদিক্রমে অন্যূন ৭০ বৎসর প্রদত্ত হইয়া আসিতেছিল। পাট্টার সর্ত্ত দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, গবর্ণমেন্ট এই মাসহরা চিরকাল দিতে বাধ্য। কিন্তু উহা বন্ধ হইয়াছে। ১৮৮১ সালে একটী মোকদ্দমা—ভারত-সচিব বনাম রাণী আনন্দময়ী দেবী—কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া আপীল নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে*। এই নজির বলে কোম্পানীবাহাদুর লবণ জমি যদৃচ্ছা বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিন্তু রাজগণের চিরপ্রাপ্য হক্ মাসহরার টাকা আইন-সঙ্গতরূপে লোপ করিতে পারেন না। এই তমলুক রাজগণের সম্পত্তি-বন্ধক-গ্রহীতৃগণ বা নিলাম খরিদদারগণ রাজাদিগের বংশগত সম্পত্তি লবণ-সংক্রান্ত মাসহরা কদাচ খরিদ করেন নাই। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রতি জলপাই জমির পুনঃ বন্দোবস্ত লইবার কোন আদেশ হয় নাই। হইলেও এই সংবাদ তাঁহার গোচরীভূত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর ৫।৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি নিবিন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কহীন হইয়াছিলেন। কাজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণকে সে সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদিও তাহা না হয়, তথাপি 'মাসহরা' হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। বোর্ডের প্রধান সেক্রেটারী Mr. R. B. Chapman সাহেব তাঁহার বিগত ১৮৬৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের নামীয় ১০৪৮নং পত্রে মিঃ স্মিথ বাহাদুরের মতেরই সম্পূর্ণ সমর্থন করেন :—

"Para 11. Mr Plowden's conclusion in regard to all'these allowance was that, whatever might be thought of the original policy of granting them, as they have been declared permanent they could not now be resum-

---

* Vide I. L. R. 8C. 95.

ed without the consent of the receipients, a consent which could only be asked in the event lands being given over to them, with permission to manufacture of salt, free of all restrictions except the payment of the Government."

উপরোক্ত মতসাম্যে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, যদিও গবর্ণমেণ্ট লবণকর জমি স্থানীয় জমিদার ব্যতীত অপর কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে জমিদারগণ চিরকালই মাসহরা পাইতে থাকিবেন। জমিদারগণকে প্রথমে ঐ জমি বন্দোবস্ত লইবার সুযোগ প্রদত্ত হইলে তাঁহারা যদিও তাহা লইতে অস্বীকৃত হয়েন, তাঁহাদিগের মাসহরা প্রাপ্তির হক্ হইতে তাঁহারা কদাচ বঞ্চিত হইবেন না।

পরিশিষ্ট (৪)।

—:•:—

সামরিক কর্ম্মচারী, সামন্তরাজ ও উচ্চপদস্থ মন্ত্রিবর্গের এবং কতিপয় বিশিষ্ট উপাধি।

বাহুবলীন্দ্র—বাহুবলে ইন্দ্রের সমকক্ষ। ময়নারাজ-বংশের পারিবারিক উপাধি।

গজেন্দ্র-মহাপাত্র—হস্তীর ন্যায় বলশালী ও প্রধান মন্ত্রী। তুর্কারাজ বংশের উপাধি।

গজপতি—উড়িষ্যাধিপতির উপাধি।

রণঝাঁপ—যুদ্ধে অকুতোসাহস। সুজামুঠা রাজের উপাধি।

রণসিংহ—যুদ্ধে সিংহতুল্য বিক্রমশালী।

সামন্ত—প্রাদেশিক অধিপতি।

সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ।

মহাপাত্র—প্রধান মন্ত্রী।

গড়নায়ক—দুর্গাধিপতি।
মহারথ—প্রধান যোদ্ধা।
নায়ক—সহকারী নেতা।
ভূপতি—সীমান্তদেশের অধিপতি।
মহানায়ক—প্রধান সহকারী।
ভৌমিক—সীমান্ত রাজা।
ভুঞ্যা—ঐ
ভূমিপ—ঐ
ভূপাল—ঐ
রানা—রাজপুত্র।
হাজরা—সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক।
শতরা—শত সৈন্যের অধিনায়ক।
দলই—গ্রাম্য সৈন্যের পরিচালক।
আধক (আর্দ্ধক)—অর্দ্ধ বাহিনীর। চালক।
চৌধুরী—সামন্ত রাজ।
মৌলবলাধ্যক্ষ—রাজার নিজসৈন্য-চালক।
দৈশিক—গ্রাম্যসৈন্য।
দলপতি—গ্রাম্য সৈন্যাধ্যক্ষ, ইত্যাদি।

সাধারণ সৈন্য ও গ্রামবলসংজ্ঞসূচক উপাধি।

সিংহ, বাঘ, হাতী, মহিষ, গিরি, তুঙ্গ, কপাট, কাজলা, কোটাল, কাঞ্জী, মাঞ্জা, খাঁড়া, দণ্ডপট্ট, পাত্র, পট্টনায়ক, বীরা, সমরী, ধাবক, সেনী, সিংলী পাঞ্জা, মল্ল, বাহুবল, রাহুত, হালদার, লস্কর, মৌলিক, সর্দার, স্তম্ভভেদী, দৌবারিক, মঙ্গরাজ, অশ্বপতি, নরপতি, শতরা, হাজরা, দলই, পতাকী, সান্তরান্ ইত্যাদি।

নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপাধি।

ধর, কর, মাইতি, বর, দিণ্ডা, করণ, কাপ, কুইতি, প্রামাণিক, প্রধান, মণ্ডল, বৈতালিক, মল্লিক, শস্যমল্ল, শরণ, মজুমদার; সমাদ্দার, দেশমুখ্য, সরকার, পুরকায়স্থ, নিয়োগী, তালুকদার জোয়ারদার, শিকদার, টীকাদার, বিশ্বাস, সাধুখাঁ, খাঁ, বক্সী, মহান্ত, মানা, বৈদ্য, বাল্মীক, সাপুই, কয়াল ইত্যাদি।

এক্ষণে উৎকলের খণ্ডাইতজাতি এবং বাঙ্গলা দেশের মাহিষ্যজাতির মধ্যে ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়ত্ব-ব্যঞ্জক সামরিক পারিবারিক উপাধি প্রচলিত দেখা যায়।

কতিপয় কর্ম্মচারিগণের পদ।

বরুয়া, মুথ্য ও মণ্ডল, আমিন, ভদ্র, ব্যবহর্ত্তা, দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, চৌকীদার, সর্দ্দার, সীমন্দার বা দিগওয়ার, নগদী, চৌধুরী (কর-সংগ্রাহক), ভাণ্ডারী, কয়াল (শস্য সংগ্রাহক ও রক্ষক) কাজি, মহাজন, গণক ও আচার্য্য, পরামাণিক, সূত্রধর, কামার, স্বর্ণকার, কাঁসারী, মুখার ও পটীদার, মালী, মালাকার ইত্যাদি। বাজাওয়ালা, বাজনাদার, ঝাড়ুনদার, কীর্ত্তনওয়ালা, ভাট, চারণ, ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট (৫)।

সামন্ত-চক্র।

তাম্রলিপ্ত রাজ্য পূর্ণ সমৃদ্ধিকালে যে সামন্তচক্রে পরিবেষ্টিত ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—পরে এই সামন্ত রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন ও পাঠান-মোগল-শাসনকালে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল :—

(১) হিজলী ও সুজামুঠা (২) মহিষাদল (৩) কতুবপুর (৪) তুর্কা ও (৫) ময়না। এই সমস্ত গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও মেদিনীপুর জেলায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অনেকগুলি প্রাচীন সামন্ত রাজবংশ এখনও বিদ্যমান আছে। ইঁহারা সকলেই মাহিষ্যজাতীয়।

হিজলী ও সুজামুঠা।—হিজলীর ইতিহাস তমলুকের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত দেখা যায়। হিজলী সাগর-তটবর্ত্তী ক্ষুদ্ররাজ্য; কিন্তু ইহার প্রভাব খুব বিস্তৃত ছিল। তমলুকের নৌবল হিজলীর সঙ্গে মিলিত ছিল। তমলুকের ক্ষমতা কিছু হ্রাস পাইবামাত্রই হিজলীর প্রভাব ও স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পায়। কালে ইহার বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয়। পাঠান-অধিকার-কালেই হিজলী বিশেষ পরাক্রান্ত হয় এবং মুসলমানদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উড়িষ্যা আক্রমণের কালে হিজলী একটা সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। কাজেই হিজলীর প্রতি গৌড়ের বাদসাহগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। হিজলীর রাজবংশই শেষে সুজামুঠার রাজবংশ বলিয়া পরিচিত হয়। এই বংশের রাজা মুকুন্দদাসের পূর্ব্বে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। রাজা মুকুন্দ দাসের অধস্তন ২১শ পুরুষ রাজা হরিদাসের সময় গৌড়েশ্বর হিজলী রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাভূত হন। উক্ত বংশের ২৩শ রাজা গোবর্দ্ধন দাস ১৫০৫ খৃঃ অব্দে পাঠান কর্ত্তৃক পরাজিত হন ও সুজামুঠার অধিরাজ বলিয়া গৃহীত হন। হিজলী অতি পূর্ব্বে তমলুকের সঙ্গে মিলিত থাকিলেও ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অন্যূন ৭।৮ শত বৎসর কাল পরাক্রান্ত নৌবল-গর্ব্বিত স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। (হিজলী রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও রাজবংশলতা পণ্ডিত ভগবতীচরণ প্রধানকৃত 'আর্য্যপ্রভা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।—হিজলীরাজ গোবর্দ্ধন দাসের সময়ে পাঠানবীর মছন্দলী অত্যন্ত শঠতা করিয়া এই রাজ্য অধিকার করেন। তিনি গোবর্দ্ধনকে হিজলীর একাংশ লইয়া সুজামুঠার গড়ে রাজ্য করিতে দেন ও তাঁহাকে "রণঝাঁপ' উপাধি দিয়া ঐ দেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। রাজ্য ধনসম্পত্তি হারাইয়া তাঁহার বংশধরগণ এখন দীনভাবে দিন কাটাইতেছেন। হণ্টর সাহেব এই গোবর্দ্ধন রণঝাঁপকে গোবর্দ্ধন বৈদ্য বলিয়াছেন। রণঝাঁপ উক্ত পাঠান মছন্দলীর সেনাপতি হন। রাজা গোবর্দ্ধনের সময় হইতেই দক্ষিণ বঙ্গে মুসলমান শক্তি প্রবল হয় এবং হিজলীর

মহাপরাক্রান্ত ভূপাল বংশ সুজামুঠার রাজা বলিয়া গণ্য হন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মসনদ্-ই-আলি ইশা খাঁ এই হিজলী রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়া সমগ্র ভাটী প্রদেশের অধিপতি হন ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের গৌরব হানি করেন।

মহিষাদল।—বর্ত্তমান রাজগণ কণোজ ব্রাহ্মণ-বংশীয়। ইহাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা রাজা ছিলেন, তাঁহারাই তমলুকের সামন্ত রাজা ছিলেন। এই পুস্তকের ৭৮।৭৯ পৃষ্ঠায় মহিষাদল রাজ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "আর্য্যপ্রভা" ১২৮ পৃষ্ঠা ও "মহিষাদল রাজবংশ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গুমাই গড়ে মহিষাদলের আদি রাজবংশের রাজধানী ছিল।

কতুবপুর।—এই রাজবংশ এখনও বিদ্যমান—ইঁহারাও প্রাচীন তাম্রলিপ্তের সামন্ত-রাজ ছিলেন এবং মুসলমান শাসনকালে বিশেষ পরাক্রান্ত ও স্বাধীন ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে, আকবরের সময়ে এই রাজ্যে একটী প্রস্তরময় দুর্গ ছিল। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বীর ভূপাল রাজা দলজিৎ সিংহ ও ভিখারীসিংহ বাহাদুর পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অত্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উক্ত শতাব্দীদ্বয়ে বেহার দেশের গয়া জেলা পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। বেহারের নিকটবর্ত্তী নালন্দা গ্রামে ইহাদের বেহার প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

তুর্কা।—তুর্কা রাজ্যের অধিপতিগণ গজেন্দ্র-মহাপাত্র উপাধিকারী। ইঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ পুরীর সন্নিধানে বর্ত্তমান এবং উপবীতধারী বীরজাতি বলিয়া পরিগণিত। তুর্কারাজগণ খুর্দ্দার গজপতি রাজবংশের একই শোণিত জাত বলিয়া পরিচিত। তাম্রলিপ্ত-রাজ-কুমার যখন উড়িষ্যা জয় করেন, তখন তুর্কারাজ্যের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের অধীনে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মুসলমান-শাসনকালে ইঁহারা খুব ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। এখন এই রাজবংশ দীনভাবে খণ্ডরই গড়ে বাস করিতেছেন। (বংশলতা আর্য্যপ্রভা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

ময়না গড়।—তমলুকের পশ্চিমাংশে সবঙ্গ নামে একটী প্রদেশ আছে। উহা মুসলমান অধিকারে সবঙ্গ পরগণা নামে পরিচিত হয়। এই সবঙ্গ পরগণার বালিসীতা গড়ে ময়নাগড়ের রাজগণ পূর্ব্বে বাস করিয়া এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ময়নাগড়ের রাজবংশ "গড়জাত" রাজা নামে পরিচিত। ময়নাগড়ের গড়জাত রাজবংশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই সবঙ্গ প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী প্রথমে বালিসীতা গড়ে ছিল। বালিসীতা দুর্গ কোন্ প্রাচীন যুগে কতশত বৎসর পূর্ব্বে কোন ভূপতিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তাহা জানা যায় না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গঙ্গপতিবংশীয় চূড়ঙ্গদেব উৎকলে সম্রাজ্য-বিস্তার করেন, সেই সময়ে রাজা কালিদাস সামন্ত তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি বর্ত্তমান রাজবংশের একজন পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ রাজা ও বিজয়ী বীর ছিলেন (মহিষাদল রাজবংশ—পণ্ডিত ভগবতীচরণ প্রধানকৃত) তিনি বর্ত্তমান রাজগণের পূর্ব্বতন বালিসীতা গড়ে থাকিয়া রাজ্যশাসন ও উৎকল সম্রাটের এতদঞ্চলে সেনাপতিত্ব করিতেন। তৎপর অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ বংশে রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র নামে একজন বিখ্যাত ভূপাল জন্মগ্রহণ করেন। এই গোবর্দ্ধনানন্দ হইতেই এই বংশে "বাহুবলীন্দ্র" উপাধিতে ভূষিত ও বিখ্যাত হয়। তিনি যবনাধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের ধ্বংশ-কালেই ময়নাগড় হস্তগত করিয়া বিক্রান্ত হইয়া উঠেন। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র যখন বালিসীতা গড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন উৎকল-সম্রাট্ দেবরাজ তাম্রলিপ্ত রাজের ক্ষমতার হ্রাস দেখিয়া বালিসীতাগড়ের রাজার নিকট কর চাহিয়া পাঠান। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ কর দিতে অস্বীকার করায় উৎকল-সম্রাটের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বালিসীতা গড় আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়। রাজা গোবর্দ্ধন ধৃত হইয়া উৎকলেশ্বর সমীপে নীত হইলেন।

রাজা গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে যে সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহার নেতৃগণ উৎকলসম্রাট্ সমীপে রাজা গোবর্দ্ধনের বীর্য্যকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। সবঙ্গরাজ উৎকলসম্রাট দেবরাজ সমীপে নীত হইয়া সঙ্গীতবিদ্যায় ও রণনৈপুণ্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। তাহার ফলে রাজ্য, সিংহাসন, ছত্র উপবীত, বাণ, ডঙ্কা, নিশান প্রভৃতি সমগ্র রাজচিহ্ন উপহার ও 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি লাভ করেন। যে সময়ে রাজা গোবর্দ্ধন এইরূপে সম্মানিত হন, তৎকালে শ্রীধর হুই নামক অপর একজন বীরপুরুষ লাউসেনের গড়ে আধিপত্য করিতেছিলেন। এই লাউসেনের গড়ই ময়না গড়। শ্রীধর হুইকে পরাজিত করিয়া রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়নাগড় অধিকার করিলেন। তিনি প্রাচীন গড় ভাঙ্গিয়া প্রায় নূতন করিয়া গড় নির্ম্মাণ করেন। পরিখাদি গভীর ও বিশাল করিয়া ফেলিলেন। ময়নাগড়ের * অভ্যন্তর প্রদেশের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে যে পরিখা খনিত আছে, তাহার আভ্যন্তরিক পার্শ্ব প্রতিদিকে ৭৫০ ফিট অর্থাৎ অন্তর্গড়ের

---

* হণ্টার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন :—"Even in the quieter and more civilized parts of the district the country contained many forts or strongholds to retreat on the occasion of the incursions of the Maharattas or their jungle neighbours. Killa Mayana-choura is well-known place of this kind. It is surrounded by two ditches, one wet and one now dry, both formerly very deep and broad and filled with alligators. Within its inner ditch was another defence of closely planted bamboos so intertwisted with each other as to be impervious to an arrow and unapproachable by cavalry which formed the main part of the Maharatta invadors. The ground thus enclosed is wide and contained many houses"—Report of the Commissioner of Orissa as quoted in Hunter's Statistical Accounts.

পরিমাণ ৫৬২,৫০০০ বর্গফিট, ঐ বহির্ভাগে আর একটী প্রশস্ত বহির্দুর্গ আছে, তাহার বাহিরে যে একটী দ্বিতীয় পরিখা আছে, তাহা অভ্যন্তর দিকে প্রতিপার্শ্বে ১৪০০ ফিট্‌ দীর্ঘ। এই দ্বিতীয় পরিখাকে সীমা ধরিলে তাহার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত গড়ের পরিমাণ ১৯৬০,০০০ বর্গফিট্‌ বা ৩০৭ বিঘা ভূমি। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালেও দুই পরিখাতেই ২০ ফিটের ন্যূন জল থাকিত না। বাহিরের পরিখার পশ্চিমে ও অগ্নিকোণে আভ্যন্তরিক পরিখার প্রবেশের দ্বার আছে। প্রথম পরিখা দ্বারা গড়ের যে অংশ বেষ্টিত, তাহাই অন্তর্দুর্গ। এই অন্তর্দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রথম পরিখার পার্শ্বদেশ দিয়া একরূপ পার্ব্বত্য বাঁশের ঝাড় পরস্পর এরূপ নিরন্ধ্রভাবে সংলগ্ন ও জড়িত যে, উহার মধ্য দিয়া কোন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রই প্রবেশ করিতে পারে না এবং অশ্বারোহিগণও তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ অনেক সময়ে প্রথম পরিখা উত্তীর্ণ হইতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিখার মধ্যস্থিত বহির্গড় বা বহির্দুর্গ সৈন্যগণের অবস্থান ভূমি ছিল। এই ভাগ এখন বনাবৃত হইয়াছে। উহাতে ব্যাঘ্র, হরিণ ও নীলকণ্ঠগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। উড়িষ্যার কমিশনার সাহেবের রিপোর্টে লিখিত আছে, পূর্ব্বে উভয় পরিখাই গভীর জলে এবং কুম্ভীরে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং পরিখা সন্তরণ পূর্ব্বক দুর্গ অবরোধ করা অসম্ভব ছিল।

রাজা গোবর্দ্ধনান্দ বাহুবলীন্দ্র এই প্রসিদ্ধ গড় নির্ম্মাণের পর বালিসীতা গড় পরিত্যাগ করতঃ এই গড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা এই ময়নাগড়ে পৌষী পূর্ণিমায় দ্বিতীয়বার অভিষিক্ত হন। এই অভিষেক উপলক্ষে দ্রাবিড় দেশ হইতে কতিপয় সদ্বিদ্যাশালী সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনীত হন ও তাঁহারা এতদ্দেশে বাস করিতে থাকেন। তদবধি প্রত্যেক পৌষী পূর্ণিমায় অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ আর একটী গড় নির্ম্মাণ করেন, উহা

তিলদা জলচক্রের গড় নামে প্রসিদ্ধ। এই গড়ে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে ; তন্মধ্যে তিলেশ্বর শিবলিঙ্গই প্রধান। তিলদা জলচক অতি প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। বালিসীতা, ময়না ও তিলদা দুর্গত্রয়ের অভিঘাতে পার্ব্বত্য রাজগণ হইতে মহারাষ্ট্র সৈন্ত পর্য্যন্ত বার বার প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু পাপিষ্ঠ বাঙ্গালী উপকারককে চিনিতে চাহে না। ময়না গড়ের রাজগণ এ অঞ্চলে কৃষিবাণিজ্য ও দেবসেবার যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণকে যে পরিমাণ ভূমিদান করিয়াছেন, বোধ হয়, অপর কোন বাঙ্গালী রাজবংশ তাহা করিতে সমর্থ হন নাই।

রাজা গোবর্দ্ধনানন্দের বহু অধস্তন রাজা মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র, তৎপুত্র রাজা গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র এবং পৌত্র রাজা কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়নাগড়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়া যান। ইঁহারা প্রধান গড়জাত বাহুবলীন্দ্ররূপে অধিরাজবর্গ কর্ত্তৃক সম্মানিত ছিলেন। রাজা কৃপানন্দের পুত্র গজদানন্দ বাহুবলীন্দ্রের শেষ অবস্থায় এই সকল প্রদেশ মুরশিদাবাদের শেষসম্পর্কে কোম্পানীর হস্তগত হয়। রাজা ব্রজানন্দের সময় ময়নারাজ্য কোম্পানীর বন্দোবস্তের অধীন আসে। তমলুকের রাজগণের ন্যায় হতশ্রীক অবস্থায় রাজ্য ধন সম্পত্তি হারাইয়া ময়নাগড়ের বর্ত্তমান রাজবংশধরগণ অতি দীনভাবে তাঁহাদের পৈতৃক জীর্ণ গড়ে অবস্থান করিতেছেন।